চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 140 Friday, 21 April, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১৪০ সংখ্যা ✱ ৭ বৈশাখ, ১৪৩০, শুক্রবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘২ মাস কলকাতায় ফিরব না!’

পঞ্চায়েত ভোটের আগে নয়া কর্মসূচি অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগেই দলের নয়া কর্মসূচি শুরুর কথা জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৫ তারিখ থেকে সংযোগ যাত্রা শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছেন আমরা ২৫ তারিখ থেকে সংযোগ যাত্রা শুরু করব। এই ক্যাম্পেইনের নাম হচ্ছে তৃণমূলের নবজোয়ার। আগামী দু’মাস ধরে মানুষের পঞ্চায়েত গড়া এই কর্মসূচীর আসল লক্ষ্য। আমি আগেই বলেছি পঞ্চায়েত গণতান্ত্রিক হবে। মানুষের ভোট হবে। অবাধ, শান্তিপূর্ণ ভোট তো হবেই। আমরা এখান থেকে প্রার্থী ঠিক করব।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘৬০ হাজার গ্রামীণ বুথে প্রার্থী কে হবে, তার মতামত এখান থেকে নেওয়া হবে। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে, তৃণমূলে নবজোয়ার। এমন লোককে প্রার্থী করা, যাঁরা পঞ্চায়েতে মানুষের পাশে থেকে কাজ করবেন। যে ব্যক্তিকে ৩৬৫ দিন পাওয়া যাবে, তাকেই আমরা প্রার্থী করব। আমরা ভারতে প্রথমবার মানুষের পঞ্চায়েত গড়তে, মানুষের মতামত নিতে চলেছি। আমরা জেলা থেকে প্রার্থীর তালিকা আনিয়েছি। কিন্তু আমাদের প্রাধান্য মানুষের থেকে মতামত নেওয়া।’’ তিনি বলেন, ‘‘জনসংযোগ যাত্রা ও গ্রাম বাংলার মতামত এই দুটো কর্মসূচী আমাদের অংশ। আগামী ২৫ তারিখ এটা শুরু হচ্ছে। কোচবিহারের দিনহাটা থেকে শুরু হবে। পাথরপ্রতিমা বা সাগরে শেষ করব। আমি ২৪ তারিখ বিকালে বেরোব। আমি দু’মাস কলকাতায় ফিরব না। আমি সাগর শেষ করে তারপর বাড়ি ফিরব। সকাল ১১’টায় শুরু। রোজ গড়ে চারটে করে জনসভা। আমি সন্ধ্যা ৬টায় ক্যাম্পে ফিরব। যে জেলায় ক্যাম্প হয়েছে। সেখানে অধিবেশন হবে। সব বুথ সভাপতি থাকবেন। ৩ থেকে ৪ হাজার লোক থাকবে। তারপর গোপন ব্যালটে ভোট হবে। সেখানে নৈশভোজ থাকবে। প্রার্থী কাকে চান, সেটা আমাদের জানান।’’ অভিষেক আরও বলেন, ‘‘কোচবিহার ৩ রাত, আলিপুরদুয়ার ১, জলপাইগুড়ি ২, দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এভাবে শিডিউল করা হচ্ছে। গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে, গণদেবতা। মানুষ যাঁকে প্রাধান্য দেবে, তাঁকেই প্রার্থী করা হবে। এছাড়া ওয়েবসাইটে লাইভ ফর্ম থাকবে, সেখানে মতামত জানানো যাবে। আমি রাতে ক্যাম্পে থাকব।’’ অভিষেক আরও বলেন, ‘‘সিক্রেট ব্যালটে ভোট হবে। ফলে ভোট দিন। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে কাকে চান আপনারা জানাবেন। এই কর্মসূচীতে ভুল ত্রুটি হলে, আমাদের ধরিয়ে দিক সংবাদমাধ্যম। আমাদের নির্বাচনী জয়ের ওপরে উঠতে হবে। বামেরা অনেক কথা বলে। কিন্তু কোনওদিন এমন চেষ্টা করেনি। আগামী দিনে, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন মানুষকে ভোটে দাঁড় করাব। কথা দিয়ে কথা রাখা বড় ব্যাপার।’’ অভিষেকের কথায়, ‘‘এটা ভারত জোড়ো যাত্রার মতো পদযাত্রা নয়। দু’মাসে গোটা বাংলা হাঁটা সম্ভব নয়। আমাদের জনসংযোগ যাত্রা হল, মানুষের কাছে গিয়ে কথা বলা। যে পয়েন্টে যাওয়া হবে। সেটা আগেই বলা হবে। নিজের এলাকা, পরিবারের স্বার্থের কথা ভেবে যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। কোনও ৫৬ ইঞ্চির কথা মাথায় রেখে ভোট নয়। ভোট দেবেন পানীয় জল, গ্রামীণ রাস্তার মতো পরিষেবা দেখে।’’ তিনি জানান বলেন, ‘‘এই কর্মসূচীর মধ্যে যদি পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণা হয়, তাহলে যতটা জেলা করা যায় তাই হবে। আর যদি বিরোধীদের কোনও নাম সামনে আসে, সাধারণ মানুষ চায়, তাহলে তার সাথে আমি কথা বলব। বাম, বিজেপি সে তিনি যে রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন, আমার কোনও ইগো নেই। তবে তিনি তৃণমূলের প্রতীকে না দাঁড়াতে চাইলে, আমরা বিকল্প নাম ভাবব। পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হয়েছে বলে আজ এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে বলে অনেকে বলবেন। পার্থ চ্যাটার্জি গ্রেফতার হয়েছিল ২২ জুলাই। আর আমি ১২ জুলাই জলপাইগুড়িতে গিয়ে বলেছিলাম, মানুষের পঞ্চায়েত গড়ব। এদিন অমিত শাহকে মুখ্যমন্ত্রীর ফোন করা নিয়ে শুভেন্দু বক্তব্যের খোলাখুলিই হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক বলেন, ‘‘ওকে ল্যাজেগোবরে করে ছাড়ব। দেখি কে ওকে প্রোটেকশন দেয়।’’ অভিষেক আরও বলেন, ‘‘উনি রোজ একটা ট্যুইট করে মিথ্যা কথা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আর দু’দিন ধরে সেগুলো চ্যানেলে চলছে। এই একটা কথাও উনি আদালতে প্রমাণ করতে পারবেন না।’’ অভিষেকের কথায়, ‘‘উনি ভাষার মাধুর্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে যিনি খালা, ফুফু, বেগম বলে সম্মোধন করেন, তাঁর কাছ থেকে ভাষার মাধুর্য শিখতে হবে?’’

মমতার চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুভেন্দুকে ল্যাজেগোবরে করার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

পুঞ্চে জঙ্গি হামলায় শহিদ ৫ জওয়ান

শ্রীনগর, ২০ এপ্রিলঃ এক মর্মান্তিক ঘটনার খবর এল জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টর থেকে। বৃহস্পতিবার (২০ এপ্রিল) বিকেলে, পুঞ্চ-জম্মু মহাসড়কের উপর আচমকা আগুন ধরে গেল ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে। এই ঘটনায় অন্তত ৫ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা বিভাগের জম্মুর জনসংযোগ আধিকারিক। সেনার সূত্রের দাবি, এই অগ্নিকাণ্ডে অন্তত চাপ থেকে পাঁচজন জওয়ান নিহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, বিজি সেক্টরের ভাট্টা ডুরিয়ান বনাঞ্চলের কাছে গাড়িটিতে আগুন লাগে। জঙ্গি হামলাতেই ট্রাকটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল বলে জানালো সেনা কর্তৃপক্ষ। প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্তারা জানিয়েছেন, সেনার ট্রাকটি ভিম্বর গলি থেকে সানগিয়তে আসছিল। সেই সময় অজ্ঞাত পরিচয় জঙ্গিরা ট্রাকটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গ্রেনেডও ছোড়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সেনার নর্দার্ন কমান্ডের সদর দফতর থেকে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ‘আজ আনুমানিক দুপুর ৩টে নাগাদ ভিম্বর গলি থেকে রাজৌরির পুঞ্চের দিকে আসার সময় সেনার একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে অজ্ঞাত পরিচয় জঙ্গিরা গুলি ছোড়ে। ওই এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছিল বলে দৃশ্যমানতা কম ছিল। তারই সুযোগ নিয়েছে তারা।

সম্ভবত জঙ্গিদের ছোড়া গ্রেনেড বিস্ফোরণেই গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়।’ এই ঘটনায় মোট ৫ সেনা সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা সকলেই রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ইউনিটের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। ওই এলাকায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের জন্য তাঁদের মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ঘটনায় আরও এক সেনা সদস্য আহত হয়েছেন। তাঁকে অবিলম্বে রাজৌরির সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। সেনা কর্তারা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় যুক্ত জঙ্গিদের ধরতে ওই এলাকায় অভিযান চলছে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এক পুলিশ সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু গুলির খোল উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনার বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে বিশদে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী টুইট করে জানিয়েছেন, পাঁচ ভারতীয় সেনা সদস্যের মৃত্যুতে তিনি ‘ব্যথিত’। দুর্ঘটনাস্থলের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর ট্রাকটিতে দাই দাউ করে আগুন জ্বলছে। পুরো ট্রাকটিই একটি বিশাল আগুনের গোলাতে পরিণত হয়েছে। ঘটনার আরও একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ঘটনাস্থলে সেনা আধিকারিক ও কর্মীরা উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে, রাজস্থানের উদয়পুর থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ট্রাকে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে আগুন লেগেছিল। ট্রাকটি উদয়পুরের সামরিক ঘাঁটিতে যাচ্ছিল। ওই ঘটনায় কারোর প্রাণহানি হয়নি। তার আগে ২০২১ সালে রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলায় সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি উল্টে গিয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। ওই ঘটনায় তিনজন সৈন্য নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়েছিলেন।

আরও এক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ রাজ্যের সঙ্গে সংঘাত যখন ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে, তখন আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আচমকা হাজির হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বিজড়িত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেলা ১২টা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান তিনি। রাজ্যপাল কথা বলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও অন্যান্য অধ্যাপক ও কর্মীদের সঙ্গে। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের কী কী সমস্যা আছে, তা বোঝার জন্যই তিনি গিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন সিভি আনন্দ বোস। সম্প্রতি একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দেখা গিয়েছে রাজ্যপালকে, যা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ঘরে বসতেন, সেখানে গিয়ে বসেন তিনি, বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে প্রণাম করেন তিনি। ওই ঘরটির সংরক্ষণ এবং আধুনিকীকরণের প্রয়োজন আছে বলে জানান তিনি। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরির আধুনিকীকরণের যে কাজ চলছে, সেই কাজও এদিন ঘুরে দেখেন তিনি। সূত্রের খবর, এদিন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডি তৈরি করার নিয়ম নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে উপাচার্যের আলোচনা হয়েছে। উপাচার্য অনুরাধা মুখোপাধ্যায় জানান, রাজ্যপাল সব ঘুরে দেখেছেন। ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরির কাজ সুষ্ঠভাবে করতে কমিটি গঠন করার কথাও বলেছেন। ২০২৪-তে ২০০ বছর পূর্তি হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। সে ব্যাপারেও এদিন আলোচনা হয়েছে। রাজ্যপাল বাইরে বেরিয়ে বলেন, ‘‘এটা সারপ্রাইজ ভিজিট নয়, মোটিভেশনাল ভিজিট। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে কীভাবে সমাধান করা যায়, এ বিষয়ে কথা হয়েছে।’’ রাজ্যপাল আরও বলেন, ‘‘এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগর বসতেন। আমি মনে কপি এখান থেকেই রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল।’’

স্ট্যালিনকে ফোন মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ ২০২৪ সালের আগে বিজেপি বিরোধী ঐক্যে শান। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অবিজেপি রাজ্যে রাজ্যপালরা অগণতান্ত্রিক ভাবে কাজ করছেন। স্টালিনের অভিযোগে সমর্থন মমতার। পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে আগামীতে অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের ভাবনা। তামিলনাড়ুর বিধানসভায় একটি প্রস্তাবনা আনা হয়েছে। সেখানে রাজ্যপালদের কাছে পাঠানো বিলগুলিতে সম্মতি জানানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও চিঠি লিখে অনুরোধ করেন, বাকি রাজ্যগুলিতেও যাতে একই প্রস্তাবনা আনা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয় এম কে স্ট্যালিনের। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালরা অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করছেন বলেই অভিযোগ তুলেছেন এমকে স্ট্যালিন। তাঁকে এই ইস্যুতে সমর্থন জানাতেই ফোন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ট্যালিন একটি ট্যুইটে জানিয়েছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং আমরা অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে রাজ্যপালদের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরোধিতার যে উদ্যোগ নিয়েছি, তার প্রশংসা করে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করার জন্য বিরোধী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক বসার পরামর্শ দিয়েছেন।’

মমতার চ্যালেঞ্জের মুখে শুভেন্দু হোঁচট খেলেন

শাহকে ফোন কাণ্ডে ঘেঁটে ফেললেন দিনক্ষণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ মঙ্গলবার সিঙ্গুরে গিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেছিলেন, তৃণমূলের জাতীয় দলের মর্যাদা চলে যাওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত শাহকে চার বার ফোন করে হাতে পায়ে ধরেছিলেন। শুভেন্দুর সেই দাবিকে মিথ্যাচার বলে বুধবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা এও বলেছিলেন, সত্যি প্রমাণ করতে পারলে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেব। বৃহস্পতিবার সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে প্রতি পদে যেন হোঁচট খেলেন শুভেন্দু অধিকারী। কীভাবে ও কেন হোঁচট খেলেন শুভেন্দু? নন্দীগ্রামের বিধায়ক বলেন, ‘‘আমি কল রেকর্ড দেখাতে পারব না। তথ্যপ্রযুক্তি আইন অনুযায়ী ফোন কলের রেকর্ড জনসমক্ষে আনা যায় না।’’ বুধবার এই শুভেন্দুই দাবি করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করেছিলেন অমিত শাহকে। সেই সঙ্গে বলেছিলেন, বৃহস্পতিবার উচিত জবাব দেব। তাঁর কথা শুনে অনেকে ধারণা করেছিলেন, এদিন বোধ হয় বোমা ফাটাবেন। কিন্তু শুভেন্দুর প্রাথমিক কথা শুনে তাঁরা একপ্রকার হতাশ হয়েছেন। শুভেন্দু এদিন বলেন, ‘‘তৃণমূল আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে। আগামীকাল এর জবাব আমি দিয়ে দেব। আমি চাই তৃণমূল মামলা করুক। সেই মামলায় বিএসএনএল ও ট্রাইকে পক্ষ করব। আদালতেই দুধ-জল আলাদা হয়ে যাবে। আদালত যদি বলে ট্রাইকে ফোনের কল রেকর্ড দিতে তাহলে তারা দিতে বাধ্য।’’ কিন্তু এরপরেই শুভেন্দু যে দিনক্ষণের কথা বলেন তা শুনে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিরোধী দলনেতার কথায় অসঙ্গতি রয়েছে। কেন? শুভেন্দু সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বোঝাতে চান, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দু’টি ল্যান্ড ফোন থেকে ৪ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত অমিত শাহের কাছে ফোন গিয়েছিল। এখন বিষয় হল, তৃণমূলের জাতীয় দলের মর্যাদা জাতীয় নির্বাচন কমিশন কেড়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ১০ এপ্রিল। তাহলে প্রশ্ন হল, ৪ মার্চ থেকে এ ব্যাপারে কেন ফোন করবেন মমতা? দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে ফোন করতেই পারেন। তাঁদের মধ্যে কথোপকথন কি রেকর্ড করা যায়? ট্রাই বড়জোর দুজনের কথোপকথনের কল-লিস্ট দিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন রেকর্ড করার অধিকার তাদেরও নেই। তা হলে, মমতা অমিত শাহকে কী বলেছেন, তা শুভেন্দু প্রমাণ করবেন কী করে! অনেকের মতে, শুভেন্দু কল-লিস্ট ও কলরেকর্ড গুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। এবং তা তাঁর কথাতেই ধরা পড়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘‘দু’জনের কী কথা হয়েছে সে ব্যাপারে আমি রাজনৈতিকভাবে যা বলার বলেছি!’’ শুধু তা নয়, পরিস্থিতি সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পাল্টা কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার কথায়, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গুন্ডা বলেছেন। সেইসঙ্গে বলেছেন বিজেপি নেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে অমিত শাহ বলে গিয়েছেন বাংলায় দাঙ্গা করতে হবে। আদালতে এটাও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রমাণ করতে হবে।’’

‘মোদি’ মামলায় সুরাত দায়েরা আদালতে রাহুল গান্ধির আর্জি খারিজ

সুরাত, ২০ এপ্রিলঃ আদালতে আপাতত কোনও স্বস্তি পেলেন না রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস নেতার আবেদন খারিজ করে দিল গুজরাতের সুরাত দায়েরা আদালত। এর আগে গত ২৩ মার্চ রাহুল গান্ধির জামিন মঞ্জুর করে তাঁর দু’বছরের শাস্তির নির্দেশ দিয়েছিল সুরাত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। সেই নির্দেশের উপরে স্থগিতাদেশ চেয়ে সুরাত দায়েরা আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। কিন্তু সেই আবেদন নামঞ্জুর করল আদালত। এর ফলে এখনই সাংসদ হিসাবে পার্লামেন্টে ফিরতে পারবেন না রাহুল। অভিযোগ, ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে ওয়ানাদে ভোট প্রচারে গিয়ে ‘মোদি’ পদবি নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন রাহুল। সেই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেন গুজরাতের এক নেতা। গত ২৩ মার্চ গুজরাতের সুরাত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সেই মামলায় রাহুলকে ২ বছর জেলের সাজা দেয়। তার পরেই গত ২৪ মার্চ ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-র ৮(৩) নম্বর অনুচ্ছেদের নিয়ম মেনে রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সেই রায়ের বিরুদ্ধে গত ৩ এপ্রিল সুরাতেরই দায়রা আদালতে (সেশনস কোর্ট) আবেদন জানিয়েছিলেন রাহুলের আইনজীবী। বিচারক আরপি মোগেরা তা গ্রহণ করে জামিনের নির্দেশ বহাল রাখার নির্দেশও দেন। দায়রা আদালতের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ের উপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করার আর্জি জানিয়েছিলেন রাহুল। বৃহস্পতিবার রাহুলের সেই আর্জি খারিজ করলেন সুরাতের অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক মোগেরা।

‘কুন্তল একাই নিয়েছে ৫০০ কোটি টাকা, হাওয়ালায় খাটিয়েছে টাকা’, বিস্ফোরক তাপস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ প্রথম থেকেই একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এনেছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল। তিনি যাঁদের নাম সামনে এনেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতারও করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আদালত থেকে বেরনোর সময় ফের কুন্তল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা গেল তাঁর মুখে। তাপসের দাবি, কুন্তল ঘোষ একাই ৫০০ কোটি টাকা তুলেছেন। কাউকে দেননি সেই টাকা। নেতাদের নাম করে সেই টাকা তুলেছেন বলেও দাবি তাপস মণ্ডলের। তবে, অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন কুন্তল ঘোষ। তৃণমূলের প্রাক্তন যুবনেতা এদিন তাপসের অভিযোগ শুনে আদালতের বাইরে বেরিয়ে বলেন, ‘‘ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।’’ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল ও নীলাদ্রি ঘোষকে। আলিপুর আদালতে প্রবেশ করার সময় এদিন কুন্তল ঘোষ সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে দুহাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলেন, ‘‘আমার হাতে আংটি নেই। ঘামাচি আছে।’ বুধবারই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতের আংটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ইডি। তাই এদিন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে কটাক্ষ করেই কুন্তল ঘোষ এমনটা বলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। পরে আদালতে শুনানি চলাকালীন কুন্তলের আইনজীবীরা জানান, জেলে গিয়ে জেরা করা হয়েছে কুন্তলকে, কিন্তু আইনজীবীকে সময় মতো জানানো হয়নি। লকআপে কয়েকজন ব্যক্তি হুমকি দিয়েছেন বলেও দাবি কুন্তলের। তাতে নাকি ভয়ও পেয়েছেন তিনি। এদিকে, আদালত থেকে বেরিয়ে তাপস মণ্ডল বলেন, ‘‘কুন্তল একাই ৫০০ কোটি তুলেছে। হাওয়ালায় খাটিয়েছে সেই টাকা। ও একাই টাকা নিয়েছে, কাউকে দেয়নি।’’ তাপস মণ্ডলের দাবি, নেতাদের নাম করে টাকা তুলতেন কুন্তল। কার নাম করে টাকা তোলা হত? এই প্রশ্নের উত্তরে তাপস মণ্ডল বলেন, ‘‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেও টাকা তুলেছিল।’’ কুন্তল অস্বীকার করলেও তাপসের মন্তব্যকে তদন্তকারী সংস্থা গুরুত্ব দিয়ে দেখবে বলেই সূত্রের খবর।

রাহুলের এখনই জেল নয়, জানাল কংগ্রেস
ক্ষমা চেয়ে মামলা মেটানোর ‘পরামর্শ’ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিলঃ মানহানির মামলায় দু’ বছর কারাবাসের সাজা হলেও রাহুল গান্ধিকে এখনই জেলে যেতে হবে না। জামিনের আবেদনের চূড়ান্ত আইনি লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি মুক্ত থাকবেন। সুরাতের সেশন আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায় তুলে ধরে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে কংগ্রেস। দলের নির্দেশে রাহুলের আইনজীবীরা বৃহস্পতিবার আরও জানিয়েছেন, সুরাতের আদালতেই রাহুলের আইনি লড়াই এখনও শেষ হয়নি। আর দুটি মামলা সেশন আদালতের বিচারাধীন রয়েছে। তার একটির শুনানি শুরু হবে আগামী ২০ মে। এদিকে, রাহুলের আর্জি খারিজ হতেই নতুন করে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। পদ্ম শিবিরের মুখপাত্ররা দফায় দফায় সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পুরনো কথাই নতুন করে বলেছেন। বিজেপির অভিযোগ, রাহুল ওবিসি-দের অসম্মান করেছেন। আদালতের রায়ে স্পষ্ট, তিনি কত বড় অন্যায় করেছেন। দুটি আদালত তাঁর সাজা বহাল রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি রাহুলের ক্ষমা চাওয়ার উপরই বেশি জোর দিচ্ছে। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র, সোশ্যাল মিডিয়া সেলের ইনচার্জ অমিত মালব্য সকালেই দাবি করেন, দেশবাসী এবং ওবিসি সমাজের কাছে ক্ষমা চান রাহুল। কারণ, প্রধানমন্ত্রী মোদি ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ। মোদি পদবিধারীদের চোর বলে রাহুল ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষকে অসম্মান করেছেন। বিকালে সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর পরামর্শের সুরে রাহুলের উদ্দেশে বলেন, ‘‘দীর্ঘ আইনি লড়াই ছেড়ে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নিন কংগ্রেস নেতা।’’ রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, রাহুল ক্ষমা চাইবেন না জানিয়ে দেওয়ার পরও বিজেপির এই দাবি তুলে যাওয়ার কারণ, তারা দেখাতে চায় কংগ্রেস নেতা দাম্ভিক, তাঁর অভিধানে ‘ক্ষমা’ শব্দটি নেই। গত ২৩ মার্চ সুরাতের নিম্ন আদালত মোদি পদবিধারীদের মানহানির অভিযোগে রাহুলকে দু’ বছর কারাবাসের সাজা দিয়েছিল। সেই রায়ের জেরে পরদিনই রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায়। তবে কংগ্রেস নেতাকে উচ্চ আদালতে আবেদন করার সুযোগ দিতে সাজার উপর ৩০ দিনের জন্য স্থগিতাদেশ জারি করেন নিম্ন আদালতের বিচারক। রাহুলের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংঘভি, আর এস চিমা এবং কিরিট পানওয়ালারা বৃহস্পতিবার বিকালে জানিয়েছেন, কংগ্রেস নেতার তরফে সুরাতের সেশন আদালতে গত ৩ এপ্রিল তাঁরা তিনটি মামলা রুজু করেছিলেন। তার একটি ছিল সাজার উপর স্থগিতাদেশ। যা বৃহস্পতিবার সেশন আদালতের বিচারক আরপি মোগেরা খারিজ করে দিয়েছেন। ফলে রাহুল এখনই সাংসদ পদ ফিরে পাচ্ছেন না। সেশন আদালতে বাকি দুটি মামলা কী? কংগ্রেস জানিয়েছে, একটি হল, নিম্ন আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায় খারিজের আবেদন। আর একটি জামিনের আর্জি। দলের হয়ে রাহুলের আইনজীবীরা বৃহস্পতিবার জানান, ৩ এপ্রিল সেশন আদালতের বিচারক রাহুলের দ্বিতীয় আবেদনটি মঞ্জুর করে নির্দেশ দেন, জামিনের জন্য চূড়ান্ত আইনি লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস নেতা জামিনে থাকবেন। আর প্রথম মামলাটির শুনানি শুরু হবে ২০ মে। সেশন আদালতের বৃহস্পতিবারের নির্দেশ অর্থা সাজা খারিজের আবেদন বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে শুক্রবারই রাহুলের তরফে গুজরাত হাইকোর্টে মামলা করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর আইনজীবী পানওয়ালা। হাইকোর্ট রাহুলের আর্জি মঞ্জুর করলে সংসদে ফেরার সুযোগ পাবেন কংগ্রেস নেতা।

অয়ন-শ্বেতার হোয়াটস অ্যাপ চ্যাটে বড়সড় নাম! ইমোজি ব্যবহার, চমকে ওঠার মতো ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে অয়ন শীলকে। এবার সেই জাল গোটাতে চাইছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। তাই এবার অয়ন শীল ঘনিষ্ঠ শ্বেতা চক্রবর্তীকে তলব করল ইডি। তিনি অয়নের বান্ধবী বলেই ইডির হাতে তথ্য উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, অয়ন শীল ও শ্বেতার মধ্যে হোয়াটস অ্যাপ টেক্সটে একাধিক নামের তালিকা পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি ইডির। অয়ন বিভিন্ন সময় ওই সকল নামের তালিকা শ্বেতাকে পাঠিয়েছিলেন বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের। ইডি সূত্রে খবর, তালিকা দেখে রিপ্লাইয়ে বিভিন্ন সাংকেতিক ইমোজি ব্যবহার করেছেন শ্বেতা চক্রবর্তী। কেন শ্বেতার কাছে তালিকা পাঠাতেন জানতে চাইছে ইডি। অয়ন গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ফোন থেকেই এই সকল টেক্সট মেসেজ পেয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। বেশ কিছু আর্থিক লেনদেন নিয়েও শ্বেতাকে টেক্সট মেসেজ করেছিলেন অয়ন দাবি ইডির। কেন শ্বেতাকে ওই সকল লেনদেনের তথ্য দিতেন ধোঁয়াশার মধ্যে তদন্তকারীরা। শুধু গাড়ি নয় শ্বেতার সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রেও অয়নের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা দেওয়া হয়েছিল। কেন অয়ন টাকা দিয়েছিলেন? উত্তর জানতেই শ্বেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। এদিন শ্বেতা চক্রবর্তীর আইনজীবী সঞ্জীব দাঁ বলেছেন, ‘‘এখন তদন্ত চলছে, গতকাল ইডি সমন করেছিল। উনি তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য আজকে ইডি দফতরে এসেছেন। ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, ওনার সম্পত্তির নথি, অন্যান্য যে সমস্ত ট্রাঞ্জাকশন ব্যাঙ্কের সেই সমস্ত নথিপত্র চাওয়ায় উনি নিয়ে এসেছেন। তদন্ত এই মুহূর্তে চলছে ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।’’

'সব সম্ভাব্য অপশন পাওয়া যাবে'ঃ রাহুল মানহানির মামলায় কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিলঃ দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর মানহানির মামলার ক্ষেত্রে আইনের অধীনে উপলব্ধ সমস্ত বিকল্পগুলি ব্যবহার করা চালিয়ে যাবে বলে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস জানিয়েছে।কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ দলের প্রাক্তন সভাপতির মানহানির মামলার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, আমরা আইনের অধীনে আমাদের কাছে এখনও উপলব্ধ সমস্ত বিকল্পগুলি ব্যবহার করতে থাকব।গুজরাটের সুরাটের একটি আদালত মানহানির মামলায় তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে রাহুল গান্ধীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুরাট আদালত। আদালত তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে তাঁকে লোকসভার সদস্য হিসাবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।এরপর ওই রায়ের বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী ফের সুরাট আদালতে আবেদন জানান।

ভূমিধসে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে, ভোগান্তি অগণিত মানুষের

শ্রীনগর, ২০ এপ্রিল ঃ ভূমিধসের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে। বৃহস্পতিবার ভোরে মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার তহসিল গুন্ডে একটি বিশাল ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। রেজান এলাকায় .ভূমিধসের ঘটনা ঘটে, এর ফলে শ্রীনগর-লেহ জাতীয় স।ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।এসডিএম (কাঙ্গান) জাভিদ আহমেদ রাথার বলেছেন, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়ে বরাবর রেজান গ্রামে ভূমিধসের ফলে রাস্তাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, ভূমিধসে কোনও বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। উল্লেখ্য, দুই মাস আগে একই এলাকায় ব্যাপক ভূমিধসে সরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভূমিধ্যসের জেরে শ্রীনগর-সোনমার্গ রোডেও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তির শিকার হয়েছেন অগণিত মানুষ।

বদ্রীনাথ ধামে প্রবল তুষারপাত, ভারী বৃষ্টির কারণে নিচু এলাকায় ঠান্ডা

জোশীমঠ, ২০ এপ্রিলঃ বুধবার সন্ধ্যায় শুরু হওয়া বৃষ্টির পর শ্রী বদ্রীনাথ ধাম, হেমকুন্ড সাহিব-লোকপাল সহ নিতি-মানা উপত্যকায় প্রবল তুষারপাতের কারণে পুরো সীমান্ত এলাকায় আবার ঠান্ডা শুরু হয়েছে।২৭ এপ্রিল খুলতে চলেছে শ্রী বদ্রীনাথ ধামের দরজা। মাস্টার প্ল্যানের কাজের পাশাপাশি, বদ্রী-কেদার মন্দির কমিটি এবং নগর পঞ্চায়েতের অগ্রিম দলগুলি দরজা খোলার আগে প্রস্তুতিতে নিযুক্ত ছিল, তবে তুষারপাতের কারণে সময়মতো কাজগুলি শেষ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।হেমকুন্ড সাহিবের গেট খোলার আগে সেনা দল ঘাঙ্গারিয়া থেকে হেমকুন্ড সাহিব রাস্তা পর্যন্ত তুষার পরিষ্কার করতে ঘাঙ্গারিয়া পৌঁছেছিল, কিন্তু ফের তুষারপাতের কারণে সেনাবাহিনীকে চলাচলের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

২১ জুন ব্যাঙ্গালুরুতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ, বাড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের দল

বেঙ্গালুরু, ২০ এপ্রিলঃ আগামী ২১ জুন ভারতের বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্বকাপখ্যাত সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। এবার দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের দুটি দল আমন্ত্রণ পাচ্ছে। সৌদি আরবের পর এবার আমন্ত্রণ পাচ্ছে মালয়েশিয়া। এই দুই দেশের মধ্যে কোনোটি অস্বীকৃতি প্রকাশ করলে তখন আবার অন্য দেশকে আমন্ত্রণ জানাবে সাফ। এই মাসের মধ্যেই সাফের বাইরের দুটি

জনগণ সচেতন হয়ে প্রয়াস করলে বড় সমস্যাও মোকাবিলা করা সম্ভব, এটাই বুদ্ধের দেখানো পথঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃজনগণ সচেতন হয়ে প্রয়াস করলে বড় ধরনের সমস্যাও মোকাবিলা করা সম্ভব, এটাই বুদ্ধের দেখানো পথ। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে আয়োজিত গ্লোবাল বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, জয, পরাজয়, লড়াই, যুদ্ধের উপলব্ধি ত্যাগ করলেই আমরা সুখকে আঁকড়ে ধরতে পারি। ভগবান বুদ্ধ এ সব থেকে উত্তরণের পথ শিখিয়েছেন। শত্রুতাকে শত্রুতা দিয়ে নষ্ট করা যায় না, ভালোবাসা দিয়ে সম্ভব। প্রকৃত সুখ আসলে শান্তিতে ও শান্তির সঙ্গে একত্রে থাকার মধ্যে নিহিত। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বুদ্ধ ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে একটি উপলব্ধি, বুদ্ধ

রূপের বাইরে একটি চিন্তা, বুদ্ধ মূর্তির বাইরের একটি চেতনা, এবং বুদ্ধের এই চেতনা চিরন্তন এবং ধ্রুব... এই চিন্তা চিরন্তন, এই উপলব্ধি অবিস্মরণীয়। মোদীর কথায়, অমৃত কাল'-এ ভারত এগিয়ে চলেছে উন্নত দেশ হওয়ার পথে। ভারত শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য সংকল্প করেছে। গ্লোবাল বৌদ্ধ সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন ভারত স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করছে, যখন ভারত 'অমৃত মহোৎসব' উদযাপন করছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি মিশন হোক অথবা তুরস্কে ভূমিকম্পের মতো বিপর্যয়... ভারত পূর্ণ সামর্থ্য দিয়ে 'মম ভাব' নিয়ে প্রতিটি সংকটের সময়ে মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা যদি বিশ্বকে সুখী করতে চাই, তাহলে আত্ম, জগৎ, সংকীর্ণ চিন্তা ত্যাগ করেই এই অন্তর্ভুক্তিত্বের বুদ্ধ মন্ত্রই একমাত্র উপায়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কাজই পৃথিবীর ওপর কোনও না কোনওভাবে প্রভাব ফেলছে। আমাদের জীবনধারা যাই হোক না কেন, সব কিছুরই প্রভাব রয়েছে। সবাই জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে।

মাতৃহারা আদিত্য-উদয় প্রয়াত রানির শাশুড়ি ও যশ চোপড়ার স্ত্রী পামেলা

মুম্বই, ২০ এপ্রিল ঃমাতৃহারা হলেন পরিচালক আদিত্য চোপড়া ও অভিনেতা উদয় চোপড়া। বৃহস্পতিবার সকালে মুম্বইতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা যশ চোপড়ার স্ত্রী পামেলা চোপড়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ডাঃ প্রহ্লাদ প্রভুদেসাই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ' চোপড়া আজ মারা গেছেন। তিনি ১৫ দিন ধরে লীলাবতী হাসপাতালে ভেন্টিলেটরে ছিলেন। তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছিল।'পামেলা তাঁর প্রয়াত স্বামীকে জীবদ্দশায় নানাভাবে সাহায্য করে গিয়েছিলেন। একাধিক সিনেমায় কখনও লেখক হিসেবে, কখনও পোশাক ডিজাইনার হিসেবে অথবা কখনও গায়িকা হিসেবে তাঁর নাম দেখা গিয়েছে সিনেমার টাইটেল কার্ডে। তাঁর গাওয়া বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে অন্যতম চাঁদনীর 'ম্যায় সসুরাল নাহি জাউঙ্গি' এবং দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যাযেঙ্গে'র 'ঘর আজা পরদেশি', যেখানে তিনি মনপ্রীত কৌরের সঙ্গে কৃতিত্ব ভাগ করে নেন।যশ চোপড়ার ১৯৭৬ সালের সিনেমা ' কাভি'-র গল্পটিও লিখেছিলেন পামেলাই। ১৯৮১ সালের সিনেমা ' ডিজাইনার ছিলেন তিনি। যশ চোপড়া তাঁর দেওয়া একাধিক সাক্ষাকারে ' ফিল্মস'-এর অন্যতম ভিত্তি হিসেবে নাম নিয়েছিলেন স্ত্রী পামেলার। বিয়ের পর থেকেই স্বামীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে গিয়েছেন ভারতীয় সিনেমা জগতে।

দুর্নীতিতে রেকর্ড করছে তৃণমূলঃ দিলীপ ঘোষ

ভাঙড়, ২০ এপ্রিল ঃ দুর্নীতিতে রেকর্ড করছে তৃণমূল, প্রতিদিন নতুন নতুন দুর্নীতি সামনে আসছে। এগিয়ে বাংলা দুর্নীতিতে। এতেই বাংলা এগোবে, আর কিছুতে নয়, এভাবেই তৃণমূলকে আরও একবার আক্রমণ শানালেন বিজেপি সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের বামনঘাটা এলাকায় একটি চা চক্রে যোগ দিয়ে একথা বলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে বিজেপি ভাবছে না, বিজেপির লক্ষ্য আগামী লোকসভা নির্বাচন।দিলীপের কথায়, যে যে লোকসভায় বিজেপি জিততে পারেনি সেখানে প্রতিমাসে অমিত শাহ, জে পি নাড্ডার মতো বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব আসবেন, সভা করবেন বলে জানান দিলীপ।

এছাড়াও তৃণমূল দলে বিভিন্ন পদে সিভিক ও ভিলেজ পুলিশ নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, এ সব জায়গাতেই পার্টির লোক ঢোকানো হয়েছে বেআইনি ভাবে। কোনও পরীক্ষা হয় নি, এঁদের ভবিষ্য নেই কোনও। এসবেরও কোনও না কোনও দিন তদন্ত হবে। জয়প্রকাশ মজুমদারের ফাইল গায়েব হওয়া নিয়ে দিলীপ বলেন, এখন অনেক ফাইল গায়েব হবে, তবে সিবিআইয়ের ফাইল গায়েব হবে না।

এসসিও-র সদস্য দেশগুলির বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক অমিত শাহের, নানা বিষয়ে হয়েছে কথা

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন (এসসিও)-এর সদস্য দেশগুলির বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন। এসসিও-র প্রতিনিধিরা নিজের নিজের দেশে বিভিন্ন সময়ের নানা সমস্যার মোকাবিলায় কি ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেইসব তথ্য সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন।পাশাপাশি সদস্যরা এসসিও-র কাঠামোর মধ্যে জরুরী পরিস্থিতি প্রতিরোধ ও নির্মূলের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য উদ্ভাবনী অনুশীলন, প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজেদের মতামত ভাগ করে নেন। এই আলোচনার ভিত্তিতে, সদস্য-রাষ্ট্রগুলি প্রস্তুতি এবং জরুরী প্রতিক্রিযার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে এবং এসসিও-র কাঠামোর মধ্যে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলে উদ্ভূত প্রভাবকে যৌথভাবে প্রশমিত করেছে।

সরকার অবশ্যই জিয়ার শাসনামলের সেনা হত্যা, বিএনপি-জামায়াতের অগ্নিসন্ত্রাসের বিচার করবেঃপ্রধানমন্ত্রী

শ্যামল স্যানাল,ঢাকা(বাংলাদেশ)ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৮ এপ্রিল ২০২৩ বলেছেন, তার সরকার অবশ্যই সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের শাসনামলে গণহারে সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যাকান্ড এবং ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত চক্রের মদদপুষ্ট অগ্নি সন্ত্রাসের বিচার করবে। তিনি বলেন, আপনাদের সান্তনা দেবার মতো কোন ভাষা আমার জানা নেই। কারণ, আমিও একদিন আপনাদেরই মতো শুনেছিলাম যে আমার আর কিছুই নেই আমার বাবা-মা ও ভাইদের হত্যাক-রে পর। কিছু অপরাধী ইতিমধ্যে শাস্তি পেয়েছে, কেউ কেউ তা পাচ্ছে। আর বাকি অন্যরা শাস্তির মুখোমুখি হবে।তিনি তার সরকারি বাসভবন গণভবনে সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের শাসনামলে নিহত সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকদের পরিবারের সদস্য, ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত চক্রের অগ্নিসংযোগে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য এবং সম্প্রতি বঙ্গবাজার মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকা-ন্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা তার মতো আপনজনদের হারিয়েছেন, তাদেও তিনি ঈদ-উল-ফিতরের আগে মতবিনিময় ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার সামর্থ অনুযায়ী আপনাদের পাশে থাকব'।সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান তার শাসনামলে কী করেছিলেন, তা জনগণ ভুলে গেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিয়া প্রথমে জাতির পিতাকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা করেন এবং তারপর একই বছরের ৩ নভেম্বর কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেন। তিনি বলেন, জিয়া পরে একের পর এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে অনেক সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করেন। জিয়াউর রহমান যেসব সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করেছিলেন, তারাও জানেন না, তাদের দোষ কী ছিল- একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জিয়া শুধু সামরিক কর্মকর্তাদেরই হত্যা করেন নি, আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মীকেও হত্যা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যা মামলার বিচার করতে গিয়ে বিচারকদের বিব্রত বোধ করতে হয়েছে।সরকার পতনের আন্দোলনের নামে ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াতের অগ্নি সন্ত্রাসের বিষয়ে তিনি বলেন, মানুষ কীভাবে মানুষকে জীবন্ত পু।য়ে হত্যা করতে পারে তা তিনি জানেন না। তিনি বলেন, তারা (বিএনপি-জামায়াত) কখনই চায় না, দেশের মানুষ ভালো থাকুক।সম্প্রতি রাজধানীতে একের পর এক অগ্নিকা-রে ঘটনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি সন্দেহ করছেন যে, বিএনপি-জামায়াত জোট এসব অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে, কারণ তারা অতীতে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করেছে। দুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে তার বাবা দেশ স্বাধীন করেছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমিও একই লক্ষ্যে কাজ করছি।সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের প্রহসনমূলক সামরিক বিচারে ফাঁসিতে ঝুলানো বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী নুর নাহার বেগম বর্ণনা করেছেন তার স্বামীকে কিভাবে অমানবিকভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং কিভাবে তাকে আজিমপুর কবরস্থানে গণকবরে দাফন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, গত ৪৬ বছরে কেউ আমাদের কষ্টের কথা শুনতে চায়নি। কিন্তু, আপনি আমাদের কষ্টের কথা ধৈর্য ধরে শুনেছেন, কারণ আপনি আপনার বাবা-মা এবং ভাইদের হারিয়েছেন। আর সেকারনে আমরা ভিতরে কেমন বোধ করছি, তা আপনি বুঝতে পারেন । ৭২ বছর বয়সী নুর নাহার এখন তার জীবদ্দশায়ই অবিলম্বে তার স্বামী হত্যার বিচার দাবি করে বলেন, তা'হলে জিয়াউর রহমান কী করেছেন, তা বিশ্বের সব মানুষ জানতে পারবে। তিনি সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের শাসনামলে নিহত সামরিক কর্মকর্তাদের গণকবরের জায়গায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের দাবি জানান। নুর নাহার বেগমের বেদনাদায়ক বর্ণনা শুনে প্রধানমন্ত্রী কান্নায় ভেঙে প।নে।জিয়াউর রহমানের কথিত সামরিক বিচারে নিহত বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট মোরশেদুল আলমের মেয়ে মাকসুদা পারভিন কেঁদে কেঁদে বাবাকে হত্যার দায়ে জিয়াউর রহমানের বিচার দাবী করেন এবং তার মাথায় প্রধানমন্ত্রীর হাত রেখে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আশ্বাস চাইলেন। প্রধানমন্ত্রী একপর্যায়ে মাকসুদার কাছে গিয়ে মাকসুদার মাথায় হাত রেখে তাকে জ।য়ে ধরেন।পুলিশের উপ-পরিদর্শক মকবুল হোসেন জানান, ২০১৩ সালে রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানাধীন সাহেববাজার এলাকায় দায়িত্ব পালনকালে বিএনপি-জামায়াতের বোমা হামলায় তার দুই হাতের কব্জি হারিয়েছেন। তিনি বলেন, পুলিশে যোগদানের দে। মাস পর, আমি আমার কব্জি হারিয়েছি। আমি আমার সন্তানদের হাত দিয়ে আদর করতে পারি না এবং আমার সন্তানরা যখন জিজ্ঞেস করে 'তোমার হাত (কব্জি) কোথায়' ? আমি কোন জবাব দিতে পারি না। আমি অবিলম্বে বিচার দাবি করছি। সালাহউদ্দিন ভূঁইয়া একটি দোকানে চাকরির দায়িত্ব পালন শেষে এলিফ্যান্ট রোড এলাকা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসে বিএনপি-জামায়াতের বোমা হামলায় তার মুখ ও হাত মারাত্মকভাবে পুড়ে যায়। তিনি অবিলম্বে অপরাধীদের বিচার দাবি করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ। স।ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের আমলে তথাকথিত কোর্ট মার্শালের নামে সংঘটিত গণহত্যা এবং ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াত চক্রের অগ্নি সন্ত্রাসে মানুষ হত্যা ও আহত করার পৃথক দুটি ভিডিও ক্লিপ অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়।

১২-হাজারের গণ্ডি পেরোল দৈনিক সংক্রমণ একদিনে মৃত্যু ২৯ জনের, ভারতে চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা!

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিলঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের বৃদ্ধি পেল, অতিক্রম করল ১২-হাজারের গণ্ডি। বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১২,৫৯১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ২৯ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৫,২৮৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২৯ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,২৩০-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,৬১,৪৭৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৫৭৪ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৮,৩৩২ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ০২,৩০,৪১৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

২১ এপ্রিল সিভিল সার্ভেন্টদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর, শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রদান করবেন পুরস্কারও

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃপ্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী ২১ এপ্রিল, শুক্রবার সিভিল সার্ভিসেস ডে উপলক্ষ্যে সিভিল সার্ভেন্টদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, বেলা এগারোটা নাগাদ সিভিল সার্ভেন্টদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি জন প্রশাসনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কারও প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।দেশ গঠনে সিভিল সার্ভেন্টদের অবদানের সর্বদা প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, তাঁদের কঠোর পরিশ্রম করতেও উৎসাহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠান চলাকালীন জন প্রশাসনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কারও প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী। হর ঘর জল যোজনার মাধ্যমে স্বচ্ছ জলের প্রচার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের মাধ্যমে সুস্থ ভারত-কে প্রচার করা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সমাধান খুঁজতে জি-২০ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐকমত্য গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতঃরুচিরা কাম্বোজ

নিউইয়র্ক, ২০ এপ্রিল ঃ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সমাধান খুঁজতে জি-২০ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐকমত্য গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। রাষ্ট্রসঙ্ঘে বললেন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কাম্বোজ। তিনি বলেছেন, ১৭ এপ্রিল বারাণসী শহরে কৃষি প্রধান বিজ্ঞানীদের বৈঠকের মাধ্যমে ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সি ১০০ তম ইভেন্টে পৌঁছেছে। 'এক পৃথিবী এক পরিবার এক ভবিষ্যত'-এর চেতনা অনুসরণ করে, ভারত বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান খুঁজতে জি-২০ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐকমত্য তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কাম্বোজ আরও বলেছেন, জি-২০ প্রেসিডেন্সির সময়, ভারত গ্লোবাল সাউথ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির কণ্ঠস্বর এবং উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় ভয়েস অফ দ্য গ্লোবাল সাউথ সামিট, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সভাপতিত্বে, ১২৫টি দেশ অংশ নিয়েছিল, যার মধ্যে ১৮টি রাষ্ট্রপ্রধানসরকার পর্যায়ে এবং অন্যান্য মন্ত্রী পর্যায়ে ছিলেন।

দিল্লি চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘের শাবকদের মুক্তাঞ্চলে ছাড়লেন ভূপেন্দর যাদব, নামও রাখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃদিল্লি চি।য়িাখানায় সাদা বাঘের শাবকদের মুক্তাঞ্চলে ছেড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব। পাশাপাশি ব্রাঘ্য শাবকদের নামও রাখলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব টুইট করে জানিয়েছেন, স্কুলের শিশু ও চিড়িয়াখানার কর্মীদের উপস্থিতিতে ৮ মাস বয়সী অবনী (AVNI) এবং ব্যোম (VYOM)-কে তাদের এনক্লোজারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চিড়িয়াখানার দর্শনার্থীরা এখন অবনী এবং ব্যোমকে দেখতে পারবেন।গত ২৪ আগস্ট দিল্লি চিড়িয়াখানায় সাদা ব্যাঘ্র দম্পতি ' সীতা এবং বিজয়' এর ঘরে জন্ম নিয়েছিল ব্যাঘ্র শাবক। প্রায় সাত বছর পর ' সন্তানের জন্ম দেয় বলে দিল্লি চিড়িয়াখানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে সাদা বাঘের শাবকদের মুক্তাঞ্চলে ছেড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব। মুক্তাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া মাত্রই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে অবনী এবং ব্যোম। মায়ের সঙ্গে স্নানও করে তারা।

সরকারি ছুটি নেই, শবেবরাতের দিন করিমগঞ্জের এক হাইস্কুল বন্ধ রাখলেন প্রধানশিক্ষক

বাজারিছড়া (অসম), ২০ এপ্রিল ঃ সরকারি কোনও ছুটি ছিল না। তবুও নিজের মর্জিমতো করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন কটামণি হুসাইনিয়া হাইস্কুল বন্ধ রেখে ফের বিতর্কে জড়িয়েছেন প্রধানশিক্ষক। এ ঘটনায় এলাকার অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন।স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ, গতকাল ছিল শবেবরাতের দিন। এ উপলক্ষ্যে নিজের মর্জিমতো কাউকে কোনও আগাম সূচনা না দিয়ে একদিনের জন্য স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছেন প্রধানশিক্ষক হাবিবুর রহমান। তাঁরা জানান, গতকাল তাঁদের ছেলেমেয়েরা যথাসময়ে স্কুলে গিয়ে দেখে স্কুল বন্ধ। তবে দু-তিনজন শিক্ষক স্কুলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ছাত্র না থাকায় তাঁরা পাঠদান করতে পারেননি।এদিকে স্কুলে উপস্থিত শিক্ষক জামাল উদ্দিন এবং খছরুল ইসলাম জানান, তাঁরা স্কুলে গিয়ে প্রধানশিক্ষক হাবিবুর রহমানকে বার বার ফোন করেছিলেন, কী কারণে স্কুল বন্ধ, জানতে। কিন্তু প্রধানশিক্ষক তাঁদের ফোন রিসিভ করেননি।

বৃষ্টি না হলে হাফলং শহরে জল সরবরাহ অসম্ভব, স্পষ্ট বার্তা বিভাগীয় কর্তার

হাফলং (অসম), ২০ এপ্রিল ঃ বৃষ্টি না হলে হাফলং শহরে জল সরবরাহ করা প্রায় অসম্ভব। জানিয়ে দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কার্যনির্বাহী অভিযন্তা সত্যব্রত নাথ। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের ডিভিশনাল কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কার্যনির্বাহী অভিযন্তা সত্যব্রত নাথ বলেন, হাফলং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অনাবৃষ্টির দরুন জলাশয় ও জলের তিনটি উৎসস্থল শুকিয়ে যাওয়ায় হাফলং শহরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের হাফলং ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্টে জল আসছে না। যার দরুন হাফলং শহরে নিয়মিত জল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ।তিনি বলেন, বর্তমানে দুটি গ্র্যাভেটি লাইন দিয়ে শুধু জল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। তবে তা-ও পর্যাপ্ত নয়। এই দুটি গ্র্যাভেটি লাইনের সাহায্যে শুধু হাফলং সরকারি হাসপাতাল, কাউন্সিল কলোনি ও হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী নিবাসে জল সরবরাহ করতে হচ্ছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, এই দুটি গ্র্যাভেটি লাইন থেকে মাত্র আট লক্ষ লিটার জল জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্টে তোলা সম্ভব হচ্ছে, তা-ও নিয়মিত নয়। তাই বৃষ্টি না হলে হাফলং শহরে নিয়মিত জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন সত্যব্রত নাথ। বলেন, যার দরুন হাফলং শহরের নাগরিকদের এখন বৃষ্টির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু করার নেই।এদিকে হাফলং শহরে জলের জন্য হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে হাফলং শহরে তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড গরমে অবস্থা নাজেহাল করে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২১এপ্রিলঃশুক্রবার, ৭ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৭ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৫ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিষ্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪০.০৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৭শতকরা এবং৩২শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২৩মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫৭মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। বিবাহের যোগ।
বৃষভ রাশিঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি হবেই আজ
মিথুন রাশিঃবাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিস্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। শুভদিন হবে
কর্কট রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন।
সিংহ রাশিঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। অর্থ ব্যয় হবে
কন্যা রাশিঃআপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য চাপ এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে
তুলা রাশিঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্হ্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার নিজের মনের উপর নিযন্ত্রণ আছে। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। শুভ দিন হবে
ধনু রাশিঃআপনার স্বাস্হ্যের খাতিরে চিৎকার করবেন না। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। শুভ রং লাল
মকর রাশিঃমনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক ঝঞ্ঝাট পার হয়ে যাবে। শুভদিন।
কুম্ভ রাশিঃখাওয়া এবং পান করার সময়ে সাবধান হোন। অসাবধানতা আপনাকে অসুস্থ
মীন রাশিঃআপনার ঝগড়ুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।

ঈদে কড়া নিরাপত্তার চাদরে কলকাতা, একগুচ্ছ ব্যবস্থা লালবাজারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ রামনবমীতে অশান্তির জের। ঈদে কড়া নিরাপত্তার চাদরে কলকাতা। ঈদ নির্বিঘ্নে পালনের জন্য একগুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানাল লালবাজার। শুক্রবার রাত থেকেই শহরের নিরাপত্তা কড়া হচ্ছে। বাড়ানো হচ্ছে টহলদারি ও নাকা। পাশাপাশি একাধিক জায়গায় নামাজ পাঠের সময় যাতে শহরের যান চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকে, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখার জন্য ট্রাফিক পুলিসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লালবাজার জানিয়েছে, ওই দিন শহরজুড়ে সাড়ে তিন হাজার পুলিসকর্মী মোতায়েন থাকবে। ৩৪৬ টি পুলিস পিকেট থাকবে। ৫৬ টি মোটরসাইকেল প্যাট্রোলিং বাহিনী অলিগলিতে টহল দেবে। একই সঙ্গে থাকবে ১৮ টি হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড বা HRFS। নাখোদা মসজিদ সূত্রে খবর, ২১ এপ্রিল চাঁদ দেখে দিল্লীর জামা মসজিদ ২২ তারিখ ঈদ ঘোষনা করতে পারে। তাই নিজেদের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে কলকাতা পুলিস। শনিবার রেড রোডে ঈদের সব থেকে বড় জামাত হবে। পাশাপাশি শহরজুড়ে আরও ৬৭৮ টি জায়গায় প্রার্থনা হবে। সেদিন ডেপুটি কমিশনার-সহ কলকাতা পুলিসের অন্য পদস্থ আধিকারিকরা নিজেদের এলাকায় নজরদারি চালাবেন। এছাড়া থাকবে পিসিআর ভ্যান ও কিউআরটি। প্রতি বছরই রমজান মাসের এই সময়টায় ঈদের দিন-তিথি সংক্রান্ত একটা ধন্দ তৈরি হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে এই পরব ঘোষিত হয়। তবে সে-ধন্দ দ্রুত কেটেও যায়। সৌদি আরব-সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে শুক্রবার, ২১ এপ্রিল শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যেতে পারে। এমন হলে আগামী শনিবার ২২ এপ্রিল এই অঞ্চলে পবিত্র ঈদ- উল-ফিতর উদ্‌যাপিত হবে। খবরটি প্রকাশিত হয়েছে সৌদি গেজেটে। এক বিবৃতি দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সেন্টার এই কথা জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার খালি চোখে কিংবা টেলিস্কোপের সাহায্যে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না গেলে সৌদি আরব-সহ এ অঞ্চলের দেশগুলিতে বসবাসকারী ব্যক্তিরা এবার ৩০টি রোজা রাখার সুযোগ পাবেন।

জলজীবন প্রকল্প ঃ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, ২০ এপ্রিল ঃ জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর ও সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় বাড়াতে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জল প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তার পরেই প্রকল্পের কাজে গতি আনার জন্য এই নতুন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ২০২৪ -এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যাতে রাজ্যে প্রতিটি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের পূর্ত, সেচ, ক্ষুদ্র সেচ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরকে যৌথ ভাবে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেল, জাতীয় সড়ক এবং কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে। নতুন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেই সমন্বয় রক্ষার পথ সুগম হবে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৫৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৯৭৮ টি গ্রামীণ বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৬১ শতাংশ। খরচ হয়েছে ১০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৩২.৪৭ শতাংশ। রাজ্যে প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ দিতে খরচ হবে ৫৮ হাজার ৫৮৬ কোটি টাকা।

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পাঁচজন প্রতিনিধিকে বৈঠকে বসার আহ্বান রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পাঁচজন প্রতিনিধিকে বৈঠকে বসার আহ্বান জানাল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি যৌথ মঞ্চকেও চিঠি দিয়ে দুজন প্রতিনিধিকে বৈঠকে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটেয় মহার্ঘভাতা নিয়ে এই বৈঠক করবেন মুখ্যসচিব এইচকে দ্বিবেদী। থাকবেন অর্থ সচিব মনোজ পন্থ। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ এবং যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে মোট সাতজন প্রতিনিধি থাকবেন বলে জানানো হয়েছে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, আজ বিকেলে নবান্ন থেকে চিঠি এসেছে। আমাদের মঞ্চ থেকে পাঁচজনকে যেতে বলেছে। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম, যৌথ মঞ্চ এবং সংগ্রামী যৌথ মঞ্চকে একসঙ্গে একটা চিঠি দিয়েই ডাকা হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার এখানেও বিভেদ নীতি নিয়েছে। ওদের এবং আমাদের আলাদা করে চিঠি দিয়েছে।' তিনি জানান, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে তিনি এবং আরও চারজন বৈঠকে যোগ দিতে যাবেন। বকেয়া মহার্ঘ্যভাতাসহ আরও বেশ কিছু দাবিদাওয়া রয়েছে তাঁদের। বৈঠকে সবকিছু নিয়েই তাঁরা বলবেন। যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিশ্বজিত গুপ্ত চৌধুরি জানিয়েছেন তাঁদের মঞ্চ থেকে দুজন এই বৈঠকে থাকবেন। প্রসঙ্গত, বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা নিয়ে আন্দোলনকারী দুই সংগঠনের সঙ্গে রাজ্য সরকারকে বৈঠকে বসার পরামর্শ দিয়েছিল হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচর্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

আরামবাগ তৃণমূল টাউন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্যাঙেদের বিয়ে দেওয়া হল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ এপ্রিল ঃ সবে বৈশাখ মাস পড়েছে এরই মধ্যে প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহ সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে পশুপাখিরাও কাহিল গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে সবাই চাইছে জল এই সমস্যা সমাধানের জন্য হুগলির আরামবাগের

পাড়ের ঘাটের এক মন্দিরে বৃহস্পতিবার দুই ব্যাঙের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হল। যদি একটু গরম কমে বৃষ্টি হয় সেই আশাতে আরামবাগ পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে পাড়ের ঘাটে এক মন্দিরে আরামবাগ টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বরুন দেবতার আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যদি একটু বৃষ্টি হয় সেই আশাতে বৃহস্পতিবার দুটি ব্যাঙের মধ্যে বিয়ে দেওয়া হল। দুই ব্যাঙকে টোপর পড়িয়ে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে নিয়ম মেনে বিবাহ দেওয়া হল। বরপক্ষ কন্যা পক্ষের পক্ষ থেকে লোকজন আসে এই উপলক্ষ্যে দুই পক্ষের লোকেরা ছাড়া নিমন্ত্রিতরা খাওয়া দাওয়া করেন উপস্থিত ছিলেন দুই কাউন্সিলর বিশ্বনাথ চ্যাটার্জি ও আরো একজন কাউন্সিলর ছিলেন তৃণমূলের কয়েকজন নেত্রী প্রাক্তন পুরপ্রধান স্বপন নন্দী সহ অনেকে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় আমাদের মা-ঠাকুমাদের কাছে শুনেছি বৃষ্টি না হলে ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয় বরুণ দেবের কৃপা হয়। সেই আশায় আমরা ব্যাঙেদের বিয়ের অনুষ্ঠান করলাম। সবার কথা মাথায় রেখে সব নিয়ম মেনে ব্রাহ্মণ ডেকে এই ব্যাঙেদের বিবাহ দেওয়া হল। বরুণ দেবের কাছে আশীর্বাদ চাইছি একটু বৃষ্টির জন্য দেখা যাক কি হয় এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলাকায় সাড়া পড়ে যায়।

৪১ প্যাকেট মাছের ডিম বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০ এপ্রিল ঃ উত্তর ২৪ পরগনার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৪১ প্যাকেট মাছের ডিম বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ। বাজেয়াপ্ত মাছের ডিমের বাজারমূল্য পাঁচ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার বিএসএফের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বুধবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত চৌকি বেলতলার কাছে, কিছু লোককে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে দেখে এলাকা ঘিরে ফেলে বিএসএফ। পরে তারা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে আরও মাছের ডিমের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তিলজলা শিশু খুন কাণ্ডে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ দক্ষিন কলকাতার তিলজলায় শিশু খুনের ঘটনায় জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। কমিষনের চেয়ারম্যান প্রিয়ংক কানুনগো মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে লেখা চিঠিতে এই ঘটনায় রাজ্যের তরফে এখনও পর্যন্ত কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পনেরো দিনের মধ্যে তার বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানোর কথা বলেছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় দোষী পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গে ঘটনার তদন্ত সিবিআই কে দিয়ে করানো যেতে পারে বলেও চিঠিতে সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ গত ২৬ মার্চ তিলজলার এই ঘটনার পরে এলাকা রনক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পরে কমিশনের চেয়ারপার্সন দিল্লি থেকে কলকাতায় এসে ঘটনাস্থলে যান। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাদের বচসাও হয়। সেখানে ঘুরে তারা কি দেখেছেন এবং সাধারন মানুষের সঙ্গে কথা বলে তারা কি জানতে পেরেছেন চিঠির সঙ্গে সেই তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্ট ও পাঠানো হয়েছে।

নবম-দশম শ্রেণির সিলেবাস বদলের পথে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ ICSE, CBSE বোর্ডের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্য রাখা যায়? হাইকোর্টের পরামর্শ মেনে এবার নবম-দশম শ্রেণির সিলেবাস বদলের পথে রাজ্য! শিক্ষা দফতরের সঙ্গে সচিবের সঙ্গে বৈঠক করবেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। সূত্রের খবর তেমনই। এবছর মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গিয়েছে চার লক্ষ। কেন? উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিত বসু। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে তিনি বার্তা দেন, 'নবম-দশম শ্রেণির সিলেবাসে অনেক পুরানো। অন্যান্য বোর্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিলেবাস সংস্কার করুক রাজ্য'। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'ICSE, CBSE বোর্ডের থেকে কোনও অংশ কম নয় আমাদের মাধ্যমিক বোর্ডের পড়ুয়ারা'। সূত্রের খবর, নবম-দশম শ্রেণির সিলেবাস নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি শিক্ষা দফতরের সচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রেফ সিলেবাস সংস্কার নয়, বৈঠকে রাজ্যের সিলেবাস কমিটি সদস্য কতজন? সদস্য সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন কিনা, তা নিয়েও আলোচনা হবে।

ফুটন্ত জলে স্ত্রীকে ফেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা স্বামীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ এপ্রিল ঃ স্ত্রীকে ফুটন্ত জলে ফেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা স্বামীর। চাঞ্চল্য হাওড়ার জগাছায়। অভিযোগ, বাড়িতে ঝগড়া চলাকালীন ফুটন্ত আমের জলে স্ত্রীকে ফেলে দেন স্বামী। পারিবারিক অশান্তির জেরে এই ঘটনা বলে জানা গেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার জগাছায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীর অভিযোগ, আম ফুটছিল কড়ায়। সেই সময় স্বামীর সঙ্গে তাঁর বচসা শুরু হলে স্বামী এসে তাঁর গলা চেপে ধরে। তিনি বাধা দিলে তাঁর স্বামী আচমকাই তাঁকে ফুটন্ত আমের জলে ফেলে দেন। এরপর ওই গৃহবধূকে গরম জলে পুড়ে জখম জখম অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়। ঘটনা খতিয়ে দেখছে জগাছা থানার পুলিশ। জখম গৃহবধূ বলেন, আমার স্বামী নেশা করে এসে গলা চেপে ধরে। বাধা দেওয়ায় ফুটন্ত আমের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়। এই অবস্থায় গোটা গা পুড়ে গেছে। এক প্রতিবেশী বলেন, উনি রান্না করছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তর্কাতর্কি চলছিল। এরই মধ্যে তাঁদের মধ্যে মারপিট লেগে যায়। এর মধ্যেই মহিলার স্বামী ঘরের মধ্যে ফুটতে থাকা জল ঢেলে দেয়। অ্যাম্বুলেন্সের চালক গনেশ গুহ বলেন, মহিলার সামনের দিকটা পুড়ে গিয়েছে। এলাকার মানুষই মহিলাকে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরে তাঁরাই খবর দেন পুলিশে।

হাওড়ায় জল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী সমবায় মন্ত্রী, পুরনিগমে হল বিশেষ বৈঠক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২০ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় জল সমস্যার সমাধানে এবার উদ্যোগী হলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। বৃহস্পতিবার হাওড়া পুরনিগমে এই নিয়ে হয় বিশেষ বৈঠক। জানা গেছে, প্রচন্ড গরমে জলের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ এসেছিল। তারই ভিত্তিতে রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় উদ্যোগ নেন। কেএমডিএ এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কেএমডিএ এদিন তাদের আধিকারিকদের পাঠায়। অরূপ রায়ের পৌরহিত্যে এদিন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী, পুর কমিশনার ধবল জৈন, কেএমডিএ সহ হাওড়া পুরসভার পানীয় জল বিভাগের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরূপ রায় এদিন বলেন, প্রচন্ড গরমে মানুষের জলের সমস্যা হচ্ছে। এই ব্যাপারে কিছু অভিযোগ এসেছিল। সেই কারণে কেএমডিএ দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছিল। এদিন কেএমডিএর পক্ষ থেকে একটা দল পাঠিয়েছিল। এই নিয়ে তাঁদের সঙ্গে পুরনিগমের এক বৈঠক হয়। জলের সমস্যা যাতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মিটে যায় সেই ব্যাপারে এদিন আলোচনা হয়েছে। যে সব এলাকায় জল পৌঁছেচ্ছে না সেখানে যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল পৌঁছে যায় সেই ব্যাপারে যাতে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া যাতে আবার কোনও অভিযোগ না আসে তা দেখা হচ্ছে। একটা সমস্যা হয়ে রয়েছে। এই ব্যাপারে মুখ্য সচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ইনটেকের কাজ শেষ না হলে ওলাবিবিতলায় যে ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরি হয়েছে সেটা চালু করা যাবে না। যাতে এই ভূগর্ভস্থ জলাধার দ্রুত চালু করা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে। আশা করা হচ্ছে জলের সমস্যা দ্রুত সমাধান করা হবে। সংযোজিত এলাকায় জলের সমস্যার ব্যাপারে আগের বছর একটা বৈঠক হয়। নতুন করে উত্তর হাওড়ায় একটা জলাধার তৈরি করা হচ্ছে। সেই জলাধার তৈরি হলে বালি ও উত্তর হাওড়ায় জল সরবরাহ পদ্মপুকুরের হাত থেকে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে এই বালি উত্তর হাওড়ায় জল সরবরাহ করবে নতুন জলাধার। তখন পদ্মপুকুর জলাধারের ওপর থেকে চাপ অনেকটাই কমে যাবে। এই পরিস্থিতিতে মধ্য হাওড়া, শিবপুর, দক্ষিণ হাওড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যায়। অরূপ রায় আরও বলেন, নিয়ম হচ্ছে বাড়িতে রিজার্ভার করে সেখানে সঞ্চিত জল পাম্পের মাধ্যমে তুলতে হবে। কিন্তু কিছু অসাধু লোক অসাধু উপায়ে সরাসরি পাইপ লাইন থেকে জল তুলে নিচ্ছে। এই ব্যাপারে মানুষের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। জল যাতে অপচয় না করা হয় সেই ব্যাপারে পুরনিগম আইন করছে। এই ঘটনা যাতে না হয় পুরনিগম তার ব্যবস্থা নেবে। অন্যদিকে, প্রচন্ড গরমের মধ্যে হাওড়ায় সিইএসসি এলাকায় গত দু'দিন ধরে দফায় দফায় লোডশেডিং প্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ রায় এদিন

বলেন, এই গ্রীষ্মে যাতে মানুষ আরও বিপদে না পড়েন, বিদ্যুৎ যাতে চলে না যায় আমরা এই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখছি। সিইএসসি'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রচন্ড গরমের কারণে একটু সমস্যা হচ্ছে। তবে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সব সময় এই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখছেন। এই ব্যাপারে সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এই গরমে মানুষ যাতে সমস্যায় না পড়েন সেই ব্যাপারে নজর রাখতে হবে। এদিকে, মুকুল রায়ের দিল্লি যাত্রা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অরূপ রায় এদিন বলেন, আমাদের দল সমুদ্রের মতো। কে এলো কে গেল কিছু আসে যায় না। ২০২১ কে ফিরেছিল বা ২০২১ কে চলে গিয়েছিল তাতে কিছু আসে যায় না। ২১ অনেকে চলে গিয়েছিল। তখন গেল গেল রব পড়ে গিয়েছিল। তখন আরও ভাল ফল হয়েছে। আবার কেউ যদি চলে যায় তাহলে আরও ভাল ফল হবে। ২৩৫ টা আসন পাব।

স্বস্তির খবর, সপ্তাহান্তে কলকাতায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ গরমের দাপটের মাঝে অবশেষে সুখবর দিল হাওয়া অফিস। কলকাতায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে বইবে ঝোড়ো হাওয়াও। তীব্র গরমে কিছুটা স্বস্তি নিয়ে আসতে পারে আবহাওয়ার এই পালাবদল। বৃহস্পতিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় আগামী রবিবার এবং সোমবার, আপাতত এই দু'দিনের জন্য পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহান্তে দাবদাহের তেজ কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইবে শহরে। কলকাতা ছাড়াও রবিবার থেকে বৃষ্টি হতে পারে হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়ায়। এ ছাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে শনিবার থেকেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার কলকাতায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনাও নেই। তবে ঝড়বৃষ্টির এই বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বস্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু দিন। আগামী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে বৃহস্পতিবারের জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। গত কয়েক দিন ধরেই গরমের দাপটে নাভিশ্বাস উঠছে রাজ্যবাসীর। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় পারদ ছাপিয়ে গিয়েছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি। প্রায় প্রতি দিনই তাপপ্রবাহ চলছে। খটখটে রোদে বাইরে পা ফেলার জো নেই। এই পরিস্থিতিতে সকলেই অপেক্ষা করছিলেন এক চিলতে বৃষ্টির জন্য। অবশেষে হাওয়া অফিস থেকে সেই কাঙ্ক্ষিত পূর্বাভাস এল। দক্ষিণের কিছু কিছু জেলায় বৃষ্টির কথা তারা আগেই জানিয়েছিল। এ বার কলকাতা ও লাগোয়া এলাকাতেও ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হল। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি ভিজবে উত্তরও। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরেও। তবে তার আগে উত্তরের এই তিন জেলায় শুক্রবার পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। লাল সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস।

আগামীদিনে অল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে যাবে, চণ্ডীতলায় বক্তব্য নওসাদ সিদ্দিকির

বনস্পতি দে, হুগলি, ২০ এপ্রিল ঃ সদ্য সর্ব ভারতীয় তকমা হারিয়েছে তৃণমূল। জাতীয় দল ইস্যুতে খোঁচা দিতে বাদ দিচ্ছেন না বিরোধীরা। বিজেপি সুর চড়িয়েছে আগেই। এবার কটাক্ষ আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকির। চণ্ডীতলার পাঁচঘড়ায় আইএসএফের কর্মিসভা করেন নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস যতই চিৎকার করুক, সর্বভারতীয় তকমা ফিরে পাবে না আর। তাঁর সংযোজন, আগামীদিনে অল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে যাবে। সদ্য সর্ব ভারতীয় তকমা যাওয়ায় কৌলিণ্যতা হারিয়েছে তৃণমূল। এমনটাই মন করছে ওয়াকিবহাল মহল। জাতীয় দলের তালিকা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে এরকম একটি পদক্ষেপ রাজ্যের শাসকদলকে যে বেকায়দায় ফেলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনিতেই দুর্নীতি ইস্যুতে বিদ্ধ শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল। এবার তাতে সংযোজিত হয়েছে এই ইস্যুটিও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ অনেকেই 'এআইটিসি' (অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস) এখন 'এবিটিসি' (অল বেঙ্গল তৃণমূল কংগ্রেস) হয়ে গিয়েছে বলে আক্রমণ শানিয়েছেন। যদিও তাতে বিশেষ আমল দিতে নারাজ সুপ্রিমো। আক্রমণাত্মক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর গলায় বলেছেন, তৃণমূল সর্বভারতীয় দলই থাকবে, নাম বদল হবে না দলের। তার ভিত্তিতেই নওসাদ বলেন, আগামীদিনে অল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে যাবে। বস্তুতপক্ষে তৃণমূলের পরিবারতন্ত্রকে নিয়ে বিরোধীরা এর আগেও একাধিকবার কটাক্ষ করেছেন। তবে কালীঘাটেই যে রাজ্যের শাসক শিবিরের বহর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, তা আগে হয়তো কোনও রাজনীতিবিদের মুখে শোনা যায়নি। এ হেন মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে. নওসাদ বলেন, পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল এবং বিজেপি ছাড়া যে কোনও দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে পারে আইএসএফ। তবে শাসক বিরোধী হওয়াকে তীব্রতর করতে হবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে আইএসএফ সাংসদ পাঠানোর স্বপ্ন দেখছেন নওসাদ। এক যোগে তৃণমূল-বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন নওসাদ। তিনি বলেন, মমতা-শুভেন্দুর খেলা বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার চ্যালেঞ্জ করেছেন মমতা। শুভেন্দু অধিকারী মিথ্যে বললে মানহানির মামলা কেন করছেন না মমতা? প্রশ্ন তুলেছেন নওসাদ। শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরিন্দম গুইন বলেন, তৃণমূল জন্মলগ্ন থেকে যা আছে, তাই হবে। আইএসএফ বিধায়ক কী বললেন, তা কিছু যায় আসে না। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে তৃণমূলকে ভরসা করা শুরু করেছিলেন, এখনও তাই আছে।

মুকুলের ব্যাপারে আবার কড়া প্রতিবাদ দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ মুকুলের বিজেপিতে প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনায় ফের কড়া প্রতিবাদ জানালেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার দিলীপবাবু বলেন, বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে ধোঁকা দিয়েছেন মুকুল রায়। তিনি দলের কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিলীপবাবু আদালতে একটি মামলায় জামিন নিতে গিয়েছিলেন হুগলির চুঁচুড়ায়।

সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ''আগে ওঁরা বাপ-ব্যাটা ঠিক করে নিন কে ঠিক বলছেন। তৃণমূলে গেলে অনেকের অক্সিজেন কমে, কারও সোডিয়াম, পটাশিয়াম, কারও হাইড্রোজেন কমে। কার কী কমেছে সেটা চিকিৎসকরা বলবেন।'' এই সূত্রেই দিলীপবাবুর সংযোজন, ''আমাদের দলে আসার পর এবং তাঁকে সম্মান দেওয়ার পরে সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে উনি যে ভাবে ধোঁকা দিয়েছেন, আমাদের কর্মীদের মনোবলকে যে ভাবে ভেঙে দিয়েছেন তাতে আমাদেরও ক্ষতি হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিরও অনেক ক্ষতি হয়েছে। উনি কী বলছেন তাতে কী যায়-আসে? ওঁর না ছেলের, কার কথা মানব আমরা?'' পদ্ম-সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের মত, ''অনেক দিন একঘেয়েমি লাগছিল বসে বসে, একটু দিল্লি বেড়াতে গিয়েছেন, হতেও পারে। উনি (মুকুল) পুরনো সাংসদ, মন্ত্রী ছিলেন, যেতেও পারেন। এখন কী বলছেন না বলছেন, তার কী মানে হয়, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। এই ধরনের নেতাদের কথার অনেক মানে হয়। যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন, এর কী মানে।'' প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে আচমকাই দিল্লি পৌঁছন মুকুল। তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অপহরণের তদন্ত শুরু করে রাজ্য পুলিশ। এই আবহে মঙ্গলবার রাতে মুকুল নিজেই জানিয়ে দেন, শরীর ভাল না থাকার কারণে তিনি কিছু দিন পুরো মাত্রায় রাজনীতি করতে পারেননি। এখন শরীর সুস্থ হওয়ায় তিনি অমিত শাহজি, নড্ডাজি (বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা)-র সঙ্গে কথা বলবেন। তেমন পরিস্থিতি হলে তিনি যে আবার বিজেপি করতে পারেন সে কথাও জানিয়েছেন কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক। যদিও শুভ্রাংশু দাবি করেছেন, তাঁর বাবা পুরোপুরি সুস্থ নন। কিন্তু মুকুলের দিল্লিযাত্রা এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য- এই ঘটনাক্রম রাজনীতিতে নানা জল্পনা উস্কে দিয়েছে।

চিংড়িহাটা উড়ালপুলে একাধিক ফাটল, যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ কে এম ডি এ সেতু বিশেষজ্ঞ কমিটি আগেই জানিয়েছিল, চিংড়িহাটা উড়ালপুলের স্বাস্থ্য ভালো নয়। এবার সেই উড়ালপুলের ডাউন অ্যাপ্রোচে সুকান্তনগরের কাছে ছোট বড় নয়টি গর্ত। এই ঘটনায় বাড়ছে উদ্বেগ। উড়ালপুলের ডাউন অ্যাপ্রোচে নয়টি গর্ত। সেগুলি একই সিরিয়াল লাইন ধরে। আর গর্তের লাইন বরাবর বসে গেছে রাস্তা। সেই রাস্তার ওপর দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে দ্রুতগতিতে চলছে গাড়ি। পুলিসের যুক্তি, এটি ডাউনের রাস্তা। এখানে গার্ড রেল বসালে আরও বেড়ে যাবে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। কারণ শেষ মুহূর্তে দ্রুতগতির গাড়ির চালক গার্ড রেল বুঝতেই পারবেন না। অতএব সেতুতে যান চালকদের সতর্ক করতে, এবং গতি নিয়ন্ত্রণ করতে মোতায়েন করা হল পুলিস। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বিধাননগর ট্রাফিক গার্ডের এক আধিকারিক বলছেন, নিউ গড়িয়া থেকে দমদম বিমানবন্দর মেট্রো অরেঞ্জ লাইনের নির্মীয়মাণ চিংড়িঘাটা এলিভেটেড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম শুরুর আগে এই ৭৯ নম্বর পিলারে ৭২ ঘণ্টা আগে ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। এরপর পিলারের গা থেকে গত ৪৮ ঘণ্টায় ধাপে ধাপে খুলে ফেলা হয়েছে লোহার চাদর এবং বাঁশের কাঠামো। বিধাননগর বেলে মাটির জায়গা। পাশেই খাল। মাটির নিচে জল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই হয়তো এই পিলারের ঠিক পাশেই এভাবে গর্ত হয়ে রাস্তা বসে যাচ্ছে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ কি, তা বিশদে অনুসন্ধানের পর গণ্ঢব্ক্ক এবং মেট্রোর কাজের বরাত পাওয়া ঠিকা সংস্থার অভিজ্ঞ বাস্তুকাররা বলতে পারবেন।

রাজ্যে জলজীবন মিশন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ বিজেপি রাজ্যে জলজীবন মিশন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে লেখা এক চিঠিতে অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন ব্যানার, পোস্টার ও হোর্ডিংএ প্রকল্পের প্রচারের ক্ষেত্রে জল জীবন মিশন প্রকল্প নামের পাশাপাশি রাজ্যের জল স্বপ্ন নামটিও ব্যবহার করছে। মানুষের বোঝার সুবিধার্থে বাংলায় জল স্বপ্ন এবং ইংরেজিতে জল জীবন মিশন লেখা হচ্ছে। এর ফলে বহু মানুষ সেই নাম বুঝতে পারছেন না। পাশাপাশি ব্যানার ও হোডিংএ প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও তা দেওয়া হচ্ছে না। বহু ক্ষেত্রে ব্যানার, হোডিং-এর ৫০ শতাংশে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকায় তার কোন আপত্তি নেই। তবে তা কখনোই প্রধানমন্ত্রীর বিকল্প হতে পারে না বলে বিরোধী দলনেতা দাবি করেন। তিনি আরও জানান, প্রকল্পগুলির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিজেপির সাংসদ, বিধায়কদের আমন্ত্রণ জানানো হয় না। শুধুমাত্র শাসকদলের সাংসদ বিধায়করা উপস্থিত থাকেন। বিরোধী দলনেতা অবিলম্বে জল জীবন মিশন প্রকল্পের যাবতীয় প্রটোকল মেনে চলার জন্য রাজ্যকে কড়া নির্দেশ দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আর্জি জানিয়েছেন। এদিকে রাজ্য বিধানসভায় এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, একাধিক জেলায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এই সমস্যার সমাধানে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন।

ইমাম ও মোহাজেনদের নিয়ে ঈদ সংক্রান্ত বৈঠক জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২০ এপ্রিল ঃ দীর্ঘ একমাস ইফতারের মধ্যে দিয়ে ওপরওলার কাছে প্রার্থনা সহকারে ঈদ উৎসবে সামিল হন ধর্মপ্রান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন। আর সেই ঈদ উৎসবের আগে বৃহস্পতিবার জয়নগর ও বকুলতলা থানার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে ইমাম ও মোহাজ্জেমদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক হয়ে গেল। এই ঈদ উসব নিয়ে কোন কোন মাদ্রাসায় কি ভাবে পালন করা হবে আর এই সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে কি করতে হবে সেই বিষয়ে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানার উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর থানা এলাকার ইমাম ও মোহাজেনদের নিয়ে একটি ঈদ সংক্রান্ত বৈঠক হয়ে গেল। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী, জয়নগর থানার এস আই মধুসূদন পাল, জয়নগর থানার এস আই রাজু গুপ্তা, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, পৌর কাউন্সিলার ফরিদা বেগম সেখ, প্রাক্তন পৌর কাউন্সিলার সিরাজউদ্দিন সেখ সহ আরো অনেকে। একইভাবে বকুলতলা থানার উদ্যোগে থানা ভবনে ঈদ বিষয়ে একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল, এস আই সনাতন কর্মকার, জয়নগর সি আই সহ আরো অনেকে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৪০ সংখ্যা, শুক্রবার, ৭ বৈশাখ ১৪৩০

জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু কর্মী সংখ্যা?

সম্পাদকীয় ১

চিনকে ছাড়িয়ে গেল ভারত জনসংখ্যার দিক দিয়ে এগিয়ে গেল সেটা এখন বহু সংবাদপত্রের প্রথম পাতার খবরে পরিণত হয়েছে। চিন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সরকারি আদেশনামা জারি করে জনসংখ্যা কমিয়ে ফেলেছে। চিন দেশে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে চিন সরকারের রাতের ঘুম একেবারে উবে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে কীসের এতো বর্গবোধ হয় তা বুঝতে পারা গেল না। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কর্মী সংখ্যা কী বৃদ্ধি পেয়েছে?। ভারতের মোট জনগণের মধ্যে কতজন রোজ কাজ করে তা সঠিক তথ্য কি জানা সম্ভব হয়েছে? তা হয়নি। কিন্তু চিন দেশের বলতে গেলে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়সক ব্যক্তিরা কাজ করে। কাজ না করলে তাদের চলবে না। কাজ করতেই হবে এটা তাদের দেশের সরকারি আদেশ। বসে থাকা চলবে না। সবাই সেই কারণে চিন দেশে কাজ করে। ব্যবসা করে। ছোট খাটো কাজ করে। বয়স্কদের কাজ করতে হয়। তাদের কাজ দেয় সেখানকার রাজনৈতিক দলের নেতারা। দেশের হয়ে কাজ করে তারা। উন্নয়নের জন্য তরুণরা কাজ করে চলে। কাউকে অকাজ করতে দেখা যায় না। একমাত্র অসুস্থ হলে চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘরে বসে বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে। চিকিৎসার জন্য সবাই ছুটি পায়। তাছাড়া সেখানে ছুটি বলে কোনও কিছুই নেই। এমনকী মাও সে তুংয়ের জন্মদিনেও ছুটি নেই চিন দেশে। ভারতে অবাক লাগে একটি বিশাল দেশের নাগরিকেরা কীভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশটাকে উন্নতি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন এখন আমেরিকা ব্রিটেন এমনকী রাশিয়ার কাছে আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। সবাই চিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চায়। ভারতও চিনকে চটাতে চায় না। চিনের শক্তি সম্পর্কে ভারত ওয়কিবহাল। চিন যা করতে পেরেছে তা ভারত করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কর্ম চুরি। ভারতের বিশাল জনসংখ্যার লোকেরা শুধু কাজ চুরি করতে জানে। আন্দোলন বয়কট থেকে শুরু করে ধর্মঘট সবই করতে থাকে। তার ফলে কর্মস্থালে কাজ হয় না। উন্নয়ন ব্যাহত হতে থাকে। চিন দেশ কমিউনিস্ট দেশ হয়েও সেখানে কোনও আন্দোলন নেই. কোনও ধর্মঘট নেই। কর্মবিরতি নেই। সব সময়ে কাজ করতে হবে। চিন দেশের লোকেরা বলতে গেলে প্রতিদিন বারো ঘণ্টা করে কাজ করে থাকে। বয়স্ক লোকেরা কাজ করে আট ঘণ্টা। তারা সব সময়ে কাজ পাগল বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের কাজ পাগাল লোকের সংখ্যা নেই বলতে গেলে চলে। সবাই ফাঁকি দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। চিন দেশের বিশাল জনগণ যেভাবে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করে তা কিন্তু ভারতের লোকেরা করতে পারে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের তালিকা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা একন বলতে গেলে প্রায় ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ। আর চিনের ১৪২ কোটি ৫৭ লক্ষ। বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষ একন ভারত এবং চিনে। চিন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। ভারত তা করতে পারেনি। ভারতের সম্পদের পরিমাণ ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। সেই ক্রমহ্রাসমান সম্পদের ওপরে ভারতীয়রা অধিকার ফলাতে শুরু করে দিয়েছে। চিন আগে থেকে কঠোর হাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে সেখানে জনসংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। ভারত সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি।

নিজস্ব উন্নতিই হচ্ছে চিনের মূল্য লক্ষ্যই

সম্পাদকীয় ২

চিন দেশটি হচ্ছে কাজের দেশ। তারা কাজ করতে ভালোবাসে। তারা কোনও সময়ে কাজ ফেলে রেখে শুখা রাজনীতি করে না। চিন দেশের ছাত্ররা আন্দোলন করতে গিয়েছিল সরকারের বিরুদ্ধে। ছাত্র আন্দোলনকে দমন করতে চিন সেনা বাহিনী দিয়ে ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিয়েছিল। চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যে দেশের উন্নয়নের ক্ষতি করে কোনও আন্দোলন করা চলবে না। কাজ করতে হবে। তবেই খাবার পাবে। না হলে শুকিয়ে থাকতে হবে। তার ফলে চিন আজকে এত শক্তিশালী হতে পেরেছে। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ হিসাবে চিন পরিচিত হতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে ডলারকে পিছনে ফেলে চিনের টাকা বিশ্বকে বিনিয়োগ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আমেরিকার ডলারের তখন কোনও মূল্য থাকবে না। সেই দিকে চিন এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ভারত একন চিনের সঙ্গে কোনও রকমভাবে কোনও দিক দিয়ে সমকক্ষ হতে পারছে না। চিনের জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে ভারত চলে গেলেও চিনের মতো উন্নত দেশে পরিণত হতে পারছে না। চিন যেভাবে কৃষি থেকে শুরু করে প্রযুক্তিতে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়ে গিয়েছে বিশ্বের বাজার অর্থনীতি। ভারতকে চিনা পণ্য ক্রয় করতে হচ্ছে। সীমান্তে চিনের সেনাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হাতাহাতি করলেও চিনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়নি। রীতিমতো চিনা পণ্য ভারতকে কিনতে হচ্ছে। চিন রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় না করতে পারলে ভারতের ওষুধ কারখানাগুলি দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। সস্তায় পণ্য দিতে পারে একমাত্র চিন। অতিরিক্ত মুনাফা দিকে নজর না দিয়ে অতি সামান্য লাভে বাজারে চিনা পণ্য পৌঁছে দিতে চিন কোনও সময়ে কসুর করে না। কিন্তু ভারত সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে চিনের থেকে পিছিয়ে। ভারত শিল্পের দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল ব্রিটিশদের সময়ে। ভারতীয় পণ্যের বাজার আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছিল। কিন্তু আজকে সেই স্থানটি দখল করে নিয়েছে চিন।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ। আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে।

‘আত্মোন্নতি সমিতি’র প্রতিষ্ঠা ও কর্মপদ্ধতি

রবীন্দ্র কুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

১৯০৬ সালে বাংলার প্রবেশ করেই অরবিন্দ বিপ্লবী সংগঠনকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। যদিও তার আগে থেকে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন অরবিন্দ। তিনি বেশ কয়েকবার তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে বাংলায় পাঠান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে রূপরেখা নির্মাণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বরোদায় থাকার সময়ে। ১৯০২ সালে ভগিনী নিবেদিতা বরোদায় গিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেই সময়ে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অরবিন্দ বাংলায় এসে রাজা সুবোধ মল্লিকের আস্তানায় থেকে ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী দল এবং বিপ্লবীদের মুখপত্র ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকা প্রকাশের ওপরে জোর দিলেন। আর তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ‘যুগান্তর’ পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করতে থাকেন। অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলন যখন বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে তখন ‘‘আত্মোন্নতি সমিতি’’ শুধুমাত্র শরীর চর্চা ক্লাব হিসাবেই পরিচিত ছিল। যদিও তার অনেকগুলি শাখা ছিল স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে। কিন্তু বিপ্লবী সংগঠন হিসাবে তখনও তকমা লাভ করেনি। বাংলায় তখন চলছে অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলনের যুগ। অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলনটা ছিল বলতে গেলে গোপন প্রস্তুতি। সবার কাছে একেবারে অপরিচিত বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন। অরবিন্দ এত গোপনে বড় ধরনের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড রচনা করে ফেলেছেন সেই সম্পর্কে বাংলার মানুষ একেবারে অবহিত ছিল না। বিপ্লবী কোনও ধ্যান ধারনা বাংলার বাসিন্দাদের মধ্যে তৈরি হয়নি। একমাত্র বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং তাঁর গোটা কয়েক সদস্য ছাড়া বাইরের জগত অরবিন্দের গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না। অরবিন্দের সশস্ত্র সংগ্রাম যখন ব্যর্থ হতে শুরু করল এবং মজফফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যা ষড়যন্ত্র যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন দেশের জনগণ জানতে পারলো অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির বিপ্লবী সংগ্রামের কথা। তার আগে এই বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে কারোর জানা সম্ভব ছিল না। অরবিন্দ ঘোষ ইংরেজ সরকার দেশ ছাড়া করানোর ব্যাপারে কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা আলিপুর বোমা মামলা চলাকালীন সংবাদপত্র থেকে দেশের জনগণ জানতে পারে। যদিও তার আগে ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে মামলা হয়েছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অরবিন্দ। আদালতে অরবিন্দ অভিযুক্ত হন। মামলার বিচারপতি ছিলেন কিংসফোর্ড। বিচারপতি

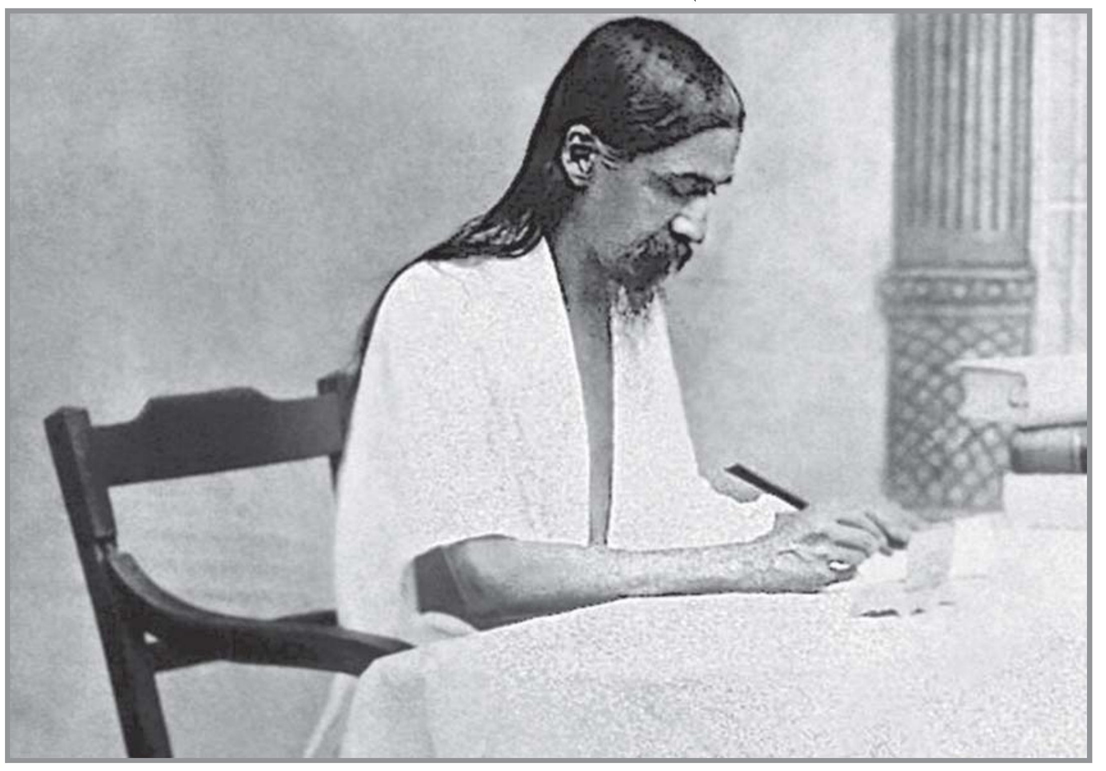

কিংসফোর্ডের নাম বিপ্লবীদের নিধন তালিকায় ছিল না। কিন্তু ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকা নিষিদ্ধ ও অরবিন্দকে অভিযুক্ত করতেই বিচারপতি কিংসফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী দল। প্রফুল্ল চাকি এবং ক্ষুদিরাম যুগান্তর বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। অরবিন্দের বিপ্লবী আন্দোলন কেন ব্যর্থ হল তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি এবং অনুকূল মুখার্জি। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন মাত্র কয়েকটি অস্ত্র বা কয়েকটি বোমা দিয়ে শক্তিশালী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে ব্যাপক অস্ত্র সংগ্রহ। ব্যাপক অস্ত্র কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী এবং অনুকূল মুখার্জি। যে ভুল অরবিন্দ করে গিয়েছেন সেই ভুল যাতে দ্বিতীয় বার না হয় তার দিকে নজর রাখতে অস্ত্র জোগাড় করার পথ খুঁজতে শুরু করলেন বিপ্লবীরা। চোরা পথে বিশাল অস্ত্র অঙ্কের অস্ত্র পাওয়া একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া চোরাপথে অস্ত্র সংগ্রহ করতে গেলে প্রচুর টাকা লাগে। সেই টাকা জোগাড় করাও খুবই মুশকিল। বিপ্লবীরা একটি সময়ে চিন্তা করেছিলেন ফোর্ড উইলিয়াম থেকে অস্ত্র চোরাপথে নিয়ে আসা সম্ভব কিনা। সেই কারণে বেশ কয়েকবার ফোর্ট উইলিয়ামের ধারে পাশে ঘুরে দালাল খোঁজার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু সেই পথ ধরে অস্ত্র জোগাড় করা একেবারে অসম্ভব বুঝতে পেরে অন্য পথ দিয়ে অস্ত্র জোগাড় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী হরিদাস দত্ত লিখছেন, ‘‘..১৯১৪ সাল। মহানায়কদ্বয় (যতীন মুখার্জি ও রাসবিহারী বসু (সমগ্র বিপ্লবীদলগুলো নিয়ে সারা ভারতে একটি সশস্ত্র-বিপ্লবের পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে গ্রহণের পূর্বক্ষণে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য তৎপর হয়েছেন। বিদেশে নির্বাসিত বিপ্লবী নেতারা জার্মানির সাথে যোগসাজসে ভারতের বিপ্লব সংঘটিত করতে ক্রমশ ব্যস্ত হলেন। ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হলে জাহাজবোঝাই অস্ত্র আসতে পারে, প্রচুর অর্থও আসতে পারে। কিন্তু তার আগে নিজেদের তো কিছুই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকা চাই? স্মাগল্-করা রিভলবার পিস্তলে প্রকৃত লড়াই চলে না। কারণ, অধিক সংখ্যায় তা পাওয়া যায় না, রাজ্যভাণ্ডার খুলে দিলে অর্থ দিলেও না। সুতরাং নেতারা অস্ত্র সংগ্রহের নূতন পথ খোঁজায় তৎপর।... তাই ‘রডা’র অস্ত্র লুটের সম্ভাবনা দেখেই শ্রীশ পালের মত ব্যক্তি চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। লক্ষ বাধা ও আশঙ্কা মুহূর্তে নস্যাৎ করে বীরদর্পে এই মানুষটি যখন কর্মে এগিয়ে গেলেন, তখন আমরাও অনায়াসে এই সুদক্ষ নেতারা পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্রীশদার পেছন দাঁড়ানো মানে, একটি কংক্রিটের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়ানো। তাঁকে আমরা যেভাবে জেনেছিলাম, তা অপরের কাছে দুর্লভ ছিল বলেই তাঁর কর্ম ও চরিত্রের মূল্যায়ন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। (উল্টোরথ, অগ্নিযুগ সংখ্যা, ১৫.২.৬৮, পৃষ্ঠা ১০-১২)। বিশাল অস্ত্র লুঠ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকেন অনুকূল মুখার্জি এবং বিপিন গাঙ্গুলী। এনারাই ছিলেন অস্ত্র লুঠের মূল হোতা। বিপ্লবী সতীশচন্দ্র দে ‘আত্মোন্নতি’ বৈপ্লবিক সমিতির ইতিকথা’ প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘‘বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে শুনেছি ‘আত্মোন্নতি’ সমিতির উদ্ভব হয়েছিল মধ্য-কলিকাতার রাজা সুবোধ মল্লিক (প্রাক্তন ওয়েলিংটন) স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব কোনে খেলাতচন্দ্র ইন্সটিটিউশন নামে যে এনট্রেন্স স্কুল ছিল সেই বিদ্যালয় বাটীতে কতিপয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের দ্বারা, বোধ করি ১৮৯৭ সনে। লর্ড কার্জনের দ্বারা বঙ্গভঙ্গ তখনও হয়নি বা দেশব্যাপী স্বদেশী-আন্দোলন জাগেনি।’’ শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন করাই ছিল এই সংস্থার মূল লক্ষ্য। তখন ব্রিটিশ ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ফিরিঙ্গিরা দেশীয়দের উপর পথে ঘাচে অত্যাচার অপমান করতো। ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ধর্মতলা, ইডেন উদ্যানের কাছে নিরীহ লোক দেখলে তার ওপরে অত্যাচার করতো। বুট দিয়ে লাথি মারতো এবং হাতের ছড়ি দিয়ে ফিঠে মারতো। সেই সময়ে মঁশিয়ে লর্ড নামে একজন ফরাসি সাহেবের সঙ্গে সমিতির সদস্যদের পরিচয় ঘটে। মঁশিয়ে লর্ড ব্রিটিশ সাহেবদের দেখতে পারতেন না। তিনি আবার মুষ্টি যুদ্ধ করতে ওস্তাদ ছিলেন। সমিতির সদস্যদের বক্সিং শিক্ষা দিতে শুরু করেন ফরাসি মঁশিয়ে লর্ড। এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যাঁরা তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন লেখক সতীশচন্দ্র দে মহাশয়। তিনি নিজেও একজন বিপ্লবী ছিলেন। তিনি তাঁর উপরি উল্লেখিত প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘‘ প্রথম যাঁরা সমিতির পত্তন করেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম জানতে পেরেছিলাম ও স্মরণে আসে, তাঁরা হলেন ঁসতীশ মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটির নন) ইনি পরে চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য। ইনি পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের শরীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছিলেন ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লেখকের অগ্রজ তিনকড়ি দে, ইনি পরে বঙ্গবাসী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক হয়েছিলেন ও হরিশচন্দ্র সিকদার মহাশয়গণ। পরে ক্রমশ স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রভাসচন্দ্র দে (পরে ইনি রাজশাহী কলেজের ও তদানীন্তন রিপন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক হয়েছিলেন), শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী (ইনি মানিকতলা বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দের সহিত বিচারাধীন আসামী ছিলেন), শ্রী রণেন গাঙ্গুলী ইত্যাদি তদানীন্তন যুবকগণ সমিতিতে যোগদান করেন।’’ (ক্রমশ...)

ভারতের উত্তরাঞ্চলকে দখলের কৌশল চিনের

বিশেষ প্রতিনিধি

আমেরিকার বিদেশ দফতরের সহসচিব বেগন ভারত সফরে বলেছিলেন ভারত চিন সীমান্ত নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রতিরক্ষা ব্যাপারে আমেরিকা ভারতকে কতখানি সহযোগিতা করতে পারবে তা খতিয়ে দেখবেন। ফলে আমেরিকার সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হলেও রাশিয়া এ ব্যাপারে কতখানি এগিয়ে আসবে সেটা বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে না। চিন কমিউনিস্ট দেশ। রাশিয়ার বন্ধু দেশ। রাশিয়া অতি সহজেই এখনই চিনের বিরোধিতার রাস্তায় হাঁটবে না সেটা পরিস্কার সাংহাই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে রাশিয়ার পদক্ষেপ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। রাশিয়া এখন ভারত চিন সীমান্ত সংঘর্ষ চাইছে না। কিন্তু চিন যেভাবে করোনা আবহের মধ্যে ভারতের ভূখণ্ড দখল করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে ভারতের সার্বভৌমত্ববেশ বিপাকে। চিন আলোচনার মধ্য দিয়ে সময়টাকে পার করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। একটি বছর যদি পার করে দেওয়া যায় তাহলে সেই দখলীকৃত অঞ্চল থেকে লাল ফৌজ সহজে সরে আসবে না এটা পরিস্কার। ফলে চিন এখন চেষ্টা করছে ভারতের সীমান্ত এলাকার বেশ কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করে নিতে। চিনের সঙ্গে সামরিক শক্তিতে ভারত যে পারবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে বা ভারত এখনই চাইছে না চিনের সঙ্গে সরাসরি কোনও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে। এদিকেপ্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং চুয়াল্লিশটি সেতুর উদবোধন করে এসেছেন ভারত চিন সীমান্ত এলাকায়। তিনি সেই সঙ্গে বলেছেন, পাকিস্তান এবং চিন যৌথভাবে সীমান্ত সমস্যার সৃষ্টি করছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্যে চিন একেবারে ফুঁসতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের বিদেশ দফতরের একজন মুখপাত্র ঝাও লিঝিয়ান বলেছেন, আমি প্রথমেই স্পষ্ট করে দিতে চাই লাদাখ ভারতের অংশ নয়। ভারত বেআইনীভাবে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল তৈরি করে রেখে দিয়েছে। আমরা এটা মানি না। চিনের এই সিদ্ধান্ত যেদিন হঠাৎ করে লাদাখকে ভারত কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছে সেইদিন থেকে চিন পরিকল্পনা গ্রহণ করে রেখে দিয়েছে। চিনের আগ্রাসন নীতি পূর্ব পরিকল্পিত। আর এটাকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের ঘাড়ে এখন নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে চিন, পাকিস্তান এবং নেপাল। ভারতকে এখন কূটনীতি দিয়ে এই তিন শত্রু দেশের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। না হলে ভারত পরাজিত অবস্থায় থাকবে। সেখান থেকে রক্ষা করার কেউই থাকবে না।

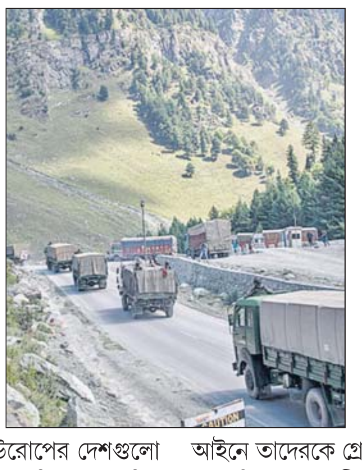

ভারতের ভূখণ্ড দখল করাটা চিনের কাছে পরীক্ষামূলক। তার কারণ চিন পরবর্তীকালে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে তাইওয়ান। ইউরোপের দেশগুলো তাইওয়ানকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে যা চিন একেবারে অপছন্দ করতে শুরু করেছে। চিন চাইছে না এখনই তাইওয়ান অধিকার করতে। চিন শুধু সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে। চিন বরাবারই বলে এসেছে যে তাইওয়ান চিনের অংশ। তাইওয়ান সার্বভৌমত্ব চিন স্বীকার করে না। এদিকে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া কোন পক্ষে রয়েছে চিন তা পরখ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে হংকংয়ের স্বাধীনতাকামী তরুণরা। তারা চিন সরকারের বিরুদ্ধে সেখানে জনমত তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের শাসনের বিরোধিতা করছে। ব্রিটিশ সরকার আবার হংকংয়ের তরুণদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছেন। চিন ব্রিটিশ সরকারকে চিনের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে বিবৃতি দিতে শুরু করেছে। ভারত যদি চুপ করে থাকে তাহলে চিন আরও গলা ফাটিয়ে বলতে থাকবে যে লাদাখ এবং অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ নয়। আগামি দিনে যদি কাশ্মীরের ন্যাশনাল পার্টিকে সমর্থন করে চিন তাহলে আব্দুল্লা চিনের সহযোগিতা নিয়ে কাশ্মীরে তাদের শাসন কায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে এটা নিশ্চিত। কাশ্মীরের অধিকাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা সবাই জেলে। মোদি সরকার এখনও তাদেরকে কারাগার থেকে বের করেনি। মেহবুবা মুফতিকে কারাগারে রাখা হয়েছে। সন্ত্রাসী আইনে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কাশ্মীর যেহেতু ভারতের কেন্দ্র শাসিত অরুণাচলে পরিণত হয়েছে সেই কারণে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শাসন না থাকলেও চলবে। কাশ্মীরের যা অবস্থা সেখানে আগামি দুই বছরের মধ্যে কোনও নির্বাচন করা হবে কিনা সম্ভব তাও বোঝা যাচ্ছে না। যদিও বা নির্বাচন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করছে নির্বাচন কমিশন। তবুও অবস্থা স্বাভাবিক হতে এখন সময় লাগবে। এবারে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন ভারতের পতাকা কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আগে কাশ্মীরে পাকিস্তান পতাকায় মোড়া থাকতো। সেটা এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গোটা কাশ্মীরের এবারে পনেরো আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছে। সোশ্যাল ডিসট্যান্স বজায় রেখে সরকারি উদ্যোগে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় যা একেবারে পাকিস্তান দেখতে নারাজ ছিল। চিনকে সামানে রেখে পাকিস্তান এখন কূটনীতির খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে। চিন কতদিন পাকিস্তানকে এ সব ব্যাপারে মদত দেবে সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। চিন চাইছে ভারত আমেরিকার পাশ থেকে সরে দাঁড়াক। আমেরিকার সঙ্গ ত্যাগ করুক ভারত। কিন্তু ভারতের ব্যবসার অধিকাংশই আমেরিকার সঙ্গেহ সংযুক্তিকরণ। ফলে এখনই ভারত কোনও রকমভাবে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে না বা চিনের কথায় সায় দিতে পারবে না। চিন চাইছে পাকিস্তানের মতো চিনকে ভারত মদত দিক। ভারতের মদত পেলে চিন সারা এশিয়া জুড়ে দাণ্ডব নৃত্য করতে শুরু করে দেবে সেটা পরিস্কার। সেই কারণে চিনের আগ্রাসী নীতিকে রুখে দিতে আমেরিকা, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছে। টোকিওর কোয়াড বৈঠকে যদিও সবাই চিনের ব্যাপারে এক মত হত পারেনি। তবে চিন যে বেশি বাড়াবাড়ি করতে শুরু করে দিয়েছে সে ব্যাপারে একমত হতে পেরেছে। আগামি দিনের চিনের এই বাড়াবাড়ি রুখে দেওয়ার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে আমেরিকা, জাপান সহ বেশ কয়েকটি দেশ তা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। শুধু চিন পণ্য বর্জন নয়, প্রয়োজন হল পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করতে না ইউরোপ সেই রকম পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলছে চিন সরকার। সবাইকে ক্ষিপিয়ে তুলতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে চিনকে নিজের মাথাটা পর্যন্ত বলি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

হেরিটেজ ভারতীয় জাদুঘর

ভারীতয় জাদুঘর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এশিয়াটিক সোসাইটির নাম করতে হবে। ১৭৮৪ সালে বহু ভাষা বিশারদ পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। এই সংগ্রহশালা তৈরি করতে চব্বিশ বছর সময় লাগে। ১৮০৯ সালে চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রিট সংযোগ স্থলে সোসাইটির নিজস্ব ভবন তৈরি হয়। ১৮১৪ সালে বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ ডঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচ একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার জন্য সোসাইটির কাছে অনুরোধ করেন। সোসাইটি তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে জাদুঘরের কিউরেটর করে দেয়। তারপর থেকে সরকারের কাছে একটি জাদুঘর তৈরি করা জন্য আবেদন করতে শুরু করে সবাই। ১৮৬২ সালে ভারত সরকার তৎকালী ভারতের রাজধানি কলকাতাতে জাদুঘর তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৮৬৫ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তাদের সংগৃহীত বেশ কিছু প্রত্নতত্ত্ব জাতীয় জাদুঘরের হাতে তুলে দেয়। ১৮৭৫ সালে ভারতীয় জাদুঘরের দ্বার উদঘাটন করা হল। এখানে আর্কিওলজিক্যাল এবং জিওলজিক্যাল সহ আরও নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে।

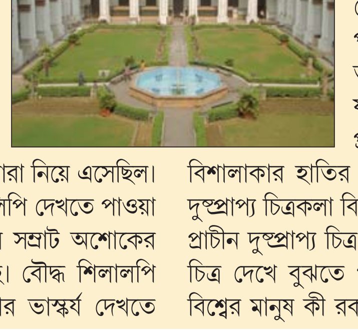

একটি মমি রয়েছে তা ব্রিটিশ সেনারা নিয়ে এসেছিল। গান্ধার কুশান গুপ্ত যুগের শিলালিপি দেখতে পাওয়া যাবে। বৌদ্ধ যুগের বিশেষ করে সম্রাট অশোকের বহু শিলালিপিও এখানে রয়েছে। বৌদ্ধ শিলালপি থেকে শুরু করে সেই সময়কার ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যাবে। সিওলিক, মিটিওরিক খনি প্রদর্শন গ্যারালিতে দেখতে পাওয়া সম্ভব হবে। জুলজিক্যাল বিভাগের দেখতে পাওয়া যাবে মৃত প্রাণী। যেসব প্রাণীদের এখন আর পৃথিবীতে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাদের ফসিল দেখতে পাওয়া যাবে। প্রাগঐতিহাসিক যুগের প্রাণীদের কঙ্কাল দেখা যায়। বিশালাকার হাতির কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যাবে। দুষ্প্রাপ্য চিত্রকলা বিভাগ রয়েছে। সেখানে ভারতের প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই সব চিত্র দেখে বুঝতে পারা সম্ভব হবে অতীতে এই বিশ্বের মানুষ কী রকম ছিল এবং তারা কি ধরনের জীবন যাপন করতো। একটি মমি রয়েছে যার বয়স এখন বলতে গেলে চার হাজার বছর। চার হাজার বছরের মানুষকে কীভাবে মমি করে রেখে দেওয়া হতো তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন সেই মমিটি মানুষের আকার ধারন করে রয়েছে। কোথাও এতকুটু পচন বা নষ্ট হয়নি। অতীতে মানুষেরা কীভাবে জামা কাপড় তৈরি করতো এবং তখনকার সময়ে কত বিশাল বিশাল অজানা গাছ ছিল তার সাক্ষাৎ মেলে। মিউজিয়ামের পাশে রয়েছে চারুকলা মহাবিদ্যালয়। এখনাকার চাত্র জাদুঘরের পুরাতত্ত্ব বিষয়গুলির ছবি অঙ্কন করে থাকে। পাঁচ হাজার বছরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায় ভারতীয় মিউজিয়ামে এসে। ভারতীয় সভ্যতা সেই সয়ে কতখানি উন্নত ছিল তার পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি।

প্রবল গরমে জলকষ্টে জেরবার গ্রামবাসী রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে

তনুজ জৈন, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ এই মুহূর্তে চলছে তীব্র দাবদাহ। বিগত দুই দিনে সর্বাধিক তাপমাত্রা গেছে প্রায় ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। গরমে হাঁসফাঁস করছে এলাকাবাসী। তারই মাঝে ব্যাপক জলকষ্ট। জলের জন্য হাহাকার করছে সমগ্র এলাকা। গ্রামে নেই পিএইচই। নেই কোন সাবমার্সিবল পাম্প। জলস্তর নেমে যাওয়ার ফলে নলকূপগুলো থেকে উঠছে না জল। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের মাঝেই এবার জলের দাবিতে রাস্তায় মগ,বালতি রেখে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। প্রশ্নের মুখের সরকার এবং প্রশাসনের ভূমিকা। শাসকদলের অন্দরের কাজিয়ার ফলেই গ্রামে বাসেনি পিএইচই বিস্ফোরক অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। মানুষের জন্য নূন্যতম পরিষেবা দিতে ব্যর্থ মানুষ এদের নর্দমায় ছুড়ে ফেলবে শাসকদলকে নিশানা সিপিএমের। জল কষ্টের কথা মেনে নিল প্রশাসন। সাফাই তৃণমূলের। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আঙ্গারমুণি, বড়ল বাজার সহ একাধিক এলাকায় তীব্র জল কষ্ট। বৃহস্পতিবার জলের দাবিতে এবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালো আঙ্গারমুণির সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভের সামনের সারিতে গ্রামের মহিলারা। বালতি, কলসি রাস্তায় রেখে জলের দাবীতে বিক্ষোভ। জলের অভাবে প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছে শিশুরা। গবাদি পশুদের স্নান করানোর জল নেই। নিত্যদিনের কাজের জল নেই। অভাব পানীয় জলেরও। এই মুহূর্তে চলছে রমজান মাস। রোজার মাঝে জলকষ্টের ফলে নাজেহাল হয়ে পড়ছে এলাকাবাসী। গ্রামে নেই কোন পিএইচই। এমনকি সরকারের পক্ষ থেকে বসানো হয়নি সাবমারসিবল পাম্প। ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা গ্রাম। বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে ৮ থেকে ৮০। এমনকি জানা গেছে তিন বছর আগে এই এলাকায় পিএইচই পাম্প হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জমি নিয়ে জট তৈরি হয়। কোন জমিতে পিএইচই পাম্প হবে এ নিয়ে শাসকদলের অন্তরে মতভেদ হয়। তার জেরেই এখনো হয়নি পিএইচই। যার ফলে এই তীব্র গরমে ভুগতে হচ্ছে গ্রামবাসীকে। আর এই সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। সিপিএমের অভিযোগ শাসকদলের দুর্নীতির ফলে কোন কাজ সঠিক ভাবে হয় নি। যে কোনো প্রকল্পের অর্ধেক টাকা আত্মসাৎ করেছে শাসক দলের নেতারা। যার জেরে নাজেহাল হচ্ছে মানুষ। যদিও তৃণমূলের সাফাই দাবদাহের ফলে সারা দেশজুড়ে জলকষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে জল কষ্টের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। বিক্ষোভকারী বাসিন্দা নজিমুল হক বলেন, গবাদি পশুর স্নান করাতে সমস্যা তো হচ্ছেই। শিশুরাও খুব জলকষ্টে ভুগছে। এদিকে শাসকদলের নিজেদের মতবিরোধের কারণে এখানে পিএইচই হয়নি। বিক্ষোভকারী বাসিন্দা কোহিনুর বেওয়া বলেন, রোজার মধ্যে প্রচন্ড জলকষ্ট। পিএইচই না থাকায় এখানে ট্যাপ কল নেই। নলকূপ থেকে জল উঠছে না। বিক্ষোভকারী বাসিন্দা জাভেদা খাতুন বলেন, অন্যান্য এলাকায় ট্যাপ কল রয়েছে। আমাদের এলাকাতে নেই। হাজার হাজার মানুষের বাস। পানীয় জল থেকে শুরু করে স্নানের জল প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে। জলের দাবিতে আমরা বিক্ষোভ করছি। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শেখ খলিল বলেন, তৃণমূলের দুর্নীতি ছাড়া কোন কাজ হয় না। প্রত্যেকটা প্রকল্পের টাকা এরা আত্মসাৎ করেছে। ফলে প্রকল্প অনুযায়ী কোন কাজ হয়নি। মানুষকে ফল ভুগতে হচ্ছে। মানুষ এদের নর্দমায় ছুড়ে ফেলবে। তুলসীহাটা অঞ্চল তৃণমূলের চেয়ারম্যান দিল রোজ বলেন, অনেক এলাকায় জলকষ্ট রয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু এই দাবদাহে তো এটা সব জায়গার সমস্যা। বিরোধীরা এতদিন কি করেছে। মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়ন মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেছে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বান বসু বলেন, দেখুন জলকষ্ট তো হচ্ছে। আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি। বিভিন্ন জায়গায় জলছত্র খোলা হচ্ছে। ভ্যামমান জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে একটা। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু আজকের দিনেও দেখা যাচ্ছে জলের দাবিতে বিক্ষোভ করছে মানুষ। জলের অপর নাম জীবন। প্রশ্ন উঠছে কোথায় উন্নয়ন বা বিকাশ? নূন্যতম পরিষেবা যেখানে পাচ্ছে না মানুষ।

অভিষেককে জানিয়েও ফল না মেলায় অনশনের হুমকি তৃণমূল কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ এপ্রিল ঃ দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ওন্দার তৃণমূল কর্মী প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী। তাতে কোনও কাজ না হওয়ায় এবার আমরণ অনশনের হুঁশিয়ারি দিলেন ওই তৃণমূল কর্মী। তাঁর হুঁশিয়ারি, ৭ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে তিনি অন্যান্যদের নিয়ে জল ছাড়াই আমরণ অনশনে বসবেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী। তাঁর অভিযোগ ছিল, প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সহ-সভাপতি আশিস দে চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে ৯৫ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু, ৫ মাস পর তাঁর চাকরি চলে যায়। এরপর তিনি ওই টাকা ফেরত চান। কিন্তু, আশিস দে তাঁকে ওই টাকা ফেরত দেননি। প্রিয়াঙ্কার অভিযোগ, আরও বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে চাকরির নামে টাকা নিয়েছিলেন আশিস। এরপর বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়ে কাজ না হওয়ায় তিনি ছদ্মবেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। বাঁকুড়ার ওন্দায় গত ১২ এপ্রিল সভা করেন অভিষেক। সভা ছেড়ে অভিষেক যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় নীল-সাদা শাড়ি পরে, গলায় তুলসীর মালা এবং কপালে টিপ দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রিয়াঙ্কা। তখনই তিনি অভিষেকের কাছে অভিযোগ জানান। কিন্তু, অভিষেককে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, এত দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও আশিসকে জেনারেল সেক্রেটারির পদ দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন প্রিয়াঙ্কা এবং অন্যান্য প্রার্থীরা। প্রিয়াঙ্কা জানান, ৭ দিনের মধ্যে যদি বিচার না পাই তাহলে আমরা যতজন প্রার্থী রয়েছি সকলেই বিডিও অফিসের সামনে আমরণ অনশন শুরু করব। যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাহলে তার জন্য আশিস দে সহ অন্যান্য নেতৃত্ব দায়ী থাকবে। যদিও দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আশিস দে। তিনি জানান, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি বলেন, আমি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তাই আমার রাজনৈতিক অবস্থান নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির হাত রয়েছে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সহ-সম্পাদক ভবানী মোদক জানিয়েছেন, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি কোনও অপরাধ করলে নিশ্চয়ই দল তার ব্যবস্থা নেবে। এই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি বিল্বেশ্বর সিংহ।

আত্মঘাতী পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২০ এপ্রিল ঃ কর্মরত অবস্থায় নিজের সার্ভিস রাইফেল দিয়ে নিজেকেই গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক এনভিএফ কর্মী। গুলি সরাসরি এনভিএফ কর্মীর কপালেই লেগেছে। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছে পুরুলিয়া শহরের বেলগুমা পুলিশ লাইনের মধ্যে। তিনি পুরুলিয়ার বেলগুমা পুলিশ লাইনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বাংলোর সেন্ট্রিতে কর্মরত ছিলেন। মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন আত্মঘাতী এই পুলিশকর্মী বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, হঠাৎ একটা গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। তখন সেখানে অনেকেই ছুটে যান। গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন ওই পুলিশ কর্মী। সেখানে হাজির হন বহু পুলিশকর্মী। দেহটি পুরুলিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় এলাকায় তুমুল আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। যদিও পুলিশ এই বিষয়ে তদন্তে নেমেছে। কিন্তু ঘটনার নেপথ্য কারণ কিছু জানায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত এনভিএফ কর্মীর নাম সুশীল কিস্কু (৪৫)। তাঁর বাড়ি বান্দোয়ান থানার কুইলাপাল এলাকায়। ওই এনভিএফ কর্মীকে উদ্ধার করে পুরুলিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি পুরুলিয়ার বেলগুমা পুলিশ লাইনের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালের বাংলোর সেন্ট্রিতে কর্মরত ছিলেন। আজ কর্মরত অবস্থায় থ্রি নট থ্রি রাইফেল থেকে চোয়াল বরাবর গুলি ছুঁড়ে আত্মঘাতী হন সুশীল কিস্কু। তবে কী কারণে তিনি আত্মঘাতী হলেন সেটা জানা যায়নি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এই ঘটনার সময় বেলগুমা পুলিশ লাইনে উপস্থিত বাকি কর্মীরা কেউই বিষয়টি দেখেননি বলে জানিয়েছেন। আর এই নিয়ে কোনও কথা বলতে চাননি।

চাল চুরি করার অপরাধে পাকড়াও তালাবন্ধ অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ এপ্রিল ঃ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের চাল গোপনে পাচার করার সময় বস্তা ভর্তি চাল আটক করলেন গ্রামবাসীরা এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাকে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের ভিতরে তালা মেরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর বালাভুত গুয়ারভিটা এলাকার ২০৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। স্থানীয়রা দু'জনকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এ বিষয়ে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন যে বালাভুত গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বালাভুত গুয়ারভিটা ২০৭ নম্বরের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের সহায়িকা বৃহস্পতিবার সকালে সেন্টার খুলে এক বস্তা চাল টোটোতে করে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় স্থানীয়রা টোটো সমেত চালের বস্তা আটক করেন এবং সহায়িকাকে ঘরের ভিতরে আটকে রেখে তালা মেরে দেন। ঐ সহায়িকা অবশ্য দাবী করেন, ঐ চালের বস্তা রাজারকুটি সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধার হিসাবে। পরবর্তীতে তাদের চাল আবার ফিরিয়ে দেবেন ঐ সেন্টারের দিদিমণি। এ বিষয়ে নাকি অনেকদিন আগে দুই সেন্টারের দিদিমণির সাথে কথা হয়েছে বলে দাবী করেন সহায়িকা। কিন্তু আজকে কোনও কথা হয়নি বা এক সেন্টারের চাল অন্য সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার সময় কোনও লিখিত কাগজ সেখানে রাখেনি। কিন্তু স্থানীয়রা অভিযোগ করেন দিদিমণির নির্দেশ না থাকলে ঐ চাল কি ভাবে অন্য সেন্টারে যায়। অথচ দিদিমনি রিজিয়া খাতুন বলছেন অনেক দিন আগে কথা হয়েছে। আজকে কোনও কথা হয়নি। স্থানীয়রা জানান, গত প্রায় ১০-১২ দিন হলো ৩ বস্তা চাল সমেত ধরা পড়ে ভুল স্বীকার করে এবং এর আগেও দোকানে বিক্রির সময় ধরা পড়লে সতর্ক করা হয় তাকে। আজ টোটো করে চাল নিয়ে যাবার পথে স্থানীয়রা আটক করে। এর সাথে দিদিমনি রিজিয়া খাতুন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এছাড়াও ঐ দিদিমনির নামে বিস্তর অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। তাই অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এ বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং সব দিক ভেবে ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানায় পুলিশ।

ধসে চাপা পড়ে বর্ধমানে মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ এপ্রিল ঃ গাঙ্গুর ও বেহুলা নদীর সংযোগস্থল পূর্ব বর্ধমানের কালনার নারিকেলডাঙ্গায় গার্ডওয়াল খোলার সময় বৃহস্পতিবার ধসে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১জনের, আশঙ্কাজনক অবস্থায় অপরজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় বৈদ্যপুর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। মৃত দুই ব্যক্তির নাম সঞ্জয় ক্ষেত্রপাল এবং তাপস ক্ষেত্রপাল, সঞ্জয় ক্ষেত্রপাল বাড়ি কালনার বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরকুন্ডা গ্রামে, তাপস ক্ষেত্রপাল বাড়ি হুগলি পান্ডুয়া থানার পাঁচগড়া গ্রামে, ডিভিসি নদী কাটার কাজ চলছে আর সেই কাজই করছিলেন মৃত দুই ব্যক্তি। স্থানীয় বাসিন্দারা ডিভিসির ঠিকাদারি সংস্থার ওপরে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জীবন সিংহ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার দাবী, কোন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার যদি এখানে থাকতো তাহলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। সঞ্জয় ও তাপস ক্ষেত্রপাল লেবারের কাজ করেন, তাদের এই বিষয়ে অনুমান না থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিতিতে তার গাইড লাইন মেনে চললে দুটো তাজা প্রাণ অকালে হারিয়ে যেত না বলে মনে করছেন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

পানীয় জলের দাবীতে পৌরসভার মূল গেটের সামনে বসে অবস্থান বিক্ষোভ করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপির অভিযোগ, রামপুরহাট পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডে পানীয় জলের তীব্র সংকট। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলেও বেশিরভাগ ওয়ার্ডে পানীয় জল পৌঁছায় না। ফলে তীব্র জলকষ্টে ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা। পানীয় জল ছাড়াও রামপুরহাট শহরে অত্যধিক টোটো রিক্সার দাপটে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। চলাচল করতে নাজেহাল হতে হচ্ছে পথচারীদের।-নিজস্ব চিত্র।

ধান কাটতে এসে সানস্ট্রোকে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার রেল প্ল্যাটফর্মের কাছে স্টেশন বটতলায় বছর পঁয়তাল্লিশের এক মহিলার মৃত্যু হয়। জানা যায় প্রচন্ড দাবদাহের কারণে সানস্ট্রোকে মৃত্যু হয় এই মহিলার। মেনকা কোরা নামের ওই মহিলা ক্ষেত মজুর হিসেবে কাজ করতেন। বাড়ি বর্ধমানের বীরহাটার কোরা পাড়ায়। মৃতার স্বামীর নাম অসিত কোরা। এদিন ভাতারের বেলডাঙ্গাতে ধান কাটার কাজে এসেছিলেন তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মেনকা কোরা মাঠে কাজ করতে করতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাকে ভাতার হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে তিনটে স্যালাইন দেওয়া হয়। তারপর তার অবস্থার অবনতি দেখে তাকে রেফার করা হয় এবং মেনকাকে নিয়ে আসা হয় ভাতার রেল স্টেশনে বটতলায়, ওখানেই মেনকা কোরা স্বামীর কোলে মৃত্যুবরণ করেন। যদিও কোন ডাক্তার কর্তৃক ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। স্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী মেনকা কোরাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতার স্বামী অসিত কোরার অভিযোগ, ভাতার হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতি ছিল বলে তার স্ত্রী মারা যায়। একই দিনে তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক বস্ত্র বিতরণ করা হয় ঈদ উপলক্ষে। এক দিকে যেমন ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি এক অসহায় দুঃস্থ শ্রমিকের মৃত্যু হল গাফিলতিতে। যদিও ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশ্বাস দেন মৃতার পরিবারকে যথোপযুক্ত সাহায্য করা হবে।

ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ বুধবার রাত্রি ন'টা নাগাদ পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী বেহুলা রেল কলোনি এলাকায় রেলের একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে হঠাৎ করে আগুন লেগে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ওই ক্যাম্পটি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই ক্যাম্পে নৈশ প্রহরী হিসেবে এক দুঃস্থ পরিবার বসবাস করত এবং এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ওই পরিবারের বাড়ির সর্বস্ব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে আছে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও দমকল কর্মীরা, প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এই ক্যাম্পে ২০১৫ সাল থেকে পুতুল সরকার নামে এক শ্রমিক তার স্ত্রী এবং এক মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেকে নিয়ে বসবাস করতেন। গতকাল রাত্রে ঘটনার সময় তারা স্বামী স্ত্রী বাড়িতে কেউ ছিলেন না, শুধু মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেটি ছিল কিন্তু হঠাৎ করে কিভাবে আগুন লেগে যায় তা কেউ বুঝে উঠতে পারেননি। আগুনের এত তীব্রতা ছিল যে টিনের ঘরটি পুড়ে একেবারে ছারখার হয়ে যায়, বাড়ির একটা জিনিসও অক্ষত পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর দাবি এমত অবস্থায় ওই অসহায় পরিবারের পাশে প্রশাসন যেন সহযোগিতা করে। কারণ পরনে তারা যেটুকু পরেছিল সেটুকু রয়েছে। বাকি সব পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। দমকল বিভাগের ওসি বিশ্বজিৎ মন্ডল জানান, আগুন কিভাবে লেগেছে তা পরিস্কার কিছু বোঝা যায় নি।

কালিয়াগঞ্জ ও সোনালি রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪/১/এনএসজি-৫ ... তারিখ: ১৭-০৪-২০২৩

কাটিহার ডিভিশনে তিন বছরের জন্য এনএসজি-৫ ক্যাটাগরি স্টেশনের কালিয়াগঞ্জ (কেএজে) এবং সোনালি (এসআই) রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। বায়নার ধন ঃ ৫,০০০.০০ টাকা। ... www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করে পাওয়া যাবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

... www.ireps.gov.in ... (PR-72)

দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মে ১ টি লিফটের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ২৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ১৮-০৪-২০২৩। ... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস — ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

... [PR4-012] সিপিএমএম/চিলওয়া/জনকুরি

আমাদের অনুসরণ করুন : www.facebook.com/clwrailways

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

... PR2/010 ... Like us on : www.facebook.com/clwrailways

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ; ... (ASN-14/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ২৮/জন্যু-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৩-০৪-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে ... টেন্ডার মূল্য: ৮,১৬,৫৫,৮৩০.৫৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫,৯৬,৮০০/- টাকা; ... https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-Tender Notice

P.O-cum-D.W.O, B.C.W & TD, Purulia invites e-tender of 2023-24

NIT No	Tender Id	End Date
NIT-1(e)	2023_DM _516046_1	29.04.2023

Details may be seen on website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
B.C.W & TD, Purulia

Notice Inviting E-Tender No. WBPUR/PARA/UJGP/(15th FC)/NIT(e)01/2023-24 (2nd Call), WBPUR/PARA/UJGP/(15th fc)/NIT(e)02/2023-24 (3rd Call) and WBPUR/PARA/UJGP/(15th fc)/NIT(e)03/2023-24 and WBPUR/PARA/UJGP/(15th fc)/NIT(e)04/2023-24, Dated:-20/04/2023 vide Memo No 609(16)/UJGP, 610(16)/UJGP, 611(16)/UJGP and 612(16)/UJGP

Documents download/sell start date (online):-**20/04/2023 at 6 PM.** Last date of submission of Bid(Online): **28/04/2023 at 4 pm.** Bid Opening date:- **29/04/2023 at 12.00 Noon.** For details please visit office of the undersigned or visit website: **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
E-Tender No:-WB/HWH/UNPUR/NIET-2/BDO/23-24

E-Tender is invited by the BDO, Udaynarayanpur Dev. Block for the work of: Construction of Agricultural Warehouse under AIF scheme. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

NIT No-007/E/MGP/2023-24, Sl No 01

Pradhan, Mankanali Gram Panchayat invites Tenders of C.C Road Construction works in Mankanali GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Mankanali Gram Panchayat, PO-Mankanali, Dist.-Bankura.

Sd/- Pradhan
Mankanali Gram Panchayat

CORRIGENDUM

The advertisement published on 20.04.2023 of Debipur Gram Panchayat, E-Tender No. should be read as NIT(e)/DGP-07/15CFC (TIED)/2022-23 instead of E-Tender No. should be read as NIT(e)/DGP-06/15CFC(UNTIED)/2022-23. Other details will remain unchanged.

Abridged NIQs

O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ5/2023-24

Bid submission Last Dates: **24/04/2023**

For details, follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

INVITING TENDER NOTICE

Undersigned is inviting Tender notice towards **NIT No. 01/Dev/EO/Pur/2023-24 Date. 19.04.2023.** Last date of submission of tender is **up to 05:00 pm., 28.04.2023** and will be opened **on 02.05.2023 at 11:00 a.m.** For details pl. contact to the office of the under signed or visit the website **http://wbtenders.gov.in**.

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
Pursurah, Hooghly

Sealed Tender are invited from undersigned authority of **NIT No-MGP/89/TENDER/NIT-2023-24.** Last date of submission of Tender on **27/04/2023 up to 5.00 PM** at GP Office. Details are available in Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Moushuni Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia
Memo No.-139/KGP/2023-24 Dated-19.04.2023

NOTICE INVITING e-TENDER NO-03/2023-24/KGP. Bid submission end date- Bid opening Date (Technical)- **28.04.2023 – 2:15pm.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 74 & 77/EO, Singur Dated:- 19.04.2023,** for Construction of Drain & PCC road under 15th FC within Singur PS. Last date for the online Bid submission is **26 & 27/04/2023.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID:- 2023_ZPHD_515929_1 &516069_1).**

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

Dehibatpur Gram Panchayat
Dehibatpur, Alati, Pursurah, Hooghly
Notice Inviting e-Tender

e-NIT vide NIT No: 003/DGP/23-24 Sl. 01 & 02 (2 nos of Scheme); Fund : 15th F.C. Dated 20/04/2023 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank draft/NEFT/RTGS from any working day **from 20/04/2023 to 29/04/2023 (10:00 AM to 4:00 PM)**, Bid submission closing online **on 29/04/2023 at 4:00 PM.** For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Dehibatpur Gram Panchayat

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
Notice Inviting E-Tender No. 121/15 th FC/2023,
Tender ID: 2023_ZPHD_516605, Date: 19.04.2023

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the work of Const. of Gramin Hut building at Amarpur more at Santoshpur. Fund: 15th FC. Time of completion: 60 Days. Date of Start of downloading the documents **from 20.04.2023 at 6.05 PM up to 04.05.2023 at 6.00 P.M.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **04.05.2023 up to 6.30 P.M.** Date of Opening of Technical Bid(Online) on **08.05.2023 at 12.30 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat
Under Jangipara Block

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows.

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
04/GPW/WBFDC/2023-24	Year wise Maintenance of Miscellaneous on ECL Land at different locations of Sodepur area over 16 Ha, during the year 2023-24.	24.04.2023 (10.00 AM)	02.05.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Quotation No.-" WBMAD/UM/546/e-Tender/2022-23(3rd Call), Dated: 20.04.2023,

(Supply of Liquid Chlorine Conforming to IS 646 : 1986 for Uluberia Municipality Water Treatment Plant). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Office of the Dubra Gram Panchayat
Under Para Panchayat Samity
PO-Dubra, PS-Para, Dist.-Purulia (W/B) Pin-723155
NOTICE INVITING e-TENDER No. WBPUR/PARA/PRADHAN DUBRA GRAM PANCHAYAT/PBG & 15TH F.C./NIT(e)-01/2023-24

The Separate sealed tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of Total 14(Fourteen) Nos. similar works. Documents download/sell starting from **19.04.2023 at 6.00 PM up to 26.04.2023 at 4.00 PM.** Last date of submission of Bid(online) **up to 26.04.2023 at 04.00 PM.** Opening of Bid on **28.04.2023 at 12.00 PM.** For further details please contact with the Office of the Dubra Gram Panchayat & through the website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Dubra Gram Panchayat

moshiara Gram Panchayat
Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
Memo No: - 125 /MoshGP/2023 Date: - 18/04/2023
NIT No-10/MoshGP/2022-23(5th Call), NIT No-01/MoshGP/2023-24, NIT No-02/MoshGP/2023-24, NIT No-03/MoshGP/2023-24

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders of few Construction works in Moshiara GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

Sd/-Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-02/2023-24** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 04(Four) nos. works/Schemes under 15th CFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in Reference Tender ID: 2023_DM_515615_1 to 2023_DM_515615_4.** Document download/sell starting from **19.04.2023 up to 26.04.2023 4.00 PM.** Bid submission starting from **19.04.2023 up to 26.04.2023 at 4:00 pm.** And Opening on **28.04.2023 at 04:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/ ১২/ ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, www.myhmc.in

ডব্লুবি-এইচএমসি/ এনআইটি/ ইডি/ ০১/ মার্কেট / ২৩-২৪ তারিখ ঃ ১৯.০৪.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মার্কেট), এইচএমসি আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে **আইএসআই মার্কা এবিসি, স্টোরেড প্রেসার টাইপ ৪ কেজি ক্ষমতার অগ্নি নির্বাপক ফিট থাকবে প্রেসার চিহ্নিত গেজ সহকারে সঙ্গে আইএসআই মার্কা মনো-অ্যামোনিয়াম ফসফেট নির্ভর পাউডার নাইট্রোজেন গ্যাসের প্রেসার ডিসচার্জ হোস এবং ব্র্যাকেট সহকারে প্রস্তুত আইএসঃ১৫৬৮৩ অনুসারে (২য় কল)** প্রতিষ্ঠিত, বিত্তশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। বিস্তারিত আনুসঙ্গিক তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও মার্কেট বিভাগ / https://wbtenders.gov.in থেকে। **দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ২৯.০৪.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে গ্রহণ বা বাতিল করতে যে কোন আবেদন কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১৭(১)/ ২৩-২৪ ২০.০৪.২০২৩ হাওড়া পৌর নিগম

টলি-বলির টুকরো খবর

প্রবীরের সঙ্গে রোম্যান্টিক ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে গীতশ্রী, প্রেমের জল্পনা তা হলে কি সত্যি?

প্রবীরের সঙ্গে তাঁর এই 'রোম্যান্টিক ক্যান্ডেল লাইট ডিনার'-এর ছবি প্রকাশ্যে আসার পরেই জল্পনা শুরু। নিজেদের এই ছবি ইনস্টাগ্রামে প্রবীরই প্রথম পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, এই একসঙ্গে থাকার মুহূর্তগুলিই আমার প্রিয়। সেখানে অনেকেই নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। অভিনেত্রী সৃজলা গুহ লিখেছেন, একদম সঠিক ফ্রেম। সৃজলা আর গীতশ্রীর বন্ধুত্বের কথা অনেকেই জানেন। 'মন ফাগুন' সিরিয়ালটি করার সময় তাঁদের প্রথম আলাপ। সেখান থেকেই শুরু বন্ধুত্বের। প্রবীরের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসঙ্গে গীতশ্রী বলেছিলেন, আমরা ভাল বন্ধু। না, ভাল বন্ধু বললে ভুল হবে। আমদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের থেকেও খানিকটা বেশি। এখনই বিয়ের কোনও কথা নেই। ফুটবল আমি ছোট থেকেই ভালবাসি। 'ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ' দেখতাম রাতে বসে। তবে প্রবীর মানুষটা খুব ভাল। তাই এই বন্ধুত্বটা গড়ে ওঠে। বর্তমানে 'বেঙ্গালুরু এফসি' দলের হয়ে ফুটবল খেলেন প্রবীর। আগে এটিকে- তে খেলতেন। প্রায় ছ'বছর আগে তাঁর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ আনেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী তনুশ্রী দাস। তাঁর বিরুদ্ধে শারীরিক অত্যাচার করারও অভিযোগ করেন তাঁর স্ত্রী। বলেছিলেন, ''শুধু মানসিক নয়, আমার উপর শারীরিক অত্যাচারও চালিয়েছে প্রবীর। এ ছাড়া একাধিক বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েছে প্রবীর। তা সত্ত্বেও ভেবেছিলাম, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হই। ওর যেন কড়া শাস্তি হয়।'' যদিও প্রায় ছ'বছর কেটে যাওয়ার পর তনুশ্রী এখন অতীত। আপাতত গীতশ্রীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। নায়িকার সঙ্গে প্রবীরের সম্পর্কের জল কোন দিকে গড়ায়, এখন সেটাই দেখার।

মুক্তি পাচ্ছে ইরফান অভিনীত শেষ ছবি

তিনটে বছর কেটে গেল। ক্যামেরার সামনে হাসিমুখে থাকা মানুষটা আর নেই। ইরফান খান । এই নামের স্মৃতিকে সম্বল করেই প্রকাশিত হল 'দ্য সং অফ স্কর্পিয়ানস' সিনেমার ট্রেলার। ইরফানের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর ঠিক আগেই মুক্তি পাবে ছবিটি। শোনা গিয়েছে, ২০১৫ সালে এই ছবিটির শুটিং করেছিলেন ইরফান। ২০১৭ সালে সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে হয় ছবির প্রিমিয়ার। ভারতে বহু আগেই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়ে ওঠেনি। প্রবাসী ভারতীয় অনুপ সিংয়ের পরিচালনায় তৈরি হয়েছে 'দ্য সং অফ স্কর্পিয়ানস'। ছবিতে আদম নামের রাজস্থানি উট ব্যবসায়ীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ইরফান। যে নুরান নামের এক উপজাতির মহিলার প্রেমে পড়ে যায়। ছবিতে নুরানের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ইরানি অভিনেত্রী গোলশিফতে ফারহানি । শোনা যায়, ফরাসি ম্যাগাজিনের জন্য নগ্ন ফটোশুট করায় ইরানে অভিনেত্রীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে হলিউডে দিব্যি কাজ করছেন তিনি। 'এক্সট্র্যাকশন ২' সিনেমায় স্ক্রিন শেয়ার করেছেন হলিউড হার্টথ্রব ক্রিস হেমসওয়ার্থের সঙ্গে। ২৯ এপ্রিল ইরফান খানের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর ঠিক আগের দিন সিনেমা হলে মুক্তি পাবে 'দ্য সং অফ স্কর্পিয়ানস'। ইরফান, গোলশিফতে ছাড়াও এ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিলোত্তমা সোম, শশাঙ্ক অরোরা, সারা অর্জুন ও শেফালি ভূষণ। ২০২০ সালে ৫৪ বছর বয়সে বিরল ক্যানসারে প্রয়াত হন ইরফান। মৃত্যুর কিছু দিন আগেই বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল ইরফান অভিনীত ছবি 'হিন্দি মিডিয়াম'। বুধবার ইরফানের শেষ ছবির ট্রেলার সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন প্রয়াত অভিনেতার পুত্র বাবিল খান। তিনি লিখেছেন, ''ভালবাসা, পাগলামো এবং বিশ্বাসঘাতকতার এক হৃদয়বিদারক আখ্যানকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি।''

আরাধ্যকে নিয়ে ভুয়ো ভিডিয়ো! বিপদে কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেলের মালিকেরা

অমিতাভ বচ্চনের নাতনির সম্পর্কে আর একটিও বিভ্রান্তিমূলক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা যাবে না। বৃহস্পতিবার এমনই রায় দিয়েছে দিল্লির হাই কোর্ট। অভিষেক বচ্চন এবং ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের ১১ বছরের কন্যা আরাধ্যার মানসিক স্বাস্থ্য কিংবা চেহারা নিয়ে ভিডিয়ো তৈরি করার অভিযোগে একগুচ্ছ ইউটিউব চ্যানেলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আদালত। বুধবারই বচ্চন পরিবারের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। ২০ তারিখ ধার্য করা হয়েছিল শুনানির দিন। বিচারপতি সি হরিশঙ্কর বলেন, অভিযুক্ত ইউটিউব চ্যানেলগুলিকে কোনওরকম ভিডিয়ো পাবলিশ, আপলোড করা বা প্রচার করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আরাধ্যার মানসিক বা শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনও ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমের কোনও মঞ্চে থাকবে না। শুধু তা-ই নয়, চ্যানেলগুলির মালিককে খুঁজে বার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গুগলকেও। আদালতের আরও নির্দেশ, নাম জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করতে হবে এবং অবিলম্বে অভিযোগে উল্লিখিত ইউআরএলগুলি নিষ্ক্রিয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে আদালত বলেছে, এ ধরনের সমস্ত ভিডিয়ো এবং কনটেন্টের অ্যাক্সেস ব্লক করতে। বিচারপতি জানিয়েছেন, প্রত্যেক শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্মান দেওয়া কর্তব্য। তারকা-সন্তান হোক বা সাধারণ ঘরের শিশু, তার মানসিক স্বাস্থ্য কিংবা শরীর নিয়ে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো আইনের চোখে অপরাধ বলেই গণ্য হবে। কৈশোরেও এখনও পা রাখেনি আরাধ্যা। তার আগেই আদালতে পা রাখল সে। অভিযোগ ছিল, এক ইউটিউব চ্যানেলে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভুয়ো খবর প্রচার করা হয়েছে। সেই চ্যানেলের বিরুদ্ধেই নালিশ ঠুকেছে আরাধ্যা। মেয়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন বাবা অভিষেক বচ্চন। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লি হাই কোর্টে উঠেছিল সেই মামলা। ভবিষ্যতে আরাধ্যা যে পেশাই বেছে নিক না কেন, ক্যামেরার সামনে এখন থেকেই বেশ স্বাচ্ছন্দ্য সে। তবে, নিজের বিষয়ে ভুয়ো খবর শুনতে নারাজ অভিষেক-ঐশ্বর্যার কন্যা। তাই নাবালিকা হলেও নিজের জীবন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে ভুয়ো খবর ছড়ানোয় রাশ টানতে আদালতের দ্বারস্থ আরাধ্যা বচ্চন। এর আগে একাধিক বার সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন কারণে ট্রোলিংয়ের শিকার হয়েছে আরাধ্যা। বাবা হিসাবে বার বার এ রকম ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন অভিষেক বচ্চন। তবে, এই প্রথম নিজে কোনও পদক্ষেপ করল আরাধ্যা।

অভিনেতা সাহিল খানের বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর

বিপাকে পড়লেন বলিউড অভিনেতা সাহিল খান। এক মহিলাকে হেনস্তা করা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে সাহিল খানের বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর। মুম্বইয়ের ওশিয়ারা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০, ৫০১, ৫০৪, ৫০৬, ৫০৯ ধারায় দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ। হেনস্থা ও হুমকির অভিযোগের সঙ্গে জোরজুলুম করে টাকা আদায়েরও অভিযোগ রয়েছে অভিনেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগকারিণীর দাবি, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অভিনেতা ও তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল তাঁর । তার পর থেকেই নাকি তাঁকে ক্রমাগত হেনস্থা ও হুমকির সম্মুখীন হতে হয়েছে সাহিলের হাতে। এমনকী, স্যোশ্যাল মিডিয়াতেও মহিলার নামে মানহানিকর পোস্ট করতেন সাহিল বলে অভিযোগ। তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও সাহিলের নামে এক জিম ট্রেনারকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বলিউডের পর্দা থেকে একেবারেই গায়েব সাহিল। মিস্টার ইন্ডিয়া খেতাব জেতার পর 'স্টাইল' ও 'এক্সকিউজ মি' ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে।

ঈদ উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত ট্রেন চালাবে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে

কলকাতা, ২০ এপ্রিল ঃ আসন্ন ঈদ উপলক্ষ্যে ভিড় সামাল দিতে অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল রেল। শিয়ালদা ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে শনিবার ও রবিবার অতিরিক্ত ট্রেন চলবে বলে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ঈদের দিন অনেকেই বাড়ি ফেরেন, কেউ যান ঘুরতে। তাই ট্রেনে অস্বাভাবিক ভিড় হতে পারে। আর সেই কারণে সমস্ত যাত্রীর স্বার্থে শনিবার ও রবিবার ঈদ স্পেশাল মেমু ট্রেন চালানো হবে। শিয়ালদা ও কৃষ্ণনগরের মধ্যে এই স্পেশাল ট্রেন চলবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি শিয়ালদা-লালগোলা-কৃষ্ণনগর প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত সেকেন্ড ক্লাস কোচ যুক্ত হবে বলে জানানো হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে, শিয়ালদা - কৃষ্ণপুর মেমু স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে শুক্রবার রাত ৯ টা ৩৮ মিনিটে। কৃষ্ণপুরে পৌঁছবে রাত ২ টো ৩৫ মিনিটে। পরের দিন শনিবার সকাল কৃষ্ণপুর থেকে ট্রেনটি ১০ টা ১০ মিনিটে ছাড়বে। ট্রেনটি শিয়ালদা পৌঁছবে দুপুর ৩ টে ২০ মিনিটে। দমদম, ব্যারাকপুর, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া, মুরাগাছা, বেথুয়াডহরি, দেবগ্রাম, রাজিনগর, বেলডাঙা, সারগাছি, বহরমপুর কোর্ট, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়াবে বলে পূর্ব রেল জানিয়েছে।

গুয়াহাটি ও রাঁচি বিশেষ ট্রেন পরিষেবা

মালিগাঁও, ২০ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২২ এপ্রিল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত

আরও ২৩টি ট্রিপের জন্য গুয়াহাটি - রাঁচি - গুয়াহাটি সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেনটি বিদ্যমান সময়সূচী, স্টপেজ ও গঠনের সাথে চলাচল করবে। এই বর্ধিত পরিষেবা এই রুটে দূরপাল্লার যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করবে। ট্রেন নং. ০৫৬৭১ (গুয়াহাটি-রাঁচি) স্পেশাল ২২ এপ্রিল থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবারে ১১.৪০ ঘন্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪.২৫ ঘন্টায় রাঁচি পৌঁছাবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৭২ (রাঁচি-গুয়াহাটি) স্পেশাল ২৩ এপ্রিল থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার ২০.৩০ ঘণ্টায় রাঁচি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ২৩.৪৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে। উভয় দিকে যাত্রার সময় এই স্পেশাল ট্রেন নিউ বঙাইগাঁও, আলিপুরদুয়ার জং., শিলিগুড়ি জং., মালদা টাউন, রামপুরহাট, আসানসোল ও বোকারো স্টীল সিটি হয়ে চলাচল করবে। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

গান্ধী পরিবারের সমস্ত অহংকার চুরমার হয়ে গেছে ঃ সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ ' মোদী' পদবি মামলায় সুরাটের আদালতে ধাক্কা খেয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার আদালত রাহুলের দুই বছরের সাজার বিরুদ্ধে করা আবেদন খারিজ করে দেয়। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, গান্ধী পরিবারের সমস্ত অহংকার চুরমার হয়ে গেছে। রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে সম্বিত পাত্র বলেন, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে গালাগালি করে গান্ধী পরিবার ভেবেছিল তারা এ থেকে পালিয়ে যাবে, যা হতে পারে না। আদালতের সিদ্ধান্ত গান্ধী পরিবারের মুখে চপেটাঘাত। আজ সুরাটের আদালত প্রমাণ করেছে আইন সবার জন্য সমান। তিনি বলেন, রাহুল গর্বিত যে তিনি গান্ধী পরিবারের সন্তান, তবে সুরাট আদালতও প্রমাণ করেছে যে আদালত সবার জন্য সমান। তিনি আরও বলেন, রাহুলের এখনও সুযোগ রয়েছে, তার উচিত ওবিসি সম্প্রদায়ের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাওয়া। কেন তিনি আদালতে ক্ষমা চাইতে লজ্জা পাচ্ছেন। তিনি কেন বলেন যে তাঁর অভিধানে দুঃখিত শব্দ নেই। ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

কাশী বিশ্বনাথের ধাঁচে কামাখ্যা করিডর, সাধুবাদ জানালেন মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের ধাঁচে গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরের সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা করেছে অসম

সরকার। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হিমন্ত মঙ্গলবার অসম সরকারের কামাখ্যা করিডর প্রকল্পের কথা জানিয়ে টুইট করেছিলেন। ভবিষ্যতে কামাখ্যা পাহাড়ের মন্দির এবং সংলগ্ন এলাকা কেমন রূপ নিতে পারে তার অ্যানিমেশন ভিডিয়ো পোস্ট করেন তিনি। হিমন্তের সেই টুইটটি বৃহস্পতিবার মোদী রিটুইট করেছেন। লিখেছেন, ''আমি নিশ্চিত, মা কামাখ্যা করিডর একটি যুগান্তকারী প্রকল্প হবে। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কাশী বিশ্বনাথ ধাম এবং শ্রী মহাকাল মহালোক (কামাখ্যা) যুগান্তকারী। সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এর ফলে পর্যটন আকর্ষণ বাড়বে এবং স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে।'' প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বারাণসীতে কাশী বিশ্বনাথ করিডরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছিলেন মোদী। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির থেকে গঙ্গার পার পর্যন্ত ৫ লক্ষ বর্গফুট এলাকাকে সাজিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে করিডর। ২০১৯ সালে তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন মোদী। তার পর প্রায় ৩৩৯ কোটি টাকা খরচে তৈরি হয় এই করিডর। কামাখ্যার ক্ষেত্রে কত খরচ হবে, তা নিয়ে অবশ্য কিছু জানাননি হিমন্ত।

মুম্বইয়ে গৌতম আদানির সঙ্গে বৈঠক করলেন শরদ পাওয়ার

মুম্বই, ২০ এপ্রিল ঃ শিল্পপতি গৌতম আদানির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সুসম্পর্ক' নিয়ে সরব বিরোধীরা, এই আবহেই গৌতমের সঙ্গে বৈঠক সারলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবারই পাওয়ারের বাড়িতে যান গৌতম। সেখানেই দু'জনের বৈঠক হয়। আমেরিকার শর্ট সেলার সংস্থা হিন্ডেনবার্গের বিস্ফোরক রিপোর্টের পর থেকেই ধস নেমেছে আদানিদের সাম্রাজ্যে। অভিযোগ উঠছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় আদানি তাঁর সংস্থার দর শেয়ার বাজারে বৃদ্ধি করে দেখাতেন এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করতেন। রাতারাতি আদানি গোষ্ঠীর ফুলেফেঁপে ওঠার পিছনে এটাই অন্যতম কারণ। এই প্রেক্ষিতে আদানি গোষ্ঠীর কার্যকলাপের উপর তদন্ত করতে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গড়ার দাবি তুলেছে কংগ্রেস-সহ

বিরোধীরা। বিজেপি বিরোধী প্রায় সবক'টি দল জেপিসির দাবিতে সরব হলেও তুলনায় নরম পথের পথিক মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ আঘাড়ীতে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী এনসিপি। সেই দলের প্রধান শরদ পাওয়ারের দাবি, জেপিসি নয়, হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টের সত্যতা এবং আদানি গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে। তা নিয়েই বিরোধী ঐক্যে চিড় ধরার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ঘটনাচক্রে, পাওয়ারের সঙ্গে আদানিদের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। তাই কি বিরোধী জোটে থেকেও পাওয়ার জেপিসির বিরোধিতা করছেন, এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরই মধ্যে দিল্লি গিয়ে বিরোধী জোটের সলতে পাকানো শুরু করেন পাওয়ার। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের বাসভবনে রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে তিন জনের বৈঠক হয়। তাতে বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিকে এক ছাতার তলায় আনার কথা হয়। বৃহস্পতিবার সেই পাওয়ারেরই মুম্বইয়ের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন গৌতম। দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠকও হয় বলে জানা গিয়েছে। এগিয়ে আসছে লোকসভা ভোট। সারা দেশে বিজেপি বিরোধী জোট গড়তে প্রয়াস নিচ্ছেন বিভিন্ন নেতা-নেত্রী। এই তালিকায় একেবারে শুরুর দিকে নাম বহু যুদ্ধের পোড়খাওয়া সৈনিক পাওয়ারের। সেই পওয়ারই একান্তে বৈঠক সারছেন আদানির সঙ্গে। এতে কি বিরোধী ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? এই প্রশ্ন উঠছে। যদিও বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা অজানাই রয়ে গিয়েছে। ফলে জল্পনা তৈরি হওয়া ঠেকানো যাচ্ছে না।

জনজাতিদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বিজেপি ঃ সিপিএম

আগরতলা, ২০ এপ্রিল ঃ নির্বাচনে জেতার জন্য জনজাতিদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে বিজেপি। তাঁদের আর্থ-সামাজিক এবং অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে শাসক দল ছিনিমিনি খেলছে। এদিন বৃহস্পতিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন সিপিএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর কথায়, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের রাজনৈতিক দর্শন, মতাদর্শ ভারতবর্ষের জনজাতি বা গরিবদের পক্ষে নয়। এই সরকার দেশের জনজাতিদের বিকাশ কোনওদিন চায়নি এবং আর কখনও চাইবেও না। তাঁর কটাক্ষ, নির্বাচনের এক বছর আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরায় এসে বলেছিলেন, জনজাতিদের জন্য দিল্লি থেকে ১,৩০০ কোটি টাকা পাঠাবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই অর্থের খোঁজ নেই। তিনি বলেন, এডিসিতে তিপ্রা মথা ক্ষমতায় বসার পর দুবার বাজেট পেশ হয়েছে। গত বছর বাজেটে জনজাতিদের জন্য ৬,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তাতেই প্রমাণিত, জনজাতি অংশের মানুষদের নিয়ে বিজেপি সরকার ছিনিমিনি খেলছে, তোপ দাগেন তিনি। সাথে সুর আরও চড়িয়ে বলেন, এখন বিজেপি সরকার নতুন করে তিপ্রা মথার দাবি পূরণে মধ্যস্থকারী নিয়োগ নিয়ে খেলা শুরু করেছে। এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সবকিছু জেনেও ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বৈতরণী পার করতে তিপ্রা মথা সহায়তা করেছে। তাঁর দাবি, তিপ্রা মথার উর্ধতন নেতৃত্ব মধ্যস্থতাকারী নিয়ে কয়েক লক্ষ জনজাতি অংশের মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে খেলা করছেন। এদিন তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরায় নির্বাচনে জেতার জন্য জনজাতিদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে বিজেপি। তাঁদের আর্থ-সামাজিক এবং অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে শাসক দল ছিনিমিনি খেলছে।

সর্বদা ভারতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া সম্মিলিত ''ধর্ম'' ঃ উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে ষষ্ঠদশতম সিভিল সার্ভিস দিবস উদ্যাপনের সূচনা করেছেন। উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় এদিন বলেছেন, সিভিল সার্ভিসেস ডে হল নাগরিকদের জন্য নিজেদের উসর্গ করার এবং প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করার একটি উপলক্ষ। তিনি বলেছেন, ১৯৪৭ সালের এই দিনে, ভারতের লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সিভিল সার্ভেন্টদের ''ভারতের ইস্পাত ফ্রেম'' হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। উপ-রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন, সর্বদা ভারতের স্বার্থকে সর্বোচ্চ রাখা আমাদের সম্মিলিত ''ধর্ম''। সিভিল সার্ভিসের গুরুত্ব তুলে ধরে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, কঠিনতম পরীক্ষায় সফল হওয়ার পরেও, সিভিল সার্ভেন্টদের আর্থিক সুবিধা উপলব্ধ বিকল্পগুলির সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু সিভিল সার্ভিসে বিশেষ কিছু আছে, যা একজন সিভিল সার্ভেন্টকে জনগণের সেবা ও উন্নতি করার অনন্য সুযোগ প্রদান করে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অমৃতপালের স্ত্রী আটক অমৃতসরে, লন্ডনগামী বিমানে ওঠার মুখে জিজ্ঞাসাবাদ

অমৃতসর, ২০ এপ্রিল ঃ খলিস্তানপন্থী নেতা 'ফেরার' অমৃতপাল সিংয়ের স্ত্রী কিরণদীপ কৌরকে আটক করল পাঞ্জাব পুলিশ। অমৃতসর বিমানবন্দর থেকে লন্ডন যাওয়ার পথে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পাঞ্জাব পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, অমৃতপালের স্ত্রী কিরণদীপ কৌরকে লন্ডনগামী বিমানের অভিবাসন দফতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বসিয়ে রেখেছে। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাবের অমৃতসরের শ্রী গুরু রাম দাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিবাসন দফতর সূত্রের খবর, কিরণদীপ কাউর এদিন দুপুরের বিমানে চেপে লণ্ডনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন বিমানবন্দরে। কিন্তু তাঁর সেই যাত্রা ভেস্তে দিল অভিবাসন দফতর। তাঁকে আতক করার পর দফায় দফায় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কেন তিনি লন্ডন যাচ্ছিলেন, সেই বিষয়ে জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে পাঞ্জাব পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কিরণদীপ ব্রিটেনের নাগরিক এবং তাঁর কাছে সেদেশের পাসপোর্টও রয়েছে।

ত্রাণবিলি অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত কমপক্ষে ৮৫, আহত ৩০০-রও বেশি

ইয়েমেন, ২০ এপ্রিল ঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনে ত্রাণবিলি অনুষ্ঠানে ঘটল ভয়ানক বিপর্যয়। ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৮৫ জন স্থানীয় মানুষের। আহত হলেন কয়েকশো। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রমজান মাস শেষে ঈদ-উল-ফিতরের আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যে টাকা বিলি করা হচ্ছিল। তা সংগ্রহ করতে গিয়েই এই হুড়োহুড়ি এবং ধাক্কাধাক্কি। গত কয়েক দশকের মধ্যে এটিই সব থেকে ভয়ংকর পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ইয়েমেন বিশ্বের অন্যতম গরিব দেশ। ইয়েমেনের বাব আল-ইয়েমেন জেলার সানা শহরে ব্যবসায়ীরা গরিব মানুষদের জন্য ঈদ উপলক্ষ্যে অর্থ বিলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানেই কয়েকশো মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হতেই জমায়েতে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। মাটিতে পড়ে যান অনেকে। কিন্তু ভিড়ের চাপে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। ফলত, পদপিষ্ট হন। যাঁরা আহত হয়েছেন, তাদের আর্ত চিৎকার শোনা গিয়েছিল। সেনাবাহিনী এবং ত্রাণবিলি অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকরাই ভিড়ের মধ্যে থেকে সাধারণ মানুষদের উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৩২২ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের মধ্যে বহু মহিলা ও শিশুও রয়েছে। ইয়েমেনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার বিভিন্ন ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সামনে আসতে শুরু করেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, মৃতদেহের স্তূপ। ভয়াবহ ভাবে একটি দেহের উপর আরেকটি দেহ পড়ে! আহত ও নিহতদের নিকটবর্তী বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেসব ব্যবসায়ীরা টাকা বিলি অনুষ্ঠানের আয়োজনে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের পুলিসি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ভারত সফরে আসছেন বিলাওয়াল ভুট্টো

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ সাংহাই কো -অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে আসছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল আসছেন । মে মাসে এসসিও সম্মেলনে যোগ দেবেন পাক বিদেশমন্ত্রী, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানানো হয়েছে সেদেশের বিদেশ দফতরের মুখপাত্রের তরফে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরাহ বালোচ বলেন, এসসিও বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকবেন বিদেশ মন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। ভারতের মাটিতে গোয়ায় আগামী ৪ ও ৫ মে এসসিও সম্মেলনে যোগ দেবে এই প্রতিনিধি দল। এসসিও সনদ ও কার্যপ্রক্রিয়াকে সম্মান করে পাকিস্তান। সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদেশনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় দেশ। এই দুই কারণের কথা মাথায় রেখেই এসসিও সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে পাকিস্তান। ২০১২ সালে শেষবার ভারতে এসেছিলেন তকালীন পাক বিদেশমন্ত্রী হিনা রব্বানি খার। ২০১৫ সালে পাক সফরে গিয়েছিলেন ভারতের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। বর্তমান বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরও সেই সফরে গিয়েছিলেন। তারপর দুই দেশের সম্পর্কে একাধিক বড়সড় পরিবর্তন হয়েছে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ নয়, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপরেই পাক বিদেশমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানায় ভারত। প্রসঙ্গত, বর্তমানে এসসিও সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে ভারত। তাই সদস্য দেশ হিসাবে পাকিস্তানকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাকিস্তানের পাশাপাশি আমন্ত্রণ রয়েছে চিনের বিদেশমন্ত্রীরও।

রাহুল গান্ধীর এখনও দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার সময় রয়েছে ঃ অনুরাগ ঠাকুর

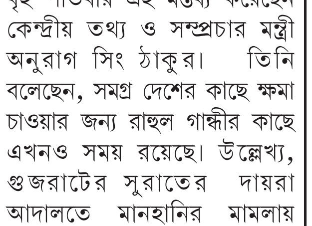

নয়াদিল্লি, ২০ এপ্রিল ঃ রাহুল গান্ধীর এখনও দেশের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়ার সময় আছে, বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, সমগ্র দেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য রাহুল গান্ধীর কাছে এখনও সময় রয়েছে। উল্লেখ্য, গুজরাটের সুরাতের দায়রা আদালতে মানহানির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন করেছিলেন রাহুল গান্ধী, কিন্তু কংগ্রেস নেতার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আদালত। অনুরাগ সিং ঠাকুর এদিন আরও বলেছেন, ২০২৪- এর ফলাফল ২০১৪ এবং ২০১৯- এর মত হবে এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের আসন বাড়াতে চলেছি, বিজেপি জয়ী হবে এবং কর্ণাটকে আবার সরকার গঠন করব আমরা।

ছুটি ঘোষণা

ভুবনেশ্বর, ২০ এপ্রিল ঃ রাজ্যে তীব্র তাপপ্রবাহ পরিস্থিতির কারণে আগামীকাল শুক্রবার থেকে ওড়িশার সমস্ত স্কুলের জন্য গ্রীষ্মকালীন ছুটি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। এই বছরের শিক্ষাগত ক্যালেন্ডার অনুসারে গ্রীষ্মের ছুটি ৪ মে থেকে ১৭ জুন শুরু হওয়ার কথা ছিল।

Separate sealed tenders for NIT No.-01 of SDO of SLRSD-I of 2023-24 are hereby invited by the undersigned for two nos. work at SUDA building and Falguni Abasan, Salt Lake. Last date of application- 26.04.2023 (12.00 noon). For details, contact to the office of the undersigned or log in website www.wburbanservices.gov.in (The Web Portal of the Urban Development Department).

Sd/- Sub-Divisional Officer Salt Lake Reclamation Sub-Division-I

Name Change

I, RITA NATHVANI (old name) W/o KIRTI KUMAR NATHVANI resident 12A, Raja Basant Roy Road, 1 st Floor, PO- Kalighat, PS-Tollygunge, Kolkata-700026 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RITA K NATHVANI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/04/2023. RITA NATHVANI and RITA K NATHVANI all are same and one identical person.

Name Change

I, SHASWOTI GHOSH alias SHASWATI PAUL (old name) D/o MURARI MOHAN PAUL resident of 12, MALANGA LANE, PO-BOWBAZAR, KOLKATA-700012 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHASWOTI GHOSH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/04/2023. SHASWOTI GHOSH alias SHASWATI PAUL and SHASWOTI GHOSH all are same and one identical person.

Name Change

I, BASANTH SHAW alias BASANT KUMAR SAH (old name) S/o SIYARAM SHAW resident of 250, Bose Pukur, Prantik Pally, Kasba, Kolkata- 700042 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BASANT KUMAR SHAW, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/04/2023. BASANTH SHAW alias BASANT KUMAR SAH and BASANT KUMAR SHAW all are same and one identical person.

মিলছে না টাকা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ ১০০ দিনের কাজের টাকা না পেয়ে বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা মেরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। মালদার গাজলের বিজেপি পরিচালিত গাজল এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ ১০০দিনের কর্মীদের। রাস্তা অবরোধ করে চলে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এক বছর আগে ১০০ দিনের প্রকল্পে মাটি কাটার কাজ করেছিলেন তারা। কিন্তু সেই টাকা আজও পাননি। বারবার পঞ্চায়েতে ঘুরে কোন লাভ হয়নি। তাই পঞ্চায়েত অফিসে তালা মেরে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। গাজল এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিন্দু পুঝোর মালের দাবি, প্রায় এক কোটি টাকার ১০০ দিনের প্রকল্পে মাটি কাটার কাজ করিয়েছিলেন তারা। সেই টাকা এখনও দিতে পারেননি। সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করে ব্লক অফিসে পাঠানো হয়েছে। ব্লক থেকে টাকা রিলিজ করা হলে সবাই টাকা পাবে বলে তিনি দাবি করেন। এই ঘটনায় বিজেপি নেতাদের কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, সাধারণ মানুষ যাতে টাকা না পান সেই কারণে বিজেপি নেতারা দিল্লিতে দরবার করছেন। আর রাজ্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। তাদের জন্যই সাধারণ মানুষ নিজের পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চিকিৎসকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি ওভারব্রিজের ওপর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক চিকিৎসকের। আহত হয়েছেন আরও দু'জন। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন শালবাড়ি ওভারব্রিজের ওপর ছোট গাড়ি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনায় মৃত্যু হয় এক যাত্রীর। মৃত ব্যক্তির নাম শুভনীল গুহ(৪৫), পেশায় তিনি একজন চিকিৎসক। দুর্ঘটনার মূহুর্তে চালকের পাশের সিটে বসেছিলেন তিনি। দুর্ঘটনার সময় তার দিকের গাড়ির ওপর ট্রাক ধাক্কা মারায় গাড়ি খোলার কারণে গুরুতরভাবে জখম হন। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। এদিন তিনি গাড়িতে ক্লান্তি থেকে আলিপুরদুয়ার যাওয়ার সময় শালবাড়ি ওভারব্রিজে দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশের ট্রাফিক গার্ড জানিয়েছে, মৃত শুভনীল গুহ চিকিৎসক ছিলেন। তার বাড়ি জলপাইগুড়ি হলেও আলিপুরদুয়ারে কলেজ পাড়ায় থাকতেন। ধূপগুড়ির বিএমওএইচ ডাঃ অঙ্কুর চক্রবর্তী জানায়, দুর্ঘটনায় আরও দু'জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটিকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশের জলদান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ তীব্র দাবদাহে পথচারী এবং দূরপাল্লার গাড়ির চালকদের কষ্ট লাঘব করতে ওআরএস মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানীয় জল বিলি করলেন জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা এবং ট্রাফিক পুলিশের কর্তারা। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের হাতিমোড়ে পুলিশের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। ছিলেন রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার, ট্রাফিক ওসি অতুল দাস সহ পুলিশ কর্মীরা। আইসি জানান, অসহ্য গরমে টানা গাড়ি চালাতে গিয়ে চালকেরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। তাই শরীর ঠিক রাখতে ওআরএস মিশ্রিত জল খাওয়া দরকার। এদিন দুপুরে ঠাণ্ডা পানীয় তুলে দেওয়া হলো পাশাপাশি সাবধানে গাড়ি চালাতে বলা হয়।

উচ্ছেদে বলপ্রয়োগের হুমকি বিশ্বভারতীর

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২০ এপ্রিল ঃ অমর্ত্য সেনের বাড়ি 'প্রতীচী'কে পৈতৃক বসতবাটি মানলেও, সেটি জায়গাতে অবস্থান করছে সেটি পৈতৃক বলতে নারাজ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, এই সম্পত্তি ইজারাদার তার ওয়ারিশকে জমির মূল মালিকের অনুমতি ক্রমে হস্তান্তর না করে গেলে, তিন মাসের নোটিশে তা দখলমুক্ত করা যায় বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি। অমর্ত্য সেনকে বেআইনি দখলদার হিসেবে উল্লেখ করেই থামে নি বিশ্বভারতী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষের উচ্ছেদ আদেশে বলা হয়েছে যে এই বেআইনি দখলদারিকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দিলে একদিন রাস্তা ড্রেন সব দখলদাররা দখল নিয়ে নেবে। এদিনের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার এবং এস্টেট অফিসার বলেন যে এই নোটিশের পনেরো দিন বা ছয় মে'র মধ্যে যেটি পরে আসবে, এই জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। যদি দখলদার স্বেচ্ছায় না ছাড়ে তাহলে বলপ্রয়োগের জন্য দখলদার দায়ী থাকবে। নোবেলজয়ীর বসতবাটি যাতে কোনো বিঘ্নিত না হয় সেটা ভেবে ওই সম্পত্তির উত্তর পশ্চিম কোন থেকে তেরো ডেসিমেল জায়গা উদ্ধারের কথা ভেবেছে কর্তৃপক্ষ, এমনটাই উল্লেখ রয়েছে ১৯ এপ্রিল তারিখের এই আদেশে। এর আগেই ১৭ তারিখ নোটিশ জারি করে অমর্ত্য সেনের বাড়িতে নোটিশ সাঁটিয়ে ১৯ তারিখে নোবেলজয়ীর প্রতিনিধি থাকার কথা বলা হয়। কারণ নোবেলজয়ী বর্তমানে বিদেশে। ১৮ এপ্রিল ইমেইল মারফৎ চিঠি দিয়ে জুন মাসে আসার কথা জানান নোবেলজয়ী। এদিনের অর্ডারে বলা হয় যে উচ্ছেদ আইনের চার উপধারায় পরিস্কার বলা আছে যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পর উত্তর দেওয়ার সময় সাত দিনের বেশি দেওয়া যায় না। তথাপি অমর্ত্য সেনকে চলতি বছরের ২৪ মার্চ, ৩০ মার্চ এবং ১০ এপ্রিল সময় দেওয়া হয় লিখিত জবাব দেওয়ার জন্য। শুনানির জন্য ২৯ মার্চ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। বিশ্বভারতীর দাবি, ২৪ জানুয়ারি থেকে যথারীতি প্রশাসনিক ভাবে বিশ্বভারতীর তরফে ১৩ ডেসিমেল জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলা হয়। অমর্ত্য সেন আইনজীবী বা নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর এবং বোলপুর মহকুমা আদালতে তাঁর বক্তব্য জমা দিতে পারলেও, একবারও বিশ্বভারতীকে জবাব দিতে পারে নি। জবাব জমা দেওয়ার জন্য ১৮ এপ্রিল অন্তিম সময় দিলেও, তা ভ্রুক্ষেপ করা হয় নি অমর্ত্য সেনের তরফে, এমন অভিযোগ বিশ্বভারতীর। ১৮ তারিখ অমর্ত্য সেন ইমেইল মারফৎ যে চিঠি পাঠিয়েছেন, তা বিশ্বভারতীর তরফে পাঠানো শোকজ বা অর্ডারের কোনো উত্তর দেয় নি। তার বদলে বার বার চিঠি পাঠানোয় ক্ষমা চাইতে বলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে, এই উচ্ছেদের আদেশে তার উল্লেখ রয়েছে। অমর্ত্য সেন চিঠিতে বলেছেন, তাঁর পৈতৃক বাড়ি হলো প্রতীচী। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই কথা স্মরণ করান যে ঐ পৈতৃক বাড়ি বিশ্বভারতীর জায়গাতে। অমর্ত্য সেনের বাবা আশুতোষ সেন একজন ইজারা প্রাপক মাত্র। সমস্ত সরকারি নথিতে বিশ্বভারতী তার মালিক। এই অর্ডারে উল্লেখ করা হয় যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে আবেদন করেন ২০০৫ সালের ১০ অক্টোবর ১.২৫ ডেসিমেল জায়গার মিউটেশনের জন্য। ২০১৬ সালেও বসতবাটির কিছু অংশ বাড়ানোর

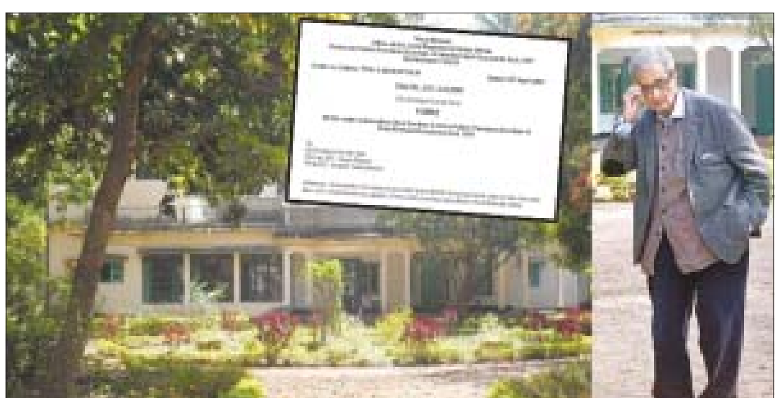

জন্য আবেদন করেন বিশ্বভারতীর কাছে। যা করা উচিৎ চুক্তি মেনে। বিশ্বভারতীর দাবি, অমর্ত্য সেন তাঁর ১৮ তারিখের চিঠিতে সম্পত্তির হোল্ডার বা ধারক বলতে মালিক বা অধিকারী কিম্বা দখলদার কিছু স্পষ্ট করে বলেন নি। ১৯৪৩ সালের ডিডের চুক্তির এগারো ক্লজের বি উপধারা অনুযায়ী জমির মূল মালিক ইজারাদারের সম্পত্তিতে ঢুকতে বাধা দিতে পারবে না ইজারাদার এবং চুক্তি ভঙ্গ হলে সেই সম্পত্তি ফেরত নিতে পারবে মালিক। সেই ক্লজের ভি ও সি ধারা অনুযায়ী ইজারাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মারা যাওয়ার আগে সেই সম্পত্তি প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ক্রমে উত্তরাধিকারীকে হস্তান্তর না করে গেলে সেই উত্তরাধিকারী এক বা বহুব্যক্তি হতে পারেন কিন্তু তাঁরা বিশ্বভারতীর লাইফ মেম্বার হতে পারে না। সেক্ষেত্রে তিন মাসের নোটিশে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বিশ্বভারতী উচ্ছেদ করতে পারে। এই অধিকার শুধু জন্মসূত্রে পাওয়া যায় না। বিশ্বভারতী বলে যে, মানব সম্পদ উন্নয়ন দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর এক চিঠির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক সমস্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ২০১৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এক চিঠি দেয়। সেই সময় বিশ্বভারতীর পাঠানো রিপোর্টে ১৩ ডেসিমেল জায়গা বেআইনিভাবে দখলের উল্লেখ ছিল। তার ভিত্তিতে এই উচ্ছেদ চলছে। এটা ব্যতিক্রম নয়। এছাড়াও ক্যাগ রিপোর্টেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরক্ষার কথা ভেবে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কথা বলা আছে, বলে যুক্তি দেখিয়েছে বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর দাবি, ইতিমধ্যে অনেক ইজারাদার তাদের লিজ জমি বিশ্বভারতীকে স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে শরিক হয়েছে। তার উদাহরণ হলো এ কে দাশগুপ্ত সেন্টার ও বিনোদ বিহারী মুখার্জী আর্কাইভ এবং রিসার্চ সেন্টার।

এবার দলের বিরুদ্ধে বেসুরো কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ জীবনে যিনি রাজনীতি করলেন না, পার্টির মিটিং মিছিলে গেলেন না, পোস্টার সাঁটলেট না, তাকেই তৃণমূলের জেলা কমিটির পদস্থ পদে বসানো হলো। এটা মেনে নেওয়া যায় না। বৃহস্পতিবার মালদায় সাংবাদিকদের সামনে খোলামেলা ভাবেই দলের জেলা কমিটি নিয়ে বেসুরো মন্তব্য করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান চৌধুরী। রাজ্য তৃণমূলে সাধারন সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর বক্তব্য, যারা বিগত দিনে দলের মিছিলে হাঁটেন নি। স্লোগান দেন নি। পাড়ায় পাঁচটি ছেলে নেই। বুথ নির্বাচনে হেরে যায়। তারা দলের দায়িত্বে। কলকাতার নেতারা পর্যালোচনা না করেই জেলা কমিটি তৈরী করেছেন। ফলে দলের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি জেলা কমিটি গঠন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনোরিটি সেলের সহ-সভাপতি মহম্মদ আনোয়ারুল হক। তাঁর অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। ইতিমধ্যে তৃণমূলের একাংশ নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও চেয়ারম্যানের নামে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন মেইল করে। দলের একাংশ নেতাদের অভিযোগ, সদ্য প্রকাশিত তৃণমূলের জেলা কমিটির গঠন করা হয়েছে এবং সেখানে যাদেরকে নেওয়া হয়েছে সেটা টাকার বিনিময়ে জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যান নিয়েছেন। যারা পুরনো তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তাদেরকে জেলা কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় নি।। পাশাপাশি দলে সংখ্যালঘুদেরও জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। সংখ্যালঘুদের ফুটবলের মত ব্যবহার করা হচ্ছে। মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনোরিটি সেলের সহ-সভাপতি আনারুল হক জানিয়েছেন,

মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটি কিছুদিন আগেই ঘোষণা হয়েছে। এই নতুন কমিটিতে টাকার বিনিময়ে অনেককেই জায়গা পেয়েছে। উল্লেখ্য, একজন কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের ভোটার, তিনি নাকি কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের ঠিকানা দিয়ে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি পদ পেয়েছেন। আমাদের অভিযোগ মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী ও চেয়ারম্যান সমর মুখার্জী এরা টাকার বিনিময়ে জেলা তৃণমূল কমিটিতে অনেকের নাম নিয়েছেন। পুরনো তৃণমূল কর্মীদেরকে দলে জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। এইভাবে চলতে থাকলে আগামীতে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় ক্ষতি হবে। সংখ্যালঘুদের জেলা কমিটিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তৃণমূলের কালিয়াচক ২ ব্লকের সাধারণ সম্পাদক তথা জয় হিন্দ বাহিনীর সম্পাদক মহাতাব আলী জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের এক শ্রেনীর দালাল, চোর, যারা আজকে সংখ্যালঘুদের ফুটবলের মত ব্যবহার করছে। এটা কিন্তু আমরা মেনে নিতে পারছি না। সংখ্যালঘুরা মুখ ফিরিয়ে নিলে সরকার কিন্তু চলে যেতে পারে। নতুন জেলা কমিটি নিয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে একথা মানছেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। কৃষ্ণেন্দুবাবু বলেন, নতুন জেলা কমিটিতে যাদের নাম রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেরই রাজনৈতিক পরিচয় নেই। তাদেরকে কোনদিনও তৃণমূলের কোনো মিছিল, মিটিংয়ে, এমনকি নির্বাচনেও এলাকায় ভোট প্রচারে দেখা যায়নি। পার্টির স্লোগান বা পোস্টার মারতে দেখেনি। তাদের আবার অনেকেই নতুন কমিটিতে জেনারেল সেক্রেটারি করা হয়েছে। আজকে যারা দলের বিরোধিতা করেছে তাদেরকেই জেলা কমিটিতে আনা হয়েছে। কলকাতার নেতারা এই নতুন কমিটি নিয়ে কোন রকম পর্যালোচনা করেন নি। সাধারণতঃ এই জন্যই তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

অসুস্থ তৃণমূল সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২০ এপ্রিল ঃ গুরুতর অসুস্থ মুর্শিদাবাদ লোকসভার তৃণমুল সাংসদ আবু তাহের খান। তৃণমুল সাংসদকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি নার্ভের রোগে ভুগছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। বুধবার মুর্শিদাবাদের নওদার গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ কোমরে ব্যাথা শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়েন সাংসদ। তড়িঘড়ি তাঁকে বহরমপুরের এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসা হয়। শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ার কারণে আবু তাহের খানকে ওইদিন রাতেই কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে মল্লিক বাজারের নিউরো হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। সেখানে তাঁর স্যালাইন, অক্সিজেন চলছে। নার্ভের রোগে ভুগছেন সাংসদ বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে বহরমপুরের জেলা কমিটি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আবু তাহের খান। তার দুদিন পরেই সিবিআই যখন বড়য়ার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিল সেই সময় বহরমপুরের আবু তাহের খানের বিরুদ্ধে কলকাতা কর্পোরেশনে মজদুর বিভাগে চাকরি দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন জেলা বিজেপি সভাপতি। ঘটনার তদন্ত চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

জমি বিবাদের জেরে খুন কাকা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ জমি নিয়ে বিবাদের জেরে ভাইপোর হাতে খুন কাকু। প্রকাশ্য দিবালোকে গলায় ছুরির কোপ মেরে খুন। পুলিশের হাতে গ্রেফতার অভিযুক্ত। ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। খুনির শাস্তির দাবতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রানিপুরা গ্রামের ঘটনা। রানীপুরা গ্রামের বাসিন্দা ইখতেয়ার হোসেন(৪৫)। একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে বিবাদ চলছিল তারই ভাইপো মুশফিক রেজার (২৫) সঙ্গে। জমির আল নিয়ে ছিল বিবাদ। সেই বিবাদের জেরে ৩ দিন আগে মুশফিক রেজার হাতে আক্রান্ত হন ইখতেয়ার হোসেন। সেই সময় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে নিজের চিকিৎসা করান ইখতেয়ার। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু তারপরেই কুশিদায় নিজের দোকানে যাচ্ছিলেন ইখতেয়ার। সেই সময় প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার মাঝেই কাকু ইখতেয়ারকে গলায় ছুরির কোপ মারে ভাইপো মুশফিক। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েন ইখতেয়ার। সাথে সাথে তাকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযুক্ত খুনীর গ্রেফতারির দাবিতে তুলসীহাটা গামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় হরিশচন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের হস্তক্ষেপে উঠে যায় বিক্ষোভ। গ্রেফতার করা হয় খুনের দায়ে অভিযুক্ত মুশফিক রেজাকে। এই মুহূর্তে ব্যাপক ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। পরিবার এবং এলাকার লোকেরা খুনীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ইখতেয়ার হোসেনের দুই মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছে। এই ভাবে তার মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়েছে পরিবার। মৃতের আত্মীয় রমজান আলী বলেন, জমি নিয়ে ওদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। তিন দিন আগেও ঝামেলা চলছিল। তারপর আজ এই ঘটনা ঘটে। মৃতের আত্মীয় ইফতেসার হোসেন বলেন, এইভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করে দিল। আমরা এই ঘটনার বিচার চাইছে। খুনিকে যাতে কোনোভাবেই না ছাড়া হয়। মৃতের স্ত্রী নাজিমা খাতুন বলেন, আমার বাড়িতে দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। এখন আমরা কি করব, কোথায় যাব! রাস্তায় সবার সামনে ছুরি মেরেছে। খুনি যাতে আজীবন শাস্তি পায় এটাই দাবি জানাবো। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এএসআই জাকির হোসেন বলেন, জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটেছে। গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ব্যক্তিটি মারা গেছেন। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় বারবার দেখা যাচ্ছে জমি নিয়ে বিবাদের ঘটনা। বিবাদের জেরেই হচ্ছে গন্ডগোল। যেখান থেকে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন। এলাকার নিরাপত্তা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। প্রত্যেকে কঠোর শাস্তি চাইছে অভিযুক্তর।

তীব্র গরম চলছে, তাই সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই কালনার খরিনান মেদগাছি মোড়ে একটি চায়ের দোকানে পৌঁছে গেলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। গ্রাম্য এলাকায় সকাল বেলায় চায়ের দোকানে ভিড় থাকে কৃষক-মজুরদের। সেই চায়ের দোকানে চা-বিস্কুট খেতে খেতে জনসংযোগ সারলেন স্বপন বাবু। প্রখর রোদ এবং তীব্র গরমের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, খুব জরুরী কাজ ছাড়া বাইরে রোদে না বেরোনোই ভালো, বার হলেও ছাতা, তোয়ালে এবং পানীয় জল নিয়ে যেন বার হন তারা। এমনটাই তাদের নিদান দিলেন রাজ্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। -রাজকুমার ঘোষ।

আদিবাসী ভাষায় মহিলা সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ এপ্রিল ঃ আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গবদ্ধ করতে এবারে আদিবাসী ভাষাতেও তৃণমূলের মহিলা কর্মীসভা হলো পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার পুরাতন মালদা আদিবাসী মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বে এই কর্মীসভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতেই আদিবাসী মহিলারা নিজেদের ভাষাতেই বিভিন্ন বিষয়গুলি তুলে ধরেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ধরনের কর্মীসভার গুরুত্ব রয়েছে বলেও মনে করছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। যেখানে আদিবাসীরা মন খুলে নিজেদের ভাষাতেই নানান বিষয়ে মতামত বিনিময় করতে পারবেন। এদিনের এই তৃণমূল আদিবাসী মহিলা সংগঠনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মৃণালিনী মন্ডল মাইতি, পুরাতন মালদা আদিবাসী মহিলা সংগঠনের ব্লক সভানেত্রী তুলিকা মুর্মু, যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের তৃণমূলের প্রধান নূর হক, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূলের সহ সভানেত্রী মিতালী মিত্র, শর্মিষ্ঠা গাঙ্গুলি সহ শতাধিক আদিবাসী তৃণমূল মহিলা কর্মীরা। এদিনের এই সম্মেলনে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বর্তমানে রাজ্য সরকারের যেসব পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আদিবাসীদের মধ্যে ঠিকঠাক পাচ্ছে কিনা। যদি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদিবাসীদের কেউ না পেয়ে থাকেন, সেইসব পরিবারগুলিকে কিভাবে সহযোগিতা করা হবে সে বিষয়টিও এদিনের এই কর্মীসভার মধ্যে তুলে ধরা হয়। তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মৃণালিনী মন্ডল মাইতি বলেন, আমরা জেলার প্রতিটি ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বুথ ভিত্তিক ছোট ছোট করে মহিলাদের নিয়ে সভা করছি। বিশেষ করে আদিবাসী মহিলাদের একত্রিত করে সংগঠনকে মজবুত করার উদ্দেশ্যে এই সভা।

তীব্র গরমে গাছে পোকা লেগে মাথায় হাত পড়ল চা চাষীদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ একদিকে বৃষ্টি নেই আর এদিকে চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। আর এরই মাঝে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, লুপার, রেড স্পাইডারের মতো একাধিক প্রজাতির পোকা। এই ত্রিফলা আক্রমনে মাথায় হাত ক্ষুদ্র চা চাষী থেকে শুরু করে বড় বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষের। এই মরশুমে ফাস্ট ফ্ল্যাশে সামান্য পাতা পাওয়া গেলেও চলতি মাসে সেকেন্ড ফ্ল্যাশে কাঁচা পাতা সঠিক ভাবে পাওয়া যাবে কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে চা চাষীদের কাছে। তবে এই ঘটনা কেবল জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই একই পরিস্থিতি বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষী সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী এবং ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় বাগচী। গত কয়েকবছর ধরে দেশের মোট উৎপাদিত চায়ের অর্ধেকের বেশি উৎপাদন করে থাকে এই ক্ষুদ্র চা চাষীরা। তথ্য অনুসারে উত্তরবঙ্গের মোট উৎপাদিত চায়ের ৬৫ শতাংশ উৎপাদন করে ক্ষুদ্র চা চাষীরা। অন্যদিকে দেশের মোট উৎপাদিত চায়ের ৫২ শতাংশ উৎপাদন করে ক্ষুদ্র চা চাষীরা। বাকিরা চা আগে সেড গার্ডেন থেকে। জানা গেছে চা চাষের জন্য ২৮-৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা বর্তমানে ৩৬ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে। বৃষ্টি নেই তাই সেচের মাধ্যমে বাগানে জল দেবার কাজ চালান হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং অনাবৃষ্টির কারণে প্রতিটি বাগানে গ্রীন ফ্লাই, রেড স্পাইডার, লুপার সহ একাধিক পোকার আক্রমন শুরু হয়েছে। চা চাষীদের বক্তব্য একদিকে প্রকৃতির মার, অন্যদিকে পোকার আক্রমন। অবিলম্বে বৃষ্টি না হলে চা গাছ বাঁচিয়ে রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে ক্ষুদ্র চা চাষী এবং বড় বাগানগুলির মালিক কর্তৃপক্ষ। এদিন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষী সংগঠনের সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে চা গাছ রক্ষা করাই আমাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি জানান, প্রখর রোদের তাপে একদিকে চা পাতা ঝলসে যাচ্ছে, অন্যদিকে পোকার আক্রমণ। সব মিলিয়ে বড় ক্ষতির মুখে তারা। ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় বাগচী বলেন, দার্জিলিং পাহাড় থেকে শুরু করে একেবারে শঙ্কোশ নদী পর্যন্ত সর্বত্র একই পরিস্থিতি। যে কারণে ফাস্ট ফ্ল্যাশ ভীষন ভাবে মার খেয়েছে। সেকেন্ড ফ্ল্যাশের এখনও দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপক তাপমাত্রার তারতম্য। স্বাভাবিক ভাবেই কঠিন পরিস্থিতিতে তার। দ্রুত বৃষ্টি না হলে বড় ধরণের আর্থিক সমস্যার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে শিশু চুরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফের শিশু চুরির অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মেডিকেল কলেজের প্রসূতি বিভাগে। জানা গিয়েছে, ওই মহিলার নাম রঞ্জিতা সিং। তিনি খড়িবাড়ি ভোগভিটা এলাকার বাসিন্দা। গত পরশু দিন তিনি খড়িবাড়ি হাসপাতালে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। সন্তানের জন্মের পর মহিলার শরীরে বেশকিছু জটিলতা দেখ যায়। সেই কারণে বুধবার রাতে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর এদিন রঞ্জিতা দুপুরে খাবার সময় আচমকাই এক মহিলা আসে। রঞ্জিতাকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁর সন্তানকে কোলে নেওয়ার জন্য বলেন। রঞ্জিতাও ভরসা করে তাঁর সন্তানকে ওই মহিলার কোলে দিয়ে হাত ধুতে যান। ফিরে এসে দেখেন তাঁর সন্তানও নেই এবং ওই মহিলাও নেই। ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয় মেডিকেল কলেজে। ঘটনাস্থলে পৌঁছান মেডিকেল কলেজের সুপার, ডেপুটি

সুপার সহ মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। প্রত্যেকে সিসিটিভি ক্যামেরা খতিয়ে দেখতে গিয়ে দেখেন ফুটেজ কাজ করছে না। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শিশুটির খোঁজ শুরু হয়েছে। এদিন ঘটনা প্রসঙ্গে রঞ্জিতা বলেন, ওই মহিলা নিজেকে রাজবংশী পরিচয় দেয়। আমি খাচ্ছিলাম যখন বাচ্চাটি কাঁদছিল। ওই মহিলা বলে আমি ধরব? আমি কিছু না ভেবে ওকে ধরতে দিই। আমি খেতে বসার কিছুক্ষণ পর ওই মহিলা ও আমার ছেলেকে আর দেখতে পাইনি। খবর পেয়ে আসেন হাসপাতালের সুপার চিকিৎসক সঞ্জয় মল্লিক ও মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওয়ার্ডের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে। হাসপাতালের সুপার বলেন, ভিজিটিং আওয়ারে বাইরের মানুষরা হাসপাতালে এসেছিলেন, ফলে ওই মহিলা কে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে আমাদের হাসপাতালে এতো বেরনোর গেট রয়েছে সেটাই সমস্যার। ভিজিটিং আওয়ারে একটি টিকিটে দু'জন যান। এটা কমিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি না তা দেখতে হবে।

ছাত্রদের নিয়ে প্রকৃতি পাঠে স্কুল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ এপ্রিল ঃ শিক্ষাদানের অঙ্গ হিসেবে ছাত্রদের সাথে প্রকৃতি ও বণ্যপ্রাণীদের পরিচয় ঘটাতে নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ের একদিনের সাফারি। নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির যৌথ উদ্যোগে ৩০ জন ছাত্রকে প্রকৃতি পাঠের অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার বেঙ্গল সাফারি পার্কে ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ভ্রমণে উপস্থিত ছিলেন এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ের পতাকা নাড়িয়ে যাত্রার সূচনা করেন। প্রকৃতি পাঠের পাশাপাশি নানান জীবজন্তুর সঙ্গে ছাত্ররা মিলিত হবে দেখে ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এই যাত্রা সমন্ধে নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি অসীম অধিকারী, প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বলেন, ছাত্রদের এই ভ্রমণ পাঠ্য বইয়ে পঠন-পাঠনের পাশাপাশি প্রকৃতির নানান বৈচিত্র্য সমন্ধে অবগত হবে। তাদের স্কুলের উদ্দ্যোগে এর আগে গজলডোবা ও বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবার আবার ছাত্রদের বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়াও তাদের বক্তব্য, এই ভ্রমণের দুটি উদ্দেশ্য। এই স্কুলে বেশিরভাগ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসে। তাদের জীবন যাত্রায় এই সাফারি অনেক মহত্ব রাখে। জীবজন্তুর সঙ্গে অবগত হবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কিছুটা সময় আনন্দ উপভোগের সাথে কাটাতে পারে সেই লক্ষ্যে এই উদ্যোগ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Electrical), KMC** invites tender online, two part Bid system for the following work:
NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/03/23-24
Name of Work: **Engagement of Electrical Night Gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system for avoid any type of accident and public safety for Br.-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,89,459.68**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **214 days.** Last Date and Time of Completion of Bid: **02.05.2023 upto 3 p.m.** The bid form and other details are available on and from **20.04.2023 from 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **CME (SWM), KMC** invites tender online item rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: SWM-II/DIST-IV/74/22-23
Tender ID: 2023_KMC_514461_1
Name of Work: **Engagement of one hired LCV truck for attending break down vehicle service work in Dist-IV Garage under SWM department for 180 days.** Estimated Amount: ₹ **1,80,000.00**. Earnest Money: ₹ **3,600.00**. Period of Completion: **180 days.**
(2) NIT No.: SWM-II/DIST-IV/76/22-23
Tender ID: 2023_KMC_515116_1
Name of Work: **Through repairing and full painting (inside & outside) of Portable Compactor No. 135 and supply fitting fixing of spare parts of said Portable Compactors under Dist-IV Garage/SWM-II.** Estimated Amount: ₹ **2,67,034.00**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of Bid: **29.04.2023 upto 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **19.04.2023 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **EE/(WS)IGWTP, KMC** invites e-tenders for the following works. (Submission of Bid through online). **Date: 18.04.2023.**
(1) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/001/23-24
Name of Work: **Restoration of 1.1 KV grade power network connected with alum lifting pump-motor set (western side), panel board, distribution box at 60MGD Plant, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): ₹ **2,99,924.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Time of Completion: **30 days.**
(2) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/002/23-24
Name of Work: **Repairing & maintenance of damaged Penstock Gate of RG Bed No.-24, 25 & 28 at 60MGD Plant, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): ₹ **4,99,454.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Time of Completion: **45 days.**
(3) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/003/23-24
Name of Work: **Maintenance by sequential de-assembling & re-assembling of Butterfly Valves attach with dismantling joint connected with HT Pump No.-4, 5 & 6 at Intake Station No.-3, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): ₹ **4,84,297.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Time of Completion: **45 days.**
(4) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/004/23-24
Name of Work: **Repairing & maintenance of Alum No.-2 with the application of FRP Lining at 60MGD Plant, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): ₹ **4,93,224.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Time of Completion: **45 days.**
(5) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/005/23-24
Name of Work: **Maintenance and de-hydration of transformer oil of 6/0.415 KV, 700 KVA rated Oil Cooled Transformer No.-10 & 11 at IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): ₹ **4,80,977.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Time of Completion: **30 days.**
(6) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/006/23-24
Name of Work: **Maintenance of the 1.1KV Grade Power Distribution Network with arrangement of indoor illumination within the Old Pressure Station-1, IGWTP.** Estimated Amount (Including GST & LWC): ₹ **4,92,005.00**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Time of Completion: **180 days.** Cost of Tender & Tender Documents: **NIL** (For Sl. No. 1 to 6). Last Date and Time of Submission of Tender: **15.05.2023 upto 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). **Note:** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. (For Sl. No. 1 to 6)

The **Director General (Mech.)/Roads, KMC** invites tender online percentage rate of two part Bid system for the following work:
NIT No.: KMC/ASPH/PB/CM-09/2022-23
Name of Work: **Continuation of operation of inspection car at Asphaltum Deptt. P.B.** Estimated Cost: ₹ **3,14,904.00**. Earnest Money: ₹ **6,300.00**. Period of Completion: **365 days.** Last Date and Time of Bid submission (online): **06.05.2023 upto 2 p.m.** Bid opening and date for Technical proposal: **08.05.2023 at 2 p.m.** The bid form and other details are available on and from **24.04.2023, 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

66/23-24

সিরাজের ৪ উইকেট, কোহলির ক্যাপ্টেন্সিতে জয়ে ফিরল আরসিবি

মোহালি, ২০ এপ্রিলঃ শুরুতে ব্যাট হাতে ফাফ ডুপ্লেসির অনবদ্য ৮৪। পরে বল হাতে মহম্মদ সিরাজের চার উইকেট। বৃহস্পতিবার আইপিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স উপহার দিল বেঙ্গালুরু। পাঞ্জাব কিংসকে হারাল ২৪ রানে। প্রথমে ব্যাট করে আরসিবি তুলেছিল ১৭৪। জবাবে মোহালিতে ঘরের মাঠে ১৫০ রানেই আটকে যায় পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের ব্যাটিং একেবারেই দাঁড়াতে পারেনি কোহলিদের বিরুদ্ধে। পাঞ্জাবের হয়ে ওপেন করতে নামা প্রভসিমরন সিংহ একটা দিক ধরে রাখলেও উল্টো দিক থেকে একের পর এক উইকেট পড়ে যাচ্ছিল। মহম্মদ সিরাজের প্রথম বলে অথর্ব তাইড়ে চার মারেন। দ্বিতীয় বলেই তাঁকে এলবিডব্লিউ করেন সিরাজ। তৃতীয় ওভারে ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গ এসে তুলে নেন বিপজ্জনক ম্যাথু শর্টকে। মারকুটে ব্যাটার লিয়াম লিভিংস্টোনও কিছু করতে পারলেন না। তাঁকেও ফেরান সিরাজ। হরপ্রীত সিংহ ভাটিয়া এসে জুটি গড়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রভসিমরনের সৌজন্যে তা হল না। রান নিতে গিয়ে দু'জনের ভুল বোঝাবুঝি হয়। সিরাজের অনবদ্য থ্রোয়ে ফিরে যান ভাটিয়া। অধিনায়ক স্যাম কারেনও কিছু করতে পারেননি। ১২ বলে ১০ করেন। শেষ দিকে একটা চেষ্টা করেছিলেন উইকেটকিপার জিতেশ শর্মা। কিন্তু ২৭ বলে তাঁর ৪১ রান কাজে লাগল না। তার আগে, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ১৭৪-৪ তোলে বেঙ্গালুরু। আশা জাগিয়েও বড় রান হয়নি। ডুপ্লেসি এবং কোহলি দু'জনেই অর্ধশতরান করেন। শতরানের জুটিও হল। কিন্তু শেষ দিকে রান তোলার গতি অনেকটাই কমে যায়। তাই দুশোর আশা জাগিয়েও ওঠেনি। তাতে

ম্যাচ জিততে অসুবিধা হল না। টসের সময় কোহলি জানিয়েছিলেন, নিয়মিত অধিনায়ক ডুপ্লেসির হালকা চোট রয়েছে। তাই তিনি ফিল্ডিং করতে পারবেন না। সে কারণে এই ম্যাচে তাঁকে অন্তর্বর্তিকালীন অধিনায়ক হতে হয়েছে। কিন্তু ব্যাট করতে নেমে মনে হল না আদৌ ডুপ্লেসির কোনও চোট রয়েছে। এতটাই সাবলীল ভাবে ব্যাট করলেন তিনি। প্রথম থেকেই পাঞ্জাবের বোলারদের আক্রমণ করতে শুরু করেন দুই ব্যাটার। দীর্ঘ দিন বাদে অধিনায়কত্ব পেয়ে কোহলি যেমন সাবলীল, তেমনই 'চোট' নিয়ে খেলা ডুপ্লেসিও। একমাত্র স্যাম কারেন বাদে পাঞ্জাবের কোনও বোলারকেই রেয়াত করেননি এই দু'জন। কোহলির ব্যাট থেকে দুর্দান্ত কভার ড্রাইভ দেখা গেল। তবে পিচ একটু ধীর গতির থাকার কারণে আগের ম্যাচের অত বেশি হাত খুলে খেলতে দেখা যায়নি। তবে প্রত্যেক ওভারে রান তোলার গতি ভালই ছিল। আইপিএলে ব্যাট করতে নেমে শতরানের জুটি গড়ার ব্যাপারে কোহলির কোনও জুড়ি নেই। অতীতে ক্রিস গেলের সঙ্গে অন্তত চার বার এই কাজ করেছেন। ডুপ্লেসির সঙ্গে এই নিয়ে তিনটি শতরানের জুটি হয়ে গেল। দেবদত্ত পাড়িক্কল এবং তিলকরত্নে দিলশানের সঙ্গে দু'টি করে রয়েছে। ১৬তম ওভারের তৃতীয় বলে ডুপ্লেসির সহজতম ক্যাচ মিস্ করেন পাঞ্জাব উইকেটকিপার জিতেশ শর্মা। তখন ৬৮ রানে ব্যাট করছিলেন ডুপ্লেসি। প্রোটিয়া ব্যাটার আউট হলেন কয়েক ওভার পরেই। তত ক্ষণে তাঁর নামের পাশে আরও ১৬ রান জুড়ে গিয়েছে। বেঙ্গালুরুর জোড়া ধাক্কা দেন হরপ্রীত ব্রার। ১৭তম ওভারে বল করতে এসে ফেরান কোহলিকে। প্যাডল সুইপ করতে গিয়েছিলেন কোহলি। ব্যাটের কানায় লেগে বল লেগ সাইডের দিকে যাচ্ছিল। বাঁ দিকে কিছুটা ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরে নেন জিতেশ। পরের বলেই আউট গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। প্রথম বলেই কোনও অজ্ঞাত কারণে বল আকাশে ওড়াতে গেলেন। ক্যাচ ধরলেন অথর্ব তাইড়ে। পরে ডুপ্লেসি আউট হতেই বোঝা যায় বেঙ্গালুরুর রান বেশি হবে না। কিন্তু তখনও জানা ছিল না বেঙ্গালুরু এত সহজে ম্যাচটা জিতবে।

যদি ক্রিকেটে ফিরি ধোনির ক্যাপ্টেন্সিতে খেলতে চাই সানি

চেন্নাই, ২০ এপ্রিলঃ নিজে মুম্বইকর হলেও সুযোগ পেলে তিনি আইপিএলে খেলতে চান চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। এর পিছনে রয়েছে এক বড় কারণ। আর এই কারণ আর কিছু নয়, স্বয়ং মহেন্দ্র সিং ধোনি। এই মন্তব্য করেছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। বর্তমানে তিনি আইপিএলের ধারাভাষ্যের সঙ্গে যুক্ত। ভারতের এই কোটিপতি লিগে তাঁর খেলা হয়ে ওঠেনি। তিনি জানিয়েছেন, যদি আইপিএলে খেলার সুযোগ পেতেন তা হলে করেন সেটাও কাছ থেকে দেখতে চান সানি। একইসঙ্গে ড্রেসিংরুমে এবং টিম মিটিংয়ে মাহি মেজাজ হারান কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখতেন লিটল মাস্টার। চলতি আইপিএলে ব্রডকাস্টার চ্যানেল স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সানি আইপিএলে খেললে যে দল বাছতেন তা নিয়ে বলেন, ''মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়া আর কোন দলকে বেছে নেব? আর সেটা যদি না হয়, তা হলে আমি চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে চাই। দু'টি কারণে চেন্নাই সুপার

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে প্রথমে বাছতেন। তা ছাড়া আর যে দলে তিনি খেলার বিশেষ ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন সেটি হল মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। সিএসকে জার্সিতে নিজেকে দেখতে চাইতেন সানি। আর একইসঙ্গে কাছ থেকে বুঝতে চাইতেন ক্যাপ্টেন কুলকে। আইপিএলের ব্রডকাস্টার চ্যানেলে সদ্য একথা নিজেই বলেছেন সানি। সুযোগ পেলে আসলে আইপিএলের সবচেয়ে সফল ২ দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংসের যে কোনও একটিতে খেলতে পছন্দ করতেন গাভাসকর। কিংবদন্তি জানান, তিনি সুযোগ পেলে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করতেন। কীভাবে ধোনি অধিনায়ক হিসেবে মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কিংসে আমার খেলার ইচ্ছে রয়েছে। প্রথমত, চেন্নাইয়ের মালিকরা ক্রিকেটের প্রতি ভীষণ অনুরাগী। ক্রিকেটের জন্য তাঁরা অনেক কিছু করেছে। যেমন শ্রীনিবাসন স্যার ক্রিকেটের জন্য যা করেছে তা এক কথায় অনবদ্য।'' আর দ্বিতীয় কারণ হিসেবে সানি বলেন, ''দ্বিতীয় বড় কারণটা হল মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করা। আমি ড্রেসিংরুমে থেকে শুরু করে মাঠের মধ্যে সামনে থেকে দেখতে চাই ধোনি কীভাবে দলকে নেতৃত্ব দেয়। মাঠের মতোই ড্রেসিংরুমে ধোনি শান্ত ও সংযত থাকে কিনা। যখন কোনও ক্রিকেটার ক্যাচ ফেলে কিংবা কেউ যদি একজন ফিল্ডারকে ব্যাকআপ না করে, তখন ও কীভাবে ধৈর্য হারায়। আমি এইসব কিছু সামনে থেকে দেখতে চাই।''

মারাদোনার মৃত্যুরহস্য? জিজ্ঞাসাবাদ আট জনকে

বুয়েনস আইরেস, ২০ এপ্রিলঃ চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মী মিলিয়ে আট জনকে দাঁড়াতে হবে কাঠগড়ায়। আর্জেন্টিনার আদালতকে জবাব দিতে হবে দিয়েগো মারাদোনার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে। মারাদোনার মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত করছে আর্জেন্টিনার প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট আট জন মারাদোনার চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর প্রয়াত হন মারাদোনা। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন অধিনায়কের মৃত্যুর কারণ নিয়ে সে সময় ধোঁয়াশা তৈরি হয়। কারণ, মৃত্যুর কয়েক দিন আগে একটি অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। বাকি চিকিসার সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাড়িতে। প্রাক্তন ফুটবলারের জন্য ২৪ ঘণ্টা বিশেষজ্ঞ চিকিসক এবং নার্সের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তবু ঠিক কী ভাবে ৬০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছিল আর্জেন্টিনা প্রশাসন। মারাদোনার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে এ বার চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মী মিলিয়ে আট

জনের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। দ্য সান ইসিড্রো বোর্ড অফ অ্যাপিলসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে নিউরোসার্জেন লিয়োপোলডো লুকি, ফিজিয়োথেরাপিস্ট অগস্টিনা কোসাকোভ-সহ আট জনকে। জানানো হয়েছিল, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় মারাদোনার। চিকিৎসকদের একাংশের অভিমত, মারাদোনার নানা শারীরিক সমস্যা থাকলেও সেগুলি প্রাণঘাতী ছিল না। মৃত্যুর কয়েক দিন আগেই মারাদোনার একটি অস্ত্রোপচার হয়েছিল। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছিল মারাদোনার। অস্ত্রোপচারজনিত কোনও সমস্যার কারণে প্রাক্তন ফুটবলারের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করেন অনেকে।

২২ গজে ফের মুখোমুখি বাংলাদেশ-পাকিস্তান

ঢাকা, ২০ এপ্রিলঃ আইপিএলের মাঝে আরও এক উত্তেজক ক্রিকেট সিরিজের সাক্ষী থাকতে চলেছে ক্রিকেট প্রেমিরা। ভারত বনাম পাকিস্তানের মতই এই দুই দেশ যখনই মুখোমুখি হয়েছে ২২ গজে তা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। এই মাসের শেষ থেকে আরও একবার 'সম্মুখ সমরে' দুই প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছে পাকিস্তান। সেখানে টেস্ট ও একদিনের সিরিজে মুখোমুখি হবে দুই দেশ। যা ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই অপেক্ষায় দুই দেশের ক্রিকেট ফ্যানেরা। তবে এই সিরিজ দুই দেশের সিনিয়র দলের মধ্যে নয়। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের এই সিরিজ হতে চলেছে দুই দেশের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের মধ্যে। বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের মধ্যে ১টি টেস্ট ও ৫টি একদিনের ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে যুব ক্রিকেটাররা। ৩০ এপ্রিল চট্টগ্রামে হবে একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি। এছাড়া ৫টি একদিনের ম্যাচ খেলা হবে ৬, ৮, ১১, ১৩, ১৫ মে। চট্টগ্রামে হবে প্রথম দুটি ওডিআই, শেষ ৩টি ম্যাচ হবে রাজশাহীতে। সিনিয়র দল থেকে শুরু করে যে কোনও বয়সভিত্তিক দল, কোনও ধরনের ক্রিকেটেই দীর্ঘ দিন একে অপরের মুখোমুখি হয়নি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।

'বার্সেলোনার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয় লা লিগার ক্লাবগুলো'

হোসে মারিয়া এনরিকেস নেগরেইরাকে টাকা দেওয়ার যে ব্যাখ্যা বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা দিয়েছেন, তা অন্য ক্লাবগুলোর সংশয় দূর করতে পারেনি বলে দাবি করেছেন হাভিয়ের তেবাস। লা লিগা প্রধান বলেছেন, দূর হয়নি তার মনের খটকাও।

বার্সেলোনা, ২০ এপ্রিলঃ ১৯৯৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্পেনের রেফারিদের টেকনিক্যাল কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন নেগরেইরা। ২০০১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে নেগরেইরার কোম্পানি 'ডিএএসএনআইএল

নাইন্টি ফাইভ'-কে বার্সেলোনার পক্ষ থেকে ৭৩ লাখ ইউরো দেওয়া নিয়ে তদন্ত চলছে স্পেনে। নিজেদের মতো করে তদন্ত করছে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা উয়েফাও। লম্বা সময় নিশ্চুপ থাকার পর গত সোমবার নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন লাপোর্তা। দুর্নীতির সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে একহাত নেন চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের। কঠোর সমালোচনা করেন তেবাসের। এর কিছু দিন আগে স্পেনের পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ এনে তেবাসের পদত্যাগের দাবি তোলে বার্সেলোনা। লাপোর্তার সংবাদ সম্মেলনের দুই দিন পর বুধবার লা লিগার ক্লাবগুলো বিশেষ সাধারণ সভায় বসে। স্বাভাবিকভাবেই আলোচ্য সূচির শীর্ষে ছিল নেগরেইরা কাণ্ড। সভা শেষে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তেবাস বলেন, ''বার্সেলোনার ব্যাখ্যার পরও খটকা থেকেই গেছে।'' সংবাদ সম্মেলনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য লাপোর্তা ২০ মিনিট সময় নিয়েছিলেন। কিন্তু বার্সেলোনা সভাপতিকে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি। ক্লাবগুলো এই অর্থ প্রদানের তদন্ত চায়, তারা এটাকে সঠিক মনে করছে না। নিজের ব্যাখ্যায় সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি লাপোর্তা। বলতে পারেন, ক্লাবগুলোর কাছে এখনও বিষয়টি পরিষ্কার নয়। তেবাসের মতে, বার্সেলোনা সভাপতির আরও অনেক কিছু পরিষ্কার করার আছে। সেটা করতে না পারলে লাপোর্তার পদত্যাগ করা উচিত। ''আমি বলেছি যে তিনি পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দেননি এবং আমি তার কথা বুঝতে পারিনি। এটা দুর্বোধ্য। তার দেওয়া ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। রেফারি কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্টকে এত বছর ধরে টাকা দেওয়া বোধগম্য নয়।'' বার্সেলোনার ব্যাখ্যায় লা লিগার অবস্থানে কোনো পরিবর্তনে আসেনি। তেবাস জানালেন, অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাবেন তারা। ''লা লিগা এই ইস্যুকে অন্যভাবে দেখতে পারে না। আমি মনে করি না, বার্সেলোনা রেফারি কিনেছে। তবে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে পেমেন্টগুলি কোনোভাবে রেফারির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য ছিল। একধরনের অভিপ্রায় শাস্তিযোগ্য আচরণ হতে পারে।''

বিশ্বকাপে কী ভাবে গোল করবেন সেটাও সতীর্থকে বলে দিয়েছিলেন মেসি

বুয়েনস আইরেস, ২০ এপ্রিলঃ ফুটবল খেলার পাশাপাশি জ্যোতিষচর্চাও কি করেন লিয়োনেল মেসি! নইলে কী ভাবে গোল করবেন সেটা কেমন করে আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন তিনি? বিশ্বকাপ জেতার এত দিন পরে সে কথা ফাঁস করলেন মেসির সতীর্থ নাহুয়েল মোলিনা। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ঘটেছিল এই ঘটনা। অনুশীলনের সময়ই নাকি সতীর্থদের সে কথা জানিয়েছিলেন মেসি। একটি সাক্ষাৎকারে মোলিনা বলেছেন ''নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে নামার আগে আমরা অনুশীলন করছিলাম। স্কালোনি বার বার বলছিল আমার প্রান্ত থেকে আক্রমণে ওঠার কথা। সে ভাবেই ছক কষছিলাম আমরা।'' অনুশীলন শেষে মোলিনাকে গোলের কথা বলেছিলেন মেসি। মোলিনা বলেছেন, ''অনুশীলন

শেষে মেসি আমার কাছে এসে বলল, তোমার প্রান্ত ধরেই প্রথম গোল করব আমরা। ম্যাচের দিনও সেটা ও আমাকে বলেছিল। আমি খুব চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু খেলায় সেটাই হল।'' নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ৩৫ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। মাঝমাঠে বল ধরে অনেকটা এগিয়ে এসে মোলিনার দিকে পাস পাড়ান মেসি। যেখান থেকে তিনি মোলিনাকে পাস দেন সেটা ভাবতেই পারেননি নেদারল্যান্ডসের ডিফেন্ডাররা। মেসির পাস ধরে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মোলিনা। নির্ধারিত সময়ে অবশ্য ২-২ ড্র ছিল খেলা। টাইব্রেকারে হয় ফয়সালা। টাইব্রেকারে নেদারল্যান্ডসের দু'টি পেনাল্টি বাঁচিয়ে দেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস। ৪-২ ফলে ম্যাচ জেতে আর্জেন্টিনা। পরে সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়া ও ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতেন মেসিরা।

মিউনিখে বায়ার্নকে রুখে সেমিতে ম্যান সিটি

তিন গোলের ব্যবধান ঘোচাতে যে মিরাকলের আশায় ছিলেন টমাস টুখেল, হলো না তার কিছুই। চেনা আঙিনায় আক্রমণের ঝড় ঠিকই তুলল বায়ার্ন মিউনিখ। তবে সেই ঝাপটা কী দারুণভাবেই না সামাল দিল ম্যানচেস্টার সিটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছয়বারের চ্যাম্পিয়নদের তাদেরই মাঠে রুখে দিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

মিউনিখ, ২০ এপ্রিলঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুধবার রাতে শেষ আটের ফিরতি লেগের ফল ১-১ ড্র। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ গোলের অগ্রগামিতায় ধাপে পা রাখল প্রিমিয়ার লিগের দলটি। প্রথমার্ধে একটি পেনাল্টি মিস করা আর্লিং হলান্ড বিরতির পর সিটিকে এগিয়ে নেন। শেষ দিকে জসুয়া কিমিখের গোলে হার এড়ায় বায়ার্ন। পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ উৎরাতে যে তীব্রতার প্রয়োজন, শুরু থেকেই বায়ার্নের ফুটবলে তার দেখা মেলে। অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে টানা আক্রমণ করতে থাকে তারা। সপ্তদশ মিনিটে দারুণ এক প্রতি-আক্রমণে সুবর্ণ সুযোগও পায় আয়োজকরা। কিন্তু সতীর্থের থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে 'ওয়ান-অন-ওয়ানে' লেরয় সানের শট একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দুই মিনিট পর বড় বাঁচা বেঁচে যায় আয়োজকরা। পাল্টা আক্রমণে সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া হলান্ডকে পেছন থেকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন দায়দ উপামেকানো। তবে তার আগেই কিঞ্চিৎ ব্যবধানে নরওয়ের ফরোয়ার্ড অফসাইড থাকায় সিদ্ধান্ত পাল্টান রেফারি। ম্যাচের শুরু থেকে ডাগআউটে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে বারবার প্রতিবাদ করায় হলুদ কার্ড দেখেন বায়ার্ন কোচ টমাস টুখেল। ২১তম মিনিটে দারুণ নৈপুণ্যে জাল অক্ষত রাখেন এদেরসন। ডান দিক থেকে সানের ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রুখে দেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক। ৩৫তম মিনিটে আবার উপামেকানোর ভুলে মহাবিপদে পড়তে বসেছিল বায়ার্ন। ডি-বক্সে ফরাসি এই ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট কিকে সব অনিশ্চয়তা একরকম শেষ করে দিতে পারতেন হলান্ড কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে উড়িয়ে মারেন সিটির জার্সিতে অভিষেক মরসুমেই ৪৭ গোল করা এই স্ট্রাইকার। প্রথমার্ধে প্রায় ৬০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের

উদ্দেশ্যে ১০টি শট নিয়ে চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারে বায়ার্ন। বিরতির আগের মিনিটেও ভালো একটি আক্রমণ শাণায় তারা কিন্তু বক্সে শট নেওয়ার আগ মুহূর্তে পিছলে যান জামাল মুসিয়ালা। তারপরও সুযোগ ছিল, কিন্তু জটলার মধ্যে কেউ তেমন কিছু করতে পারেননি। প্রথম ৪৫ মিনিটে গোলের উদ্দেশ্যে মাত্র চারটি শট নেওয়া সিটি ৫৫তম মিনিটে আবার মোক্ষম সুযোগ পায়। কিন্তু ওয়ান-অন-ওয়ানে গোলরক্ষক বরাবর দুর্বল শট নিয়ে আরও একবার হতাশ করেন হলান্ড। দুই মিনিট পর আর ব্যর্থ হননি তিনি। কেভিন ডে ব্রুইনের পাস ধরে হলান্ড বক্সের মুখে পিছলে পড়া উপামেকানোকে ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে যান। এরপর জোরাল শটে গোলরক্ষক ইয়ান সমেরকে পরাস্ত করেন তিনি। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলদাতা হলান্ডের মোট গোল হলো আট ম্যাচে ১২টি। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সংখ্যাটা ৪৮। প্রথম লেগে মেজাজ হারিয়ে সতীর্থ সানের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে এবং ম্যাচ শেষে ড্রেসিং রুমে তাকে ঘুষি মেরে সমালোচনার মুখে পড়েন সাদিও মানে। শাস্তিও পান তিনি। এদিন ৬৪তম মিনিটে ওই সানের বদলি হিসেবেই তাকে মাঠে নামান কোচ। ৭৪তম মিনিটে কাছ থেকে জালে বল পাঠান তরুণ ফরাসি ফরোয়ার্ড মাথিস টেল। তবে তার আগে কিংসলে কোমান অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। ১০ মিনিট পর অবশ্য সান্ত্বনাসূচক গোলের দেখা পায় তারা। সিটির ডি-বক্সে তাদের ডিফেন্ডার মানুয়েল আকাঞ্জির হাতে বল লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পট কিকে গোলটি করেন কিমিখ। খানিক পর সিটির এমেরিক লাপোর্তের একটি ফাউলের ঘটনায় আবারও ডাগআউটে বাজেভাবে প্রতিবাদ জানানোয় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন বায়ার্ন কোচ। হতাশাময় ম্যাচে বহিষ্কারাদেশের বিব্রতকর অভিজ্ঞতাও সঙ্গী হলো এই জার্মানের। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা। গত আসরের সেমি-ফাইনালে দুই লেগের শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে মাদ্রিদের দলটির বিপক্ষেই হেরেছিল সিটি। অন্যদিকে প্রতিপক্ষের মাঠে ২-০ গোলে জিতে কাজ অর্ধেকটা সেরেই রেখেছিল ইন্টার মিলান। ফিরতি দেখায় নিজেদের মাঠেও জয়ের পথে ছিল তারা। তবে শেষ দিকে ১০ মিনিটে দুই গোল করে হার এড়াল বেনফিকা। যদিও তাতে লক্ষ্য পূরণ হয়নি পর্তুগিজ দলটির। সান সিরোয় এদিন একই সময়ে শুরু ম্যাচটি ৩-৩ গোলে ড্র হয়েছে। প্রথম লেগে ২-০ গোলে জয়ী ইন্টার দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ অগ্রগামিতায় পরের ধাপে উঠেছে। সেমি-ফাইনালে ইন্টার খেলবে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসি মিলানের বিপক্ষে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501